তনুশ্রীর সঙ্গে দ্বিতীয় রাত

মশিউল আলম

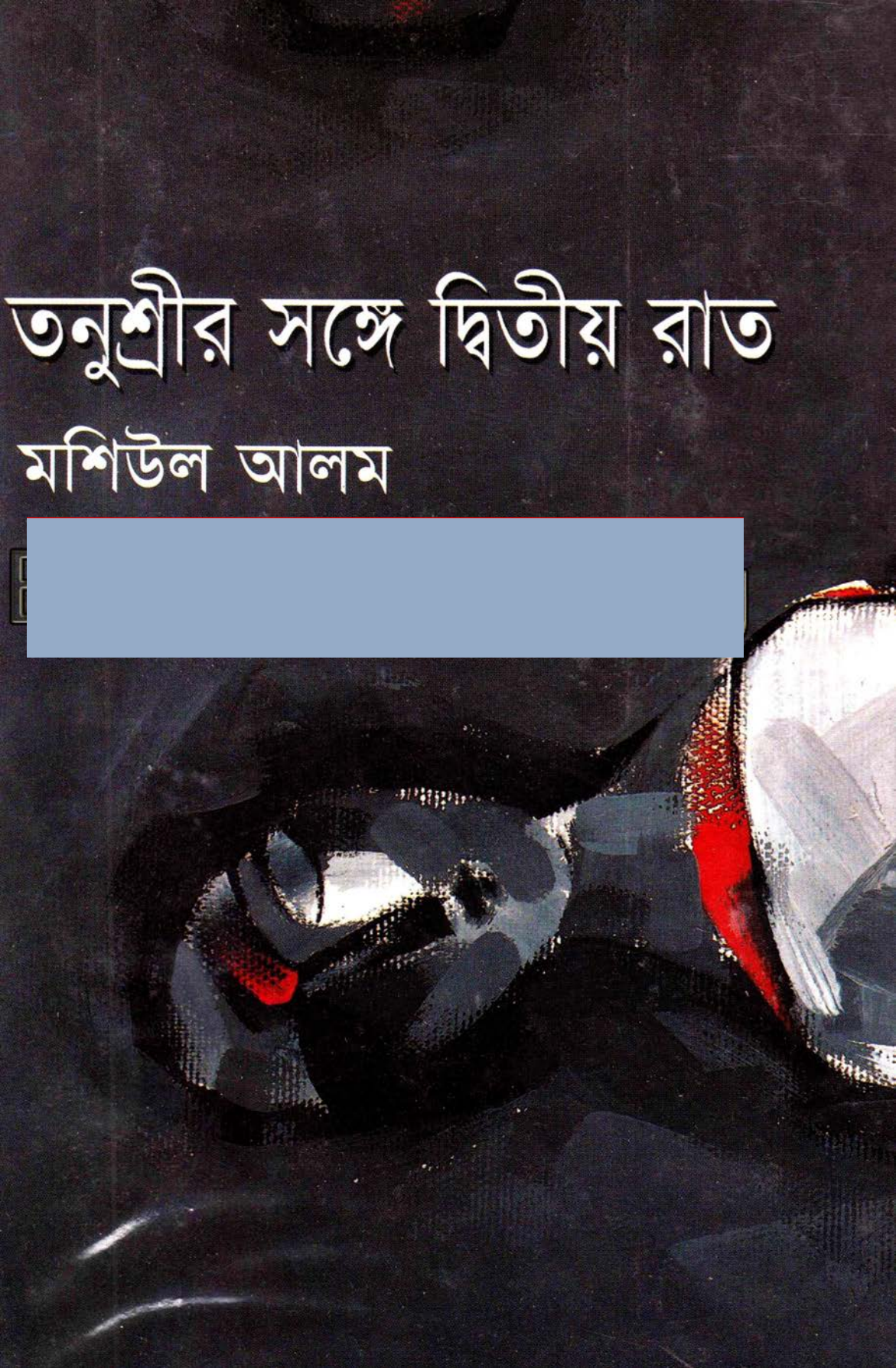

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© মশিউল আলম

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০০

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ২৪৯৪৬৩

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
মশিউল আলম

মুদ্রণ
বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড
৫১/৫২ বনগ্রাম রোড, ঢাকা ১১০০

দাম
এক শত টাকা মাত্র

ISNB 984 410 156

TANUSREER SANGE DWITIYA RAAT A Novel by Mashiul Alam, Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100, Cover designed by Dhruba Esh, Price Taka One Hundred Only.

উৎসর্গ

দ্বিজেন শর্মা
মীজানুর রহমান

১

আমরা খৈ খাই তোরাও খৈ খা
পিরি স্ত্রৈকা পিরি স্ত্রৈকা

বার্চবনের ভেতর থেকে সমস্বরে আওয়াজ আসছে :
উস্‌কারেনিয়ে! উস্‌কারেনিয়ে!!
উলুচ্‌শেনিয়ে! উলচ্‌শেনিয়ে!!
গ্লাসনস্ত গ্লাসনস্ত গ্লাসনস্ত!
পিরিস্ত্রোইকা পিরিস্ত্রোইকা পিরিস্ত্রোইকা!

বোল্‌শে দেমোক্রাতিঈ বোল্‌শে সৎসালিজ্‌মা
(আরো গণতন্ত্র আরো সমাজতন্ত্র)

দা জ্‌দ্রাস্তভুয়েৎ ভিলিকি লেনিন! (মহামতি লেনিন জিন্দাবাদ!)
দা জ্‌দ্রাস্তভুয়েৎ তাভারিশ গর্বাচভ!! (কমরেড গর্বাচভ জিন্দাবাদ!!)

একটি জলদগম্ভীর পুরুষকণ্ঠ : আৎভিচায়েতিস্‌ (সাড়া দাও)!
কেশে গলা পরিষ্কার করে
: ভ্লাদিমির ইলিচ।[১]
: ইয়েস্‌ৎ (হাজির)।
: ইওসেফ ভিস্‌সারিওনিভিচ!
: ইয়েস্‌ৎ!
: নিকিতা সের্গেইভিচ!
: দা (হ্যাঁ)।

১ ভ্লাদিমির ইলিচ থেকে মিখাইল সের্গেইভিচ পর্যন্ত নামগুলো যথাক্রমে লেনিন, স্তালিন, ক্রুশ্চভ, ব্রেঝনেভ, আন্দ্রোপভ, চেরনেন্‌কো এবং গর্বাচভের আদিনাম ও পিতৃপরিচয়-সূচক মধ্যনাম।

: লিওনিদ ইলিচ!
: ইয়েস্‌ৎ।
: ইউরি ভ্লাদিমিরোভিচ!
: ইয়েস্‌ৎ।
: কন্‌স্তান্তিন উস্তিনোভিচ!
: ইয়েস্‌ৎ।
: মিখাইল সের্গেইভিচ!
: ইয়েস্‌ৎ!
: পাশা! কারচাগিন![২]
: শ্‌তো স্লুচিলোস (কী হয়েছে)?
: সাদিস্‌, তি তোঝে নুঝেন্‌ (বস্‌, তোকেও দরকার)!
: কম্পরাম সিং!
: ইয়া গাতোফ্‌ (আমি প্রস্তুত)!
: নাইকি হেমরম!
: গাতোফ্‌!
: মোহাম্মদ আলি লসকর!
: হয় আছি।
: আপনার হারিকেন নিভে গেছে, বাইরে ঝড়-বৃষ্টি?
: হয় ঝড়-বিষ্টি।
এই রাত্রে আপনে এগারো মাইল রাস্তা পায়ে হ্যাঁটে আসলেন?
: ফরহাদ ভাই ইন্তেকাল হলেন, হামি আস্‌মো না?
: কমরেড ব্রেঝনেভ ইন্তেকাল হলে ত আপনে আসেন নি?
: তা অবশ্য আসি নি।
: আসলেন না কিসক্‌?
: এত কাজ-কাম থুয়ে ক্যামন করে আসি।

পার্শ্বকণ্ঠ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে মোহাম্মদ ফরহাদ যখন লেনিনের মতো নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে উঠতেছিল তখন পার্টির সংস্কারপন্থী নেতারা বিপদ দেখবার পায়। তারা সাধারণ সম্পাদক পদের পিছে একখানা লেঙ্গুর জুড়ে দেয়। সৃষ্টি করা হয় সহকারী সাধারণ সম্পাদকের পদ... টেমিং অফ স্টেট অর এনি কাইন্ড অফ ইনস্টিটিউশনাল পাওয়ার ইজ এ জেনুইন প্রব্লেম.. অ্যাবসেন্স অফ ইন্টারনাল ডেমোক্রেসি মেক্‌স এ পার্টি ডিকটেটোরিয়াল, অ্যান্ড দি সো-কল্ড ডেমোক্রেসি কজেস এ রেভ্যুরেশনারি পার্টি ফল ইনটু ক্যাওস। অলমোস্ট অলওয়েজ দি গোল্ডেন মিন রিমেইনস্‌ আন্‌অ্যাচিভড্‌...

২ মাক্‌সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসের চরিত্র পাভেল কারচাগিন।

BanglaBook.org

তিখা! স্পাকোইনা (চুপ কর, কোনো শব্দ নয়)!
ই তাক্, দাল্‌শে (আচ্ছা, তারপর)!
: সাইফুদ্দিন মানিক।
নীরবতা
: সাইফুদ্দিন আখ্‌মেদ মানিক!
নীরবতা
: ইশ্‌শোর্ রাস্, সাইফুদ্দিন আখ্‌মেদ মানিক!
: নিয়েতো ইভো (সে নাই)।
: স্তো এতা আৎভিচায়েৎ (কে উত্তর দিচ্ছে)?
নীরবতা
: স্প্রাশিবায়েৎসা, স্তো এতা আৎভিচাল্ (জিগ্যেস করা হচ্ছে, কে উত্তর দিল)?
নীরবতা
: আৎভিচাইতে (জবাব দাও)!
: পাশোল্ ইগ্রাৎ ফুৎবোল্ (ফুটবল খেলতে গেছে)!
খা খা খা খি খি খি...
তিখা! স্পাকোইনা!!
...ভাঙ্গো রে ভাঙ্গো! হৈ হৈ হৈ ভাঙ্ শালা! ভাঙ্!...

একটু আগে হেগেলের সঙ্গে দেখা। একটা পার্কের এক কোণে ছোট-খাটো একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে লোকজনের হাঁটাচলা লক্ষ করছিলেন। একটা বজ্জাত পাখি হেগে দিয়েছিল তাঁর কাঁধে, ঝলমলে রোদে ঝকঝক করছিল শাদা পক্ষিবিষ্ঠা।

'গুরু, ক্যামন আছেন?'

হেগেল মহাশয় মুহূর্তে আমাদের পাড়ার বদরাগী স্কুলমাস্টার :

'কে তোমার গুরু হে?'

'ওই হল, গুরুর গুরু তো?'

মুখটা এবার বিশ্রী করে বললেন, 'মার্কস একটা মস্তো বেয়াদব!'

আমি হা হা করে হেসে উঠতেই হেগেল সাহেব গায়েব। দেখলে কাণ্ডটা?...

সংসারে সাধারণ লোকজনের মতের মিল-অমিল নিয়ে ঝগড়া-ঝাটির মধ্যে যে-মজাটা থাকে দার্শনিকদের পলিমিক্‌সের রসটা কি তার চেয়ে উচ্চমার্গের কিছু? আপন মনে কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছি বার্লিনের ফুটপাথ দিয়ে, হঠাৎ এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে এসে প্রাচীরটা ভাঙতে শুরু করে দিল।...

'হুক ভ্যান হল্যান্ডের ট্রেন ছাড়ে কোন প্লাটফর্ম থেকে জনাব?'

'ডন্ট স্পিক ব্লাডি ইংলিশ!'...

রামভদ্রপুরের ভূমিহীনরা দলবেঁধে হাজির। এত কষ্ট করে পুকুর সাফ করা হল, চান্দা তুলে মাছের পোনা ছাড়া হল, মাছ বড়োও হল খানিক, আর দ্যাখো শালা

BanglaBook.org

রক্তচোষার দল লাঠিয়াল আর পুলিশ লিয়ে হাজির। এইবার কিন্তুক্ তীর-ধনুক লিয়ে রেডি হওয়া লাগে বাহে! এই দুনিয়াত্ লরমের জাগা নাই।... হাজারে হাজারে, নাকি লাখে লাখে দিনমজুর, ক্ষেতমজুর, আদিবাসী ভূখা-নাঙ্গা মানুষ, আর লাঠি, শরকি, বল্লম, তীর-ধনুক। তাদের পায়ে উত্তরবঙ্গের শাদা মাটি ধূলা হয়ে ঢেকে দিচ্ছে আকাশ। হায়! আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এই আমার প্রথম আকাশ-ভ্রমণ। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সরকারের অশেষ কৃপা। কিন্তু হায় রে, ভূমিহীনদের পায়ের ধূলা এতটা উপরে এসে ঢেকে ফেলছে কেন আমার বিমানের জানালা? ওরা কি আমাকে কিছুই দেখতে দেবে না? শান্ত হোন কমরেড্স! আপনাদের পায়ের ধূলা আমার নমস্য। কিন্তু এ-মুহূর্তে দয়া করে আর ধূলা ওড়াবেন না। এখন আমাকে এই রহস্যময় মহাশূন্যের আগাপাশতলা দেখে নিতে দিন। এই দেখা শুধু আমার একার দেখা নয়, আপনাদেরও। আপনারা জানেন, আমি ডিক্লাস্ড়। আপনাদের হয়েই আজ আমি এরোফ্লতের বিমানে চেপেছি। আপনারাই আদর করে টিকেট ধরিয়ে দিয়েছেন আমার হাতে। আপনাদের হয়েই আজ আমি সমাজতন্ত্রের সূতিকাগার, মহামতি লেনিনের দেশ, পূণ্যভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি। ছয় বছর পর বিপ্লবের মন্ত্র বুকে নিয়ে ফিরে আসব আপনাদেরই মাঝে। যদি কমরেড ফরহাদ ততদিন বেঁচে থাকেন.. যদি আপনারা তার কথামতো কাজ করেন...আহারে কমরেড ফরহাদ মরে গেল! আহারে আমাদের ফরহাদ ভাই! ওই যে কফিনে শুয়ে, মুখটা কী ছোট হয়ে গেছে দ্যাখো!... ফুল শুকিয়ে গেল, মুখ শুকিয়ে গেল, কাকোই সুখোই ভজ্দুখ্! ই কাক্ খোলাদ্না নাম ফ্সিয়েম (বাতাস কী শুষ্ক! আর কী শীতই না লাগছে আমাদের সবার)!...আমরা না ৯০ সালের মধ্যে একটা কিছু ঘটিয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম! না, আফগান স্টাইলে নয়। ওটা ছিল অপপ্রচার। কমরেড ফরহাদ কখনো বলেন নি বাংলাদেশে বিপ্লব করতে হবে আফগান স্টাইলে। তিনি বলেছিলেন আফগানিস্তানে বিপ্লব হয়েছে, আমাদের দেশেও হবে। আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়েই...দশ হাজার ক্ষেতমজুর মিছিল করল দিনাজপুরের মতো ছোট্ট শহরে! কী তাজ্জব কথা বাহে! এডা কোন্ পাটি? স্বাধীনের পরে তো আর এত বড়ো মিছিল দেখিনি হামরা...!

কফিনে শুয়ে চোখ বুঁজে ঠোঁটের কোণে হাসছেন কমরেড ফরহাদ। পরিহাস? বিপ্লবের শতফুল আর ফুটবে না? নবদিন আসবে না কমরেড? এখানে আমরা সবাই স্পেক্যুলান্ত, চোরাকারবারি হয়ে যাব? অতঃপর বেশ্যাদের ডলার ভাঙিয়ে দিয়ে বড়োলোক হওয়া আমাদের ভবিতব্য?...হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কমরেড ফরহাদের কফিন আর ক্রাসনায়া প্লশাদ (রেড স্কয়ার) ছেয়ে গেল রামভদ্রপুর, উচাই, পারুলিয়া, রসুলপুর, মধুপুর আরো শতশত গ্রামের ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে। খুব উত্তেজনা তাদের চোখেমুখে। নিশ্চয়ই, উত্তেজিত হবার কারণ তাদের রয়েছে। ভিড়ের ভিতর থেকে মাথা বের করে চিৎকার করে উঠলাম মিখাইল সের্গেইভিচ, শ্তো এতা তাকোয়ে (এটা কী)? আপনি বলছেন পিরিস্ত্রোইকা হলে সমাজতন্ত্র আরো পোক্ত হবে। আর সেই পিরিস্ত্রোইকা স্াপোর্ট করতেছে আমেরিকা। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী রকম?

BanglaBook.org

আমেরিকা চাচ্ছে সমাজতন্ত্র আরো শক্তপোক্ত হোক? এ কোন ধরনের কথা মিখাইল সের্গেইভিচ, আঁ?

যে-হাসি দিয়ে গর্বাচভ মার্গারেট থ্যাচারকে মুগ্ধ করেছিলেন, সেই হাসি হেসে তিনি বললেন, 'ইয়া ভাম সাভিয়েতুয়ু তাভারিশ বেঙ্গালেৎস্, চিতাইতে বোল্‌শে তাগোরা। তাগোর প্রিক্রাস্‌না পানিমাল প্রাব্লেমু সাভিয়েৎস্কোই রাসিঈ (আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি কমরেড বাঙালি, বেশি করে রবীন্দ্রনাথ পড়ুন। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সমস্যা বেশ চমৎকার বুঝেছিলেন)।'

এক মিনিট, মিখাইল সের্গেইভিচ! এক মিনিট...

কালো গাড়িতে মাথা গলিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হলেন কমরেড গর্বাচভ, গাড়িটা শাঁ করে ছুটে গেল উলিৎসা গোরকাভার (গোর্কি সরনি) দিকে।

আপন মনে হাসতে লাগলাম এক সময় এমনই কমিউনিস্ট ছিলাম যে আজো স্বপ্নে কান্নাকাটি করি সমাজতন্ত্র ধ্বসে যাচ্ছে বলে। যাচ্ছে, সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এখন আর আশা করবার কিছু নেই যে সমাজতন্ত্রের পালে নতুন হাওয়া লাগবে, নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হবে স্থবির দেহে। বিশেষ করে গত মাসের হাস্যকর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার পর। এখনকার হিরো তো ইয়েলৎসিন। গর্বাচভ এখন এক রাজ্যহীন রাজা মাত্র। কদিন পরে তার সে-পদবীও থাকবে না।

অবশ্য এসব নিয়ে এখন আর তেমন মাথাব্যথা নেই। আসলে কিছু করার নেই। আমি সমাজতন্ত্রের পতন ঠেকাতে পারব না। শুধু আফসোস ছাড়া আর কিছু করতে পারি না আমি।

মাথার কাছে টেবিল ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠতেই সেটি বন্ধ করে নড়েচড়ে আয়েশ করে শুই, হাঁটু দুটি ভাঁজ করে আনি বুকের কাছে, কম্বলের ওম জড়ো হয় গলার কাছে । কাল ছিল রোববার, আজ সকাল ন'টায় আমার ঘুম ভাঙার কথা নয়। ছুটির পরের দিন আমার ঘুম লম্বা হয়ে গড়ায় দুপুর পর্যন্ত। কোনো সোমবারের প্রথম ও দ্বিতীয় ক্লাস ধরতে পারি না। প্রথম ক্লাস ন'টা দশে। এখন বাজে ন'টা। কিন্তু কম্বলের ওম ত্যাগ করে এখনি ওঠার পাত্র নই আমি। রুমমেট নেই। আজকাল সে কোথায় রাত কাটাচ্ছে জানি না। সে থাকলে সকালে ঠেলাঠেলি করে জাগায়, চা বানিয়ে দেয়, ক্লাসে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। দিন কয়েক ধরে তার কী হয়েছে, রুমে থাকছে না। আমার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে।

বেলা ১২টা ১০-এর ক্লাসটা ধরতে পারলেই চলবে। আবার ঘুমিয়ে পড়ছি, কিন্তু দরজায় টোকা পড়ল। খুবই আলতো টোকা, মনে হয় শোনার ভুল । কিন্তু দ্বিতীয়বার টোকা পড়ল জোরে। যেন, যে টোকা দিচ্ছে এবার তার খেয়াল হয়েছে যে ভিতরের ছেলেটি কুম্ভকর্ণ।

'ক্তো তাম (কে ওখানে)?' বিরক্তি লাগে, সাতসকালে কে আবার এল জ্বালাতে!

ওপাশে কোনো কণ্ঠস্বর নেই। শুধু দরজায় টোকা। মৃদু মৃদু, দুইবার। দরজা খুললাম দাঁড়িয়ে আছে তনুশ্রী। তনুশ্রী দাঁড়িয়ে আছে আমার দরজায়! কতদিন পর? এল তাহলে? এল নিজে থেকেই? সকাল ন'টায়, যখন তার ক্লাসে যাবার সময়? আমি

BanglaBook.org

তো আসতে বলি নি! সে নিজে থেকেই এসেছে! এই প্রথম! এর আগে আর মাত্র একবার সে আমার ঘরে এসেছিল। আমি ডেকে এনেছিলাম ইলিশ মাছ রেঁধে খাওয়াতে।

তার মুখে কোনো সম্ভাষণ নেই। সে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নেহায়েত। মুখের ছবিটি ক্লিষ্ট, মনে হয় রাতে ঘুম ভালো হয় নি।

'প্রিভিয়েৎ (শুভেচ্ছা)! এসো এসো।'

ঘরে ঢুকে সে অনিমেষের শূন্য ডিভানে বসে। তার মুখমণ্ডল থমথমে। যদি কোনো গোপন, ব্যক্তিগত, পারিবারিক কারণে তার মন অসম্ভব খারাপ হয়, সেজন্যে কখনো সে আমার ঘরে ছুটে আসে না। অকারণে কখনো বিষণ্ন বোধ হলে, কখনো হঠাৎ একা, শূন্য মনে হলে—সংক্ষেপে, কোনো কারণেই সে আমার ঘরে আসে না। কিন্তু আজ যে এল? কেন এল? তারপরে, অমায়িক ভদ্র যে-মেয়ে, সৌজন্যে, শিষ্টাচারে যে একেবারে নিখুঁত, সে কোনো সম্ভাষণ করল না কেন? আমি প্রিভিয়েৎ বললাম, তারও প্রত্যুত্তর করল না? তারপরে এই গম্ভীর, থমথমে মুখ!... এসেছেই যখন, নিশ্চয়ই কোনো দরকারে এসেছে। কিছু বলতে এসেছে। কিন্তু বলছে না কেন? মনের প্রশ্ন কিন্তু রয়ে গেল মনেই, আমার মুখ থেকে বেরুল অন্য কথা, 'ক্লাসের খবর কী?'

তনুশ্রী চেয়ে আছে দেয়ালে, বুকশেল্‌ফের সারি সারি বইয়ের দিকে। আমার কথা যেন সে শুনতেই পায় নি। অথবা শুনতে যদি পেয়েও থাকে, কথাটা এমন জরুরি নয় যে তার উত্তর দেবার দরকার আছে।

আমার বুকটা দুরুদুরু করতে আরম্ভ করেছে। ব্যাপারটা কী হতে পারে?..

হঠাৎ কথা বলে উঠল সে, 'ক্লাসে যাবে না?'

নিমগ্ন ভাবটা বুঝি একটুখানি কেটে গেল। আসলে সে এরকমই, যখন কথা বলে না তখন তাকে খুব গম্ভীর দেখায়। যেন মনটা ভালো নেই।

'আমি ক্লাসে গেলে ঘুমাবে কে?' হাসিমুখে বলতে বলতে ফ্রিজ খুলে পানির বোতল বের করে চাইনিকে (কেটলি) পানি ঢালি, বৈদ্যুতিক সংযোগ দিয়ে সুইচ অন করে তার দিকে তাকাই। সে অনিমেষের টেবিল থেকে একটি রুশ ম্যাগাজিন ইতিমধ্যে তুলে নিয়েছে হাতে, আনমনে পাতা ওল্টাচ্ছে। আমি পাউরুটিতে জ্যাম লাগাতে লাগাতে বলি, 'দেশ থেকে কোনো চিঠিপত্র পেলে?'

'দাদু লিখেছে।'

'তাই বুঝি মনটা খারাপ?'

সে কিছু বলল না। পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় থামল। তারপর মুখ তুলে বলল, 'ইসিয়েনিনকে আসলেই মেরে ফেলা হয়েছিল।'

'সের্গেই ইসিয়েনিনকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল' শিরোনামের আর্টিকেলটি আমি ইতিমধ্যে পড়েছি। জিগ্যেস করি,

'তুমি নিশ্চিত হচ্ছ কিভাবে?'

'এ বিষয়ে বেশ কিছু লেখা আমি পড়েছি। আমি কনভিন্‌সড, ওটা কেজিবি'র কাজ ছিল।'

BanglaBook.org

'আরে দূর দূর! কত রকমের কেচ্ছা-কাহিনী এখন বেরুতে থাকবে! ক'দিন পরে এরা বলবে, মায়াকোভ্স্কিকেও মেরে ফেলা হয়েছে। লেনিনকে স্লো পয়জনিং করে মারা হয়েছে একথা তো জোরেশোরেই বলার চেষ্টা চলছে।'

'ইসিয়েনিনের কেসটা মনে হয় জেনুইন।'

এমনিতে তনুশ্রী মিতভাষী। কিন্তু রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ইত্যাদি বড়ো বড়ো বিষয়ে একটুতেই বেশ মুখর হয়ে ওঠে। এজন্য তার প্রতি আমার এক ধরনের সমীহ ভাব আছে। সে যখন এসব বিষয়ে কথা বলে তখন সুন্দর হয়ে ওঠে, তার চোখমুখ তখন দীপ্তিময় দেখায়।

'কেন জেনুইন?'

'অনেকগুলো ব্যাপার আছে, তার একটা হচ্ছে ইসিয়েনিনকে হঠাৎ হঠাৎ মিলিৎসিয়া ধরে নিয়ে যেত। মাৎলামো, মারপিটের অভিযোগ আনা হত তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনি মারকুটে ছিলেন না। মদ খেতেন, কিন্তু মাৎলামো করতেন না। একটু মদ খেয়ে রাস্তায় বেরুলেই কোত্থেকে কিছু ঠ্যাঙারে লোক এসে জুটত, মারপিট শুরু করে দিত, আর মিলিৎসিয়া এসে ধরে নিয়ে যেত ইসিয়েনিনকে। মাৎলামো আর মারপিটের জন্যই যদি ধরবে, নিয়ে যাবার কথা সাধারণ থানায়। কিন্তু তাকে নেয়া হত এনকাভেদে'র[৩] হাজতে। কেন?'

'কেন? তুমি কী বল?'

'পলিটিক্যাল কারণে। সন্দেহ করা হত তিনি প্রতিবিপ্লবী চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেধরনের কিছু বন্ধুবান্ধবও তাঁর ছিল।'

'প্রেমের আর প্রকৃতির কবি সের্গেই ইসিয়েনিন সম্পর্কে এই অভিযোগ? নতুন আবিষ্কার!'

'স্তালিনের সময় স্রেফ সন্দেহের শিকার হয়ে কত সরল, সাধারণ, নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে নিশ্চয়ই জান?'

'বাস্তবে যা ঘটেছে, বলা হচ্ছে তার চেয়ে কয়েক গুণ বাড়িয়ে। যেখানেই একটু অজ্ঞাত, রহস্যময় কিছু আছে সেখানেই সুযোগ খোঁজা হচ্ছে কিভাবে দোষ চাপানো যায় কমিউনিস্টদের ঘাড়ে। এরকম গোর্কি, মায়াকোভ্স্কি, রিকভ, আরো যত অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা আছে, সবগুলোর দোষ চাপানো হবে কমিউনিস্টদের কাঁধে।'

'তুমি কিন্তু একটা প্রিডিটারমাইন্ড পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সবকিছু বিচার করতে চাইছ। আমি বলব না মায়াকোভ্স্কির ব্যাপারে এরকম ঘটনা ঘটেছে। অন্য কেউ বললে বিশ্বাসও করব না। কিন্তু ইসিয়েনিনের মৃত্যুটা যে আত্মহত্যা ছিল না এবিষয়ে আমি কনভিন্সড। তুমি কিন্তু একটু সন্দেহও করতে চাইছ না। ভুল করে হলেও সোভিয়েত সিক্রেট এজেন্সির লোকেরা একাজ করে থাকতে পারে এ সম্ভাবনা তুমি উড়িয়ে দেবে কেন?'

---

৩ এন কা ভে দে নারোদ্নি কমিতিয়েৎ ভ্নুত্রেন্নিখ দেল — অভ্যন্তরীন বিষয়ক গণকমিটি, কেজিবি'র পূর্বসূরী সংস্থা।

BanglaBook.org

'এজন্যে যে এরকম প্রপাগান্ডা এখন একটা জেনারেল টেন্ডেন্সি। সবাই ভাবছে গ্লাসনস্ত এসে গেছে, এখন ইতিহাসের সত্যগুলো আবিষ্কার করা হচ্ছে, খুব মহৎ কাজ হচ্ছে। কিন্তু সত্য আবিষ্কার করতে হবে, ইতিহাসের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সত্যের খাতিরেই, উদ্দেশ্যটা এত সরল আর এত আনপলিটিক্যাল নয়। এখন এটা পলিটিক্যাল কারণে তাদের দরকার। স্তালিনকে একটা দানব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। স্তালিন আমলে সত্য গোপন করা হয়েছে যে-উদ্দেশ্যে, এখন সত্য প্রকাশ করা হচ্ছে, অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে, মিথ্যা বানানো হচ্ছে সেই একই উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্যটা খুবই পলিটিক্যাল।'

'স্তালিনের সময়ের সঙ্গে এই সময়ের একটা বড়ো পার্থক্য আছে। তখন সবকিছুই ছিল এস্টাব্লিশমেন্টের অ্যাবসোলুট কন্ট্রোলে। এখন আর সে অবস্থা নেই। এখন গবেষকরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে পারছে, দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারছে। ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে অনেক গবেষক কাজ করছে। আমি এই ভদ্রলোকের আরো লেখা পড়েছি। ইনি সিক্রেট এজেন্সির বড়ো অফিসার ছিলেন। বারো বছর ধরে ইসিয়েনিনের ওপর কাজ করছেন। আগে লিখতে পারেন নি...।'

'গবেষকরা এখন রুটি-কালবাছা (সসেজ) পাচ্ছে না। সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসররা সব ট্যাক্সিচালক হয়ে যাচ্ছে। এই ভদ্রলোকের খোঁজ-খবর নিয়ে দেখ কোথায় হার্ড কারেন্সিতে ফান্ড পেয়ে নেমে পড়েছে স্তালিনকে ডেমোনাইজ করার মিশন নিয়ে!'

'তুমি কিন্তু অর্থডক্স কমিউনিস্টই রয়ে গেলে হাবিব!'

'মোটেই না, কখনোই আমি অর্থডক্স কমিউনিস্ট ছিলাম না। বরং যারা অর্থডক্স কমিউনিস্ট ছিল তারাই এখন অর্থডক্স ক্যাপিটালিস্ট হয়ে যাচ্ছে।'

'ভাল বলেছ! জল ফুটেছে।'

ভটভট শব্দ করে চাইনিকে পানি ফুটছিল। প্লাগটা খুলে দিলাম।

তনুশ্রী নিজের ঘরে নাস্তা খেয়ে বেরিয়েছে। তাই এখন শুধু চা পান করছে। অবশ্য জ্যাম মাখানো এক স্লাইস রুটির জন্য দু'বার সেধেছি তাকে, কিন্তু সে শুধুই চা খাবে বলে রুটির দিকে হাত বাড়ায় নি। আমি তাকে জেদাজেদি করার সাহস পাই না কারণ, ভদ্রলোকদেরকে কোনো কিছুর জন্য সাধাসাধির কৌশল আমি জানি না। তনুশ্রী এমন ভদ্র, এমন রাশভারি, এমন ব্যক্তিত্ববান যে তাকে কিছু খেতে জেদাজেদি করার ইচ্ছে জাগে না এই ভয়ে, পাছে এইসব ডেলিকেট জিনিশ ক্ষুণ্ন হয়।

সে শুধু চা খাচ্ছে। বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। একটু আগে কথা বলতে বলতে ওর মুখের যে-গম্ভীর ও বিষণ্ন ভাবটা কেটে গিয়েছিল, একটু নীরবতার সুযোগে তা আবার ফিরে এসেছে। তনুশ্রীর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের মধ্যে সাধারণত বিষণ্নতা থাকে না। থাকে একটা প্রশান্ত, সৌম্য ভাব। তার মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার মেঘ জমেছে এমনটি কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না ।

চা শেষ করে কাপটা রেখে সে বলে ওঠে, 'চল ক্লাসে যাই।'

BanglaBook.org

সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে, নতুন সেমিস্টারের ক্লাস আরম্ভ হবার ১০ দিন পরে প্রথম বারের মতো ক্লাসে যাচ্ছি। বলা যেতে পারে এটা তনুশ্রীর কৃতিত্ব। সে আজ আমার ঘরে না এলে, ক্লাসে যাবার কথা না বললে আমার ক্লাস শুরু করতে করতে হয়ত আরো সপ্তাহ খানেক পেরিয়ে যেত। সারা গ্রীষ্মের ছুটিতে ঘুমিয়ে, দাবা খেলে আর আড্ডা দিয়েও অবকাশের তেষ্টা মেটে না আমার। কোনো বছরই সেমিস্টার শুরুর প্রথম দিনটিতে আমাকে ক্লাসে উপস্থিত থাকতে কেউ দেখে নি।

দশ মিনিটের হাঁটা পথ পেরিয়ে আমরা যখন ক্যাম্পাসে পৌঁছুলাম তখন সেকেন্ড পিরিয়ডের ক্লাস শুরু হয়েও অনেকক্ষণ গেছে। অবশ্য সেজন্য ক্লাসে ঢুকতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ বললাম, 'চল কফি খাই।' এইমাত্র চা খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আবার এক্ষুণি কফি খেতে চাওয়ার মানে আধভাঙা ক্লাসে ঢোকার ইচ্ছে নেই আমার। কিন্তু তনুশ্রীর যে আছে তাই বা কে বলবে। সে হাঁ না কিছুই না বলে অনেকটা নিষ্ক্রিয়ভাবে আমার পাশে পাশে হাঁটছে। সারা পথই সে নীরব আর গম্ভীর ছিল। পথে কোনো গল্পই হয় নি। আমি মনে মনে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছি সে আজ হঠাৎ কী উদ্দেশ্যে আমার রুমে উদয় হয়েছিল।

কফি কর্নারের দিকে হাঁটা দিয়েছি, তনুশ্রী নীরবে আমাকে অনুসরণ করছে। ওখানে এক ঠ্যাংঅলা গোল গোল টেবিলগুলো এখন প্রায় ফাঁকা। শুধু গুটিকয়েক আরব ও আফ্রিকান ছেলেমেয়ে কফি খাচ্ছে আর সিগারেট ফুঁকছে। কোথাও কোনো চেয়ার নেই; বুক পর্যন্ত উচু টেবিলগুলো ঘিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফি খেতে হয়।

কফি কর্নারের মধ্যবয়সী মহিলাটি একটা চোখ-ধাঁধানো লাল জ্যাকেট পরেছে, ঠোঁটে মেখেছে ততোধিক লাল লিপস্টিক। ভিড় কম থাকে তার মেজাজ ভাল, কথায় কথায় সোনা-বাঁধা দাঁতগুলো তার বেরিয়ে পড়ছে। ছেলেগুলোর সঙ্গে সে আদিরসাত্মক ঠাট্টা-তামাশা করছে।

কফি খেতে খেতে লক্ষ করলাম তনুশ্রী বিষণ্ন, চিন্তিত। কিন্তু কারণটা কী হতে পারে সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন নয় যে আমি তার মন খারাপের কারণ জিগ্যেস করতে পারি।

কোনো কথা বলছে না সে। মাথা নিচু করে নীরবে কফি খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মাথা তুলে সামনে তাকাচ্ছে, যেন বা অপেক্ষায় রয়েছে কখন সেকেন্ড পিরিয়ডের ক্লাসগুলো ভাঙে, শুরু হয় থার্ড পিরিয়ড। এভাবে কফি শেষ হল কিন্তু ক্লাস ভাঙল না। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'একটু বনের দিকে যাবে নাকি?'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম, কিন্তু কোনো থৈ পাওয়া গেল না। অবাক হতে হচ্ছে, কেননা তনুশ্রী তনুশ্রীর মতো আচরণ করছে না: ক্লাসে যাবে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে সে গিয়ে ঢুকল আমার ঘরে, তারপর ক্যাম্পাসে এসে ক্লাসের কথা ছেড়ে বলছে বনের দিকে যাবার কথা। বন মানে তুন্দ্রার গভীর জঙ্গল নয় অবশ্য। বার্চ, পাইন, পপলার, ম্যাপল ইত্যাদি নানা জাতের গাছপালা নিয়ে একটা ন্যাচরল পার্ক। তার

BanglaBook.org

ভিতর দিয়ে পায়ে হাঁটার, সাইকেল চালাবার ও বাচ্চাদের ট্রলি ঠেলবার মতো রাস্তা আছে। রাস্তার দু'ধারে মাঝে মাঝে সিমেন্ট ও কাঠের বেঞ্চি পাতা। বনের ভিতর কয়েকটা খাল আকাবাঁকা হয়ে পড়ে রয়েছে। বছরের কোনো সময়েই পানি থাকে না সেখানে। গ্রীষ্মে ঘাসের জঙ্গল বেড়ে ওঠে, মনে হয় ঢেউ-এর পর ঢেউ সবুজ এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে।

ক্যাম্পাস থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম, সামনের চত্তরটি হেঁটে পার হলাম নীরবে। আন্ডারপাস দিয়ে রাস্তা পার হলাম, তারপর বনের পথ ধরলাম। কিন্তু কারুর মুখে কোনো কথা ফুটল না। যেন এক অঘোষিত মৌনব্রত নিয়ে আমরা পাশাপাশি হাঁটতে বেরিয়েছি। মনে হল তনুশ্রী কোনো জরুরি প্রয়োজনে আমাকে ডেকে নিয়ে চলেছে, বনের ভিতরে গিয়ে কোথাও একটু স্থির হয়ে বসার পর সে কথাটি বলবে। সে এক কদম আগে আগে হাঁটছে বলে মনে হচ্ছে আমি তার পিছু পিছু চলেছি, অনুসরণ করছি তাকে। মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল তনুশ্রী যেন কোন মায়াবিনী।

তাকে অনুসরণ করে বনটিকে আড়াআড়ি ভেদ করে বনপ্রান্তে শানবাঁধানো লেকটির পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। আকাশে সূর্য নেই, বাতাসে শরতের ঠাণ্ডা, লেকের চার পাড়ের গাছপালার পাতায় পাতায় হলুদের ছোপ ধরেছে। লেকের ওপর দিয়ে বয়ে আসা হাওয়ায় আসন্ন শীতকালের ঠাণ্ডা গন্ধ। রৌদ্রস্নানার্থীরা কেউ নেই। শুধু এক পাড়ে একটি ঝোপের পাশে এক বুড়ো ছিপ ফেলে বসে বসে ধূমপান করছে আর লেকের মধ্যিখানে জলকেলি করছে কয়েকটি হাঁস।

লেকের পাড়ে বসল তনুশ্রী। আমাকে কিছু বলল না, যেমন, 'এখানে একটু বসা যাক', বা 'এসো, একটু বসি' এরকম কিছু না বলে, একা একা বসে পড়ল সে, বসে লেকের পানির দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। কেউ যে তার সঙ্গে এসেছে, যাকে সে-ই আসলে ডেকে এনেছে, সে যে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তনুশ্রীর যেন এসবের কিছুই মনে নেই।

তার এই আত্মমগ্নতা দেখে আমার অবাক লাগে। কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তার পাশে বসে পড়লাম, বসে ওর মুখের দিকে তাকালাম। সে হঠাৎ বলে উঠল, 'তুমি ক্যানো মস্কো এসেছিলে হাবিব?'

কণ্ঠস্বরটি এমন শোনাল যেন আমি মস্কো এসে এক বিরাট অপরাধ করেছি, আর সে-অপরাধটা করেছি তনুশ্রীর কাছেই। ফলে আমার বেশ রাগ হল, কিন্তু রাগের ছিটেফোঁটাও যাতে প্রকাশ না পায় সেই চেষ্টা করে হাসলাম। হাসতে হাসতে বললাম, 'বিপ্লবেরর মন্ত্রে দীক্ষা নিতে।' বলে আবার হাসতে লাগলাম, কারণ বিপ্লব আর বিপ্লবের মন্ত্র শব্দ দু'টি উচ্চারণ করতে করতে আমার বেশ কৌতুক বোধ হল। সে আমার হাসিতে যোগ দিল না, সে অন্য কী যেন ভাবছে ।

আমি থেমে গেলে আবার নীরবতা নেমে আসে। তনুশ্রী কিছু না বললে আমি কিছু বলতে পারব না এরকম কোনো নিষেধাজ্ঞা যদিও নেই তবু কিছু বলি না। কিন্তু তার এই রহস্যময় নীরবতাকে আর সমীহ করতে ইচ্ছে করছে না। এবার দিনাজপুরের আঞ্চলিক টানে ও প্রায় অভদ্রভাবে জিগ্যেস করলাম, 'তোমার কী হইছে বল তো?'

BanglaBook.org

টিভি নাটকের স্মার্ট নায়িকাদের মতো অভিনয়দুরস্ত উত্তর করল সে, 'কই, কিছু না তো!'

এরপর আর বলার কিছু থাকে না। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু বলছে না। তার মানে কিছু হয়ে থাকলে তা আমাকে বলার ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাকে নিয়ে পড়লে কেন তাহলে? আমাকে এইসব দেখানোর দরকারটা কী?

লেকের পানিতে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিল তনুশ্রী, তারপর শুধাল, 'তুমি সাঁতার জান?'

'হাঁ খুব জানি।'

'কী করে শিখলে বল তো? মানুষের পক্ষে সাঁতার কাটা আমার কাছে তো অসম্ভব একটা ব্যাপার বলে মনে হয়।'

'যারা জানে না তাদের সবার কাছেই তাই মনে হয়। আসলে কিন্তু খুব সহজ।'

'তুমি একা একা শিখেছিলে, না কেউ শিখিয়ে দিয়েছিল?'

'কাউকেই শেখাতে হয় না, পুকুরে গোসল করতে নামলেই শেখা হয়ে যায়।'

'তোমাদের বাড়িতে পুকুর আছে বুঝি?'

'দাদুর বাড়িতে আছে, গ্রামের বাড়িতে। আমার ছেলেবেলা কেটেছে ওখানে...'

এভাবে আমরা কিছুক্ষণ অর্থহীন কথাবার্তা বলি, বলতে বলতে দুজনেই টের পেয়ে যাই যে আমরা আসলে এসব কথা বলবার জন্যে এখানে আসি নি। এগুলো আসলে আমরা বলতে এবং শুনতে চাই নি কিন্তু যা বলতে আর জানতে চেয়েছি তা বলতে না পারার ফলে যে-অস্বস্তিকর অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার অন্তত কিছুটা কাটানোর জন্যে কিছু না কিছু বলতেই হয় বলে এভাবে বকবক করা, তারপরে আবার থেমে গিয়ে মিতবাক, সুবোধ ভদ্রলোক হয়ে ওঠা। অর্থাৎ আবার নীরবতা।

ক্ষণকাল পরে আবার হঠাৎ তনুশ্রীর কণ্ঠ বেজে ওঠে, 'চল ক্লাসে যাই।' এবং আমরা ফের ক্যাম্পাসে ফিরে আসি।

ক্যাম্পাসে লাঞ্চের বিরতি। সব ক'টি কেন্টিনে লম্বা লাইন পড়েছে। এতগুলো বছর এখানে কাটল তবু লাইন দেখলেই মেজাজটা খারাপ হয়ে যায় আমার। ফার্স্ট ইয়ারে একবার এক দোকানে ঘুসি মেরে কাচ ভেঙে ফেলেছিলাম। মিলিৎসিয়া এসেছিল। আমার সঙ্গে ছিল সাইফুল, আগাগোড়া ভাল কমরেড। সে আমাকে ভর্ৎসনা করে বলেছিল, খাঁটি কমিউনিস্টের পক্ষে লাইনে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা খুবই অশোভন। আমি বলেছিলাম, রুটি-মাংস কিনতেই যদি দিনের অর্ধেক চলে যায় সাম্যবাদ হবে কবে? সাইফুল বলেছিল, ধর্ ঢাকা শহরের এক কোটি লোক সবাই মাংস কেনার সামর্থ্য রাখে, তাহলে কী হবে? লাইন দিয়েও কি সবাই মাংস কিনতে পাবে? মানি। এসব যুক্তি আমি যে মানি না তা নয়। কিন্তু স্বভাবটা আমার একেবারে শান্তশিষ্টও নয়।

লাইনে তনুশ্রীর পেছনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

কঙ্গোর ছেলে ফিলিপ পথে যেতে যেতে দেখতে পেল ভদকা বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু লাইন বিশাল। হোক, তবু সে দাঁড়িয়ে গেল লাইনে। বহুক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে

BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত কপালে জুটল মাত্র একটা বোতল। তাই কিনে বগল বাজাতে বাজাতে ফিরে এল হস্টেলে। ছেলেরা জিগ্যেস করল, কত দিয়ে কিনলি ফিলিপ? ফিলিপ উত্তর দিল, 'দ্ভা চেসা দিয়েসিৎ রুবলেই (দুই ঘণ্টা দশ রুবল)।'

খাদ্যদ্রব্যের এলাকায় ঢুকে পড়েছি । হাতের সামনে থরে থরে সাজানো খাবার-দাবারের প্লেট পিরিচ ইত্যাদি। পছন্দমতো তুলে নাও ট্রেতে। এগোও। জুসের গ্লাস, তাজা ফলমূল, চামচ, কাঁটাচামচ, ছুরি তুলে নাও। তারপর ক্যাশিয়ারের সামনে দাঁড়াও। ক্যাশিয়ার তোমার ট্রের দিকে তাকিয়ে তুমি যা যা নিয়েছ সেসবের দাম যোগ করবে, তারপর অঙ্কটা বলবে। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে খাবারভর্তি ট্রেখানা নিয়ে চলে যাও টেবিলে। এই হচ্ছে সংক্ষেপে এখানকার কেন্টিন, ডিডপার্টমেন্টাল স্টোর ইত্যাদিতে জিনিশপত্র কেনার ব্যবস্থা।

তনুশ্রী ওর ট্রেসহ ক্যশিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে, ক্যাশিয়ার ওর খাবারের হিসেব করে বিলের অংকটা বলল। সে পয়সা বের করার আগেই আমি ক্যাশিয়ারকে বললাম, 'একসঙ্গে হিসাব করুন।'

'না না, কী করছ..?'

'তুমি গিয়ে একটা খালি টেবিল দখল কর।'

বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা এখানে যারা খুব জড়াজড়ি বাস করে তাদের মধ্যে এটা কোনো ব্যাপারই নয় যে একজনের খাবারের বিল আরেক জনে পরিশোধ করবে। একসঙ্গে দশটি ছেলেমেয়েও যদি কেন্টিনের লাইনে দাঁড়ায়, আর তারা যদি তাভারিশ-ননতাভারিশে বিভক্ত না হয় তাহলে সবার খাবারের বিল চুকিয়ে দেবে ওদের মধ্যে কেউ একজন, বিশেষ করে সিনিয়র কেউ। পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবশ্য এরকম চল নেই। বরং এ ব্যাপারে তনুশ্রী তার একটা বাজে অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলেছে । কলকাতার এক সিনিয়র দিদির সঙ্গে এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ওর দেখা। দিদি লাইনের কিছুটা পেছনের দিকে ছিল। তনুশ্রীকে দেখতে পেয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল। কেনাকাটা শেষ করে ক্যাশের সামনে গিয়ে হঠাৎ দিদি তনুশ্রীকে বলল, ওহহো আমি তো পার্স ভুলে রেখে এসেছি। তনুশ্রী সরল বিশ্বাসে বলল, তাতে কী হয়েছে দিদি, কত টাকা? আমার কাছে তো আছে, নাও না। দিদি তনুশ্রীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে দাম মিটিয়ে দিল কিন্তু হস্টেলে ফিরে আর টাকার কথা মুখেই আনল না। পরে তনুশ্রী শুনেছে, ওই দিদিটি নাকি প্রায়ই পার্স ভুলে রেখে দোকানে যায় জিনিশপত্র কিনতে, অনেকেই তার কেনা জিনিশপত্রের দাম মিটিয়ে দিয়েছে কিন্তু দিদি তাদের কখনোই টাকাটা ফেরত দেয় নি। অবশ্য এখন দিনকাল বদলেছে। এখন আর কেউ ওই দিদির হয়ে টাকা পরিশোধ করতে যাবে না।

খেতে খেতে বললাম, 'জিনিশপত্রের দাম যে দিনদিন বাড়ছে, আমাদের স্টাইপেন্ড বাড়াবে না?'

'শুনলাম বাড়াবে।' নিস্পৃহভাবে বলল তনুশ্রী। আলাপে বেজায় অনিচ্ছুক।

'যখন বাড়াবে তখন সবকিছুর দাম আরো বেড়ে যাবে। কোনো লাভ হবে না।' কথা চালিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু তনুশ্রীর দিক থেকে আর কোনো সাড়া-টারা না

BanglaBook.org

পেয়ে চুপ করে গেলাম। নীরবতার মধ্যেই আমাদের খাওয়া শেষ হল, চতুর্থ পিরিয়ডের ক্লাস আরম্ভ হবার বেল বাজল, কিন্তু তার মধ্যে কোনো ব্যস্ততা দেখা গেল না।

জিগ্যেস করলাম, 'ক্লাসে যাবে না?'

'উঁহু, ঘরে যাব' বলে উঠে দাঁড়াল। ব্যাগটা কাঁধে ফেলে বলল, 'সন্ধেবেলা একটু এসো তো।'

কেন জানি বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠল। তনুশ্রী দ্রুত পায়ে চলে গেল। কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা গেট পার হয়ে হাঁটা দিল হস্টেলের দিকে।

ক্যাম্পাসে যখন এসেছিই, ক্লাসে একবার একটা টুঁ মেরে যাই। কফি শেষ করে ডিপার্টমেন্টের রুটিনবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। নতুন সেমিস্টারের রুটিন জানি না। দেখলাম ১২৩ নম্বর হলে আমাদের পলিতোলগিয়ার ক্লাস চলছে। পলিতোলগিয়া নতুন সাবজেক্ট, রাষ্ট্রবিজ্ঞান। পিরিস্ত্রোইকা শুরুর পর পড়ানো শুরু হয়েছে। আগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে কোনো বিষয় এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছিল না। সব ডিসিপ্লিনের ছাত্রছাত্রীকে মার্কবাদ-লেনিনবাদ পড়তে হত। পশ্চিমে পলিটিক্যাল সায়েন্স বলে যে-বিষয়টি রয়েছে সেটাকে বলা হত একটা বুর্জোয়া বিষয়। এখন আদর করে তাই পড়ানো হচ্ছে।

নিঃশব্দে ক্লাসে ঢুকে পেছনের দিকে একটি বেঞ্চে বসলাম। এক মধ্যবয়সী মহিলা শিক্ষক লেকচার দিচ্ছেন : '...পলিতোলগিয়া এতা নাউকা আ পলিতিচেস্কিখ তিওরিঈ ই সিস্তেম্ রাজ্নিখ্ স্ত্রান্ ই রাজ্নিখ্ এপোখ্...(রাষ্ট্রবিজ্ঞান হচ্ছে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক তত্ত্ব ও প্রায়োগিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিজ্ঞান..)।'

হাসি পেল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিশুপাঠ চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষে!

'...আরিস্তোতল্ শিতায়েৎসা আৎসোম্ এত্যোই নাউকি। ওন্ পিয়েরভি ইজুচাল্ ই ইস্লেদোভাল্ সোৎনি প্রাক্তিচেস্কিখ্ কন্স্তিতুৎসি সব্রান্নিখ ইজ্ রাজ্নিখ্ পোলিসভ্-গসুদার্স্তভ্ দ্রেভ্নেই গ্রেৎসি...(অ্যারিস্টটলকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক মনে করা হয়। তিনি সর্বপ্রথম প্রাচীন গ্রিসের শতাধিক নগর-রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সংগ্রহ করে সেসব নিয়ে গবেষণা করেন..)।'

এবছর বোধ হয় এ-ক্লাসে না এলে তেমন ক্ষতি হবে না। শিক্ষিকার কথাগুলো এখন অর্থহীন কলরবের মতো আমার এক কানে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। খাতা খুলে এলোমেলো আঁকিবুকি করতে লাগলাম। বেখেয়ালে নানা রকম শব্দ লিখে যাচ্ছি। ঘর গাছ নদী পাখি মানুষের ছবি আঁকছি। আবার কেটে দিচ্ছি।

লিখলাম : ইউনিয়ন। ছাত্র ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন। এসএসএসএর। এসেসেসের। সিসিসিপি। সাইয়ুজ সাভিয়েৎস্কিখ্ সৎসালিস্তিচিস্কিখ্ রিস্পুবলিক্ (ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক্স)।

পিরিস্ত্রোইকা। পেরেস্ত্রোইকা। পেরিস্ত্রোইকা। পিরিস্ত্রেকা। ঐকা। খৈ খা।

আমরা খৈ খাই তোরাও খৈ খা

পি রি স্ত্রৈ কা পি রি স্ত্রৈ কা

BanglaBook.org

একতা। দৈনিক একতা হতে পারত। আর হবে না।

রামভদ্রপুর ক্ষেতমজুর সমিতি।

ডা তবিবুর রহমান।

একটা ঘর। তার চালা খড়ের। ওরে, এটা তো মোজাফ্‌ফর আহমদের কুঁড়েঘর হয়ে গেল। ন্যাপ থেকে আসা ছেলেমেয়েদের আমরা দু'চোখে দেখতে পারতাম না। ওদের ম্যাক্সিমামই ছিল স্পেকুলান্ত। এখন জানি, কথাটা ভুল। এখন আর ন্যাপ-সিপিবি বাছ-বিচার নেই। সবাই স্পেকুলান্ত (চোরাকারবারী) হয়ে যাচ্ছে। তাভারিশদের (কমরেড) আকাশ থেকে প্রতিদিন একটা একটা করে নক্ষত্র খসে পড়ছে। স্পেকুলান্ত শব্দটাই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। বাজারের নাকি শাদা-কালো নেই। এখন সবাই বিজনেসমান (ব্যবসায়ী)। বিজনেসোম্ জানিমায়ুৎসা ফ্‌সিয়ে (সবাই ব্যবসা করছে)। আগে বিজনেসমান ছিল একটা গালি। কেউ যদি কারো সম্পর্কে বলত, ওন্ বিজনেসোম জানিমায়েৎসা (সে ব্যবসা করে), সবাই বুঝত নিন্দা করা হচ্ছে। এখন চোরাকারবারীদের বলা হচ্ছে বিজনেসম্যান। তাভারিশ বলে সম্বোধন করার চল উঠে যাচ্ছে। কাউকে তাভারিশ সম্বোধন করা হলে সন্দেহ করে, বিদ্রুপ করছে না তো?

হঠাৎ তনুশ্রীর নাম চলে এল। তাভারিশের ত থেকে তনুশ্রী। তনুশ্রী চক্রবর্তী। পূর্বপুরুষ পূর্ববাংলার অধিবাসী। সাতচল্লিশে দেশত্যাগ। কলকাতায় আশ্রয়গ্রহণ। বাংলাদেশের ব্যাপারে বরাবর উন্নাসিক, আমার ব্যাপারে?... কেন আজ সন্ধ্যায় ওর ঘরে যেতে বলল?..

শিক্ষিকার কণ্ঠ স্পষ্ঠ হয়ে উঠেছে 'তো ওব্‌শেস্তভা কাতোরোয়ে...যে-সমাজে চিন্তা বদ্ধ হয়ে পড়ে সে-সমাজ আর এগুতে পারে না। সত্তর বছরের তোতালিতারনায়া সিস্তেমা (টোটালিটারিয়ান সিস্টেম) আমাদের সমাজের চিন্তার স্বাভাবিক স্ফূর্তি নষ্ট করে দিয়েছে। চিন্তার নদী থেমে গিয়েছে, মজে গিয়েছে। তাই তো মিখাইল সের্গেইভিচ নোভয়ে মিশ্‌লেনিয়ের (নতুন চিন্তা) নতুন বাণী নিয়ে এসেছেন। নোভয়ে মিশলেনিয়ে জ্নাচিৎ মিস্‌লিৎ পা নোভামু... (নতুন চিন্তা মানে নতুনভাবে চিন্তা করা)।'

ক্লাসের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল এটা তো জানি। কিন্তু গর্বাচভের নোভয়ে মিশ্‌লেনিয়েটা কী?

: কেন, তার পিরিস্ত্রোইকা ই নোভয়ে মিশ্‌লেনিয়ে[৪] পড়েন নি?

: পড়েছি কিন্তু বুঝতে পারি নি।

: কী বুঝতে পারেন নি? নতুনভাবে চিন্তা করা কথাটা কি খুব কঠিন?

না সেটা নয়। গর্বাচভ নতুনভাবে কী চিন্তা করলেন? সমাজতন্ত্র থাকবে না থাকবে না?

কেন, সেকথা তো স্পষ্টই লেখা আছে। সমাজতন্ত্র আরো শক্তিশালী হবে। সেজন্যে আরো গণতন্ত্র দরকার, চিন্তার স্বাধীনতা দরকার। সেজন্যেই গ্লাসনস্ত।

আপনি মনে হচ্ছে বছর চারেক পিছিয়ে পড়েছেন মাদাম, '৮৮ সালে আমরা এসব কথা শুনেছি।

৪ পিরিস্ত্রোইকা ই নোভয়ে মিশলেনিয়ে : মিখাইল গর্বাচভের বই 'পিরিস্ত্রেইকা ও নতুন চিন্তা'।

BanglaBook.org

: তাতে হলটা কী? সে-কথাটা কি বাতিল হয়ে গেছে?

আপনার মনে কি সে ব্যাপারে এখনো সন্দেহ আছে? গত মাসে গেকাচেপিস্টদের[৫] কারিকাতুরা পণ্ড হবার পরেও কি বুঝতে পারছেন না?

: ইন্তেরেস্‌না! আপনি কী বুঝেছেন বলেন তো দেখি?'

: এই দেশে আপনারা সমাজতন্ত্রের কবর খুঁড়লেন। ১৯১৬ সাল থেকে আপনাদের ইতিহাস আবার শুরু হতে যাচ্ছে। কিন্তু কাজটা আপনারা ভাল করলেন না। গোটা দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের স্বপ্ন ধুলিসাৎ করে দিলেন। আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করলেন এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার শতশত কোটি প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে।

: তি আৎ কুদা, আ (তুই কোত্থেকে এসেছিস, আঁ)?

শিক্ষিকা এতক্ষণ ছাত্রটিকে আপনি সম্বোধন করছিলেন। এবার রেগে ফায়ার হয়ে তুইতে নেমে এলেন। ছাত্রটি বলিভিয়ার হাইমে, ঘোর মার্কিনবিরোধী, যেমনটি লাতিন আমেরিকা থেকে আসা প্রায় সব ছেলেমেয়ে। ওরা আমাদের ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের মতো নতমুখী, লাজুক স্বভাবের নয়, উচিত তর্ক করাকে বেয়াদবি মনে করে না। হাইমে দৃঢ়ভাবে বলল, 'এতা নি ভাঝ্‌না, ইয়া ইজ বলিভিঈ (সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমি বলিভিয়ার)।'

: স্তালিনিস্ত নাকি?

: প্রিচোম তুৎ স্তালিন (এখানে স্তালিন আসছে কেন)?

: স্তালিনিস্ত ছাড়া এভাবে কেউ কথা বলে না।

: তাহলে বলতে পারেন আমি স্তালিনিস্ত।

: স্তালিন আমাদের কত লোককে মেরেছে জানিস?

এতা ল্যোঝ্‌, প্রপাগান্দা (মিথ্যা, প্রোপাগান্ডা)। জন্মের পর থেকে আমরা এসব প্রপাগান্দা শুনে এসেছি।

এতা নি প্রপাগান্দা! স্তালিন উবিৎসা, নাস্তায়াশি দেমন! এতা ইয়েস্‌ৎ রিয়াল্‌নি ফাক্‌ৎ (এটা প্রপাগান্ডা নয়। স্তালিন খুনী, সাচ্চা শয়তান। এটা বাস্তব সত্য)।

এরকম ফাক্‌ৎ জানার জন্য আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নে আসার দরকার ছিল না। আমাদের কন্‌তিনেন্তে এসব ফাক্‌তের ছড়াছড়ি। আপনারা আমেরিকার দালাল হয়ে গেছেন। আপনাদের কপালে দুঃখ আছে।

: সাদিস্‌! নি মিশাই লেক্‌সি (লেকচারে বাধা দিস না, বস্‌)।

---

৫ গে কা চে পে গসুদার্স্তভেন্নি কমিতিয়েৎ পা চ্রেজভিচাইনামু পালাঝেনিয়ু — জরুরি অবস্থাকালীন রাষ্ট্রীয় কমিটি। ১৯৯১ সালের ১৯ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এই কমিটি। তাদের ডিক্রিতে বলা হয়, অসুস্থতার কারণে গর্বাচভ সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনে অপারগ। ভাইস প্রেসিডেন্ট গেন্নাদি ইনায়েভ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কমিটিতে আরো ছিলেন কেজিবি প্রধান ভ্লাদিমির ক্রুচকোভ, প্রধানমন্ত্রী ভালেন্তিন পাভলভ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস পুগো, প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল ইয়াজভসহ গর্বাচভের মন্ত্রীসভার ও বিভিন্ন বিভাগের অনেক উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ। কট্টরপন্থী বলশেভিক শাসনব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া ছিল এই কমিটির লক্ষ্য। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ ও গ্রেফতার হন।

BanglaBook.org

হাইমে বসে পড়ল ধপ্ করে। সহপাঠীরা তার দিকে তাকাল। আমার মনে হল তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন গরিব দেশ থেকে আসা ছেলেমেয়েগুলোর চোখেমুখে হাইমের জন্য গভীর সহানুভূতি।

ঘরে ঢুকে দেখি অনিমেষ আছে। ক্যালকুলেটর আর কাগজ-কলম নিয়ে হিসাবের কাজে মশগুল।

'কী ব্যাপার, ক'দিন ধরে তোমার দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না যে?'

'ক্ভারতিরা (অ্যাপার্টমেন্ট) ভাড়া নিছি একটা।' মাথা তুলে বলল অনিমেষ।

'তাই নাকি, কোথায়?'

'কাছেই। টেলিফোনের জন্য নেওয়া। টেলিফোন ছাড়া আর একদম চলতেছে না।'

'কিন্তু এত টাকা রাখবে কোথায় অনিমেষ?'

'কোথায় আপনে টাকা দেখলেন?'

'কেন, টাকা হয় নি?'

'এখনো হয় নি। তবে হবে। চেষ্ট করতেছি। টাকা হাতে আসার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বছর দুয়েক পড়ে দেখবেন টাকা কাকে বলে!'

'বুঝলাম। তা অত টাকা দিয়ে হবেটা কী?'

'কী আর হবে? খরচ হবে। টাকা তো খরচ হওয়ার জন্যেই।'

'তোমার কি মনে হয় এরকম টাকা বানানো চলতে থাকবে? বন্ধ হবে না?'

'এরকম সুযোগ কি সবসময় থাকে? বেশি দিন থাকবে না। টাকা কামানো সব দেশে সব সময়ই কঠিন। এখানেও কঠিন হয়ে উঠবে। এরকম সুযোগ খুব অল্পসময়ের জন্য আসে। আপনে ভুল করতেছেন। পরে পস্তাবেন।'

'পস্তাব কেন? আমি পারলে কি করতাম না? আমার তো এখনো মনে হচ্ছে টাকা কামানো খুবই কঠিন কাজ। তোমরা যা করতেছ তা করার বুদ্ধি আর সাহস কি আমার আছে?'

'বুদ্ধি সাহস এইসব কিচ্ছু না। আসল হল নেশা। টাকার নেশা আপনে তো পান নি। পাইলে ঘুমাতে পারতেন না। খালি ছুটতেন, খালি ছুটতেন।'

'টাকার লোভ আমার নাই ভাবতেছ কেন? টাকা আমারও দরকার অনিমেষ। সেজন্যেই তো ইংল্যান্ড গেলাম কাজ করতে। দেখতেছ না কিভাবে দিনদিন জিনিশপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে? ক'দিন পরে দিন চালানোর জন্যে তোমার কাছে হাত পাততে হবে।'

'হাত পাততে হবে কেন? আলমারি খুলবেন, বস্তায় টাকা আছে নিয়ে খরচ করবেন। আর যদি নিজে টাকার মালিক হতে চান ওইসব পুরানা ধ্যান-ধারণা বাদ দিয়া নাইমা পড়েন। এখনো সুযোগ আছে।'

'কী করব?'

BanglaBook.org

'আমি টাকা দিচ্ছি, সিঙ্গাপুর যান। মালপত্র নিয়ে আসেন, বিক্রি করেন, লাভের থার্টি পার্সেন্ট আপনার। সিঙ্গাপুর যাবেন-আসবেন, হোটেলে থাকবেন, খাবেন, হাতখরচ করবেন আমার টাকায়।'

'মানে তোমার পাইলট হই?'

'না পাইলট হবেন কেন? পাইলট তো খালি যাওয়া-আসা আর থাকা-খাওয়ার খরচ পায়। আপনে হবেন পার্টনার, লাভের থার্টি পার্সেন্ট পাবেন।'

ইয়ার্কি করতে করতে আমাদের কথাবার্তা এতদূর এল, আর সে আমাকে তার পাইলট বা করুণাবশত পার্টনার বানাবার প্রস্তাব দিল বলে আমার খারাপ লাগতে লাগল। মনে হল, আমার রুমমেট, আমার কমরেড (বেশ ভাল, বেশ কর্মঠ কমরেড ছিল সে), আমার ভাই, যার সঙ্গে এক থালায় খাই, যার সঙ্গে জ্যাকেট টুপি মাফলার অবলীলায় প্রতিনিয়ত বদলাবদলি হয়ে যায়, সেই আনিমেষ যেন আমার পর হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় প্রথম বছর এখানে এসে যখন আমাদের প্রস্তুতি অনুষদে রুশ ভাষা শেখা শুরু হল, আমার শিক্ষিকা আমাকে পেন্সিল, ব্ল্যাকবোর্ড, ইউনিভার্সিটি এসব শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করতে বলতেন। আমি যখন বলতাম, 'এটা আমার ইউনিভার্সিটি' বা 'আমার পেন্সিল' তিনি আমাকে খুব আদর করে বলতেন, 'আমার নয়, বল আমাদের।' আরো পরে আমি একবার তাকে জিগ্যেস করেছিলাম, আপনি কমিউনিস্ট? তিনি হেসে বলেছিলেন, 'আমি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নই। কিন্তু আমি অন্তরে কমিউনিস্ট।' গালিনা, আমার প্রথম শিক্ষিকাকে আমার মনে পড়ছে। মাঝে মাঝে মনে পড়ে প্রস্তুতি অনুষদের সোভিয়েত রুমমেট সের্গেইকে। এক রুমে আমরা তখন থাকতাম চারজন। চার দেশের চারজন। নিকারাগুয়ার ফ্রান্সিসকো খালি কলম হারাত আর লেবাননের মোহাম্মদের কলম নিয়ে টানাটানি করত। এ নিয়ে প্রায়ই ওদের দু'জনার মধ্যে ঝগড়া বাঁধত। একদিন সন্ধ্যায় সের্গেই ডজন খানিক বলপেন কিনে এনে ঘরের মাঝখানের কলমদানিতে রেখে বলল, 'এই কলমগুলি আমাদের সবার। যার যখন দরকার ব্যবহার করব। বড়ো বেশি আমার আমার কর তোমরা।'

ব্যাপারগুলো কি আরোপিত ছিল? গালিনা কি এখন আর অমন করে ছাত্রদের ভুল শুধরে দেন না? অথবা ওরকম বাক্য তাঁর কাছে আর খারাপ লাগে না? সের্গেই কি রুমমেটদের জন্যে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে কলম কিনে এনে শিক্ষা দিতে চায়? এরকম শিক্ষা কি মানুষের একেবারে অর্ন্তগত স্বভাবের সঙ্গে মিশে যায়? না আলগা হয়ে থাকে? সুযোগ পেলেই ছুটে যায়? পরিবেশ বদলে গেলেই ঝরে পড়ে? আসল স্বভাবটা কি তাহলে এর উল্টো? মানুষের স্বভাবই কেবল আমার আমার, আমি আমি করা?

কিন্তু আমি বেশ আলোড়িত হয়েছিলাম ওই দু'টি ঘটনায়। সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রবাস থেকে কলামে চিঠি লিখেছিলাম। আর বিচিত্রার কমপক্ষে তিন জন পাঠিকা আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল যে তারা অভিভূত হয়েছে। সেই সুবাদে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের এম এ ক্লাসের এক ছাত্রী তার বাবা মা ভাই বোনের পরিচয় বর্ণনা করে লিখেছিল যে আমার সঙ্গে সে স্থায়ী বন্ধুত্ব করতে চায়। আমি তাকে যখন লিখে জানাই

BanglaBook.org

যে আমি সবে প্রস্তুতি অনুষদে পড়ি, মানে দেশে থাকলে সবে প্রথম বর্ষের ছাত্র হতাম, তখন থেকে তার চিঠি আসা বন্ধ হয়ে যায়। বেচারির কথা আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে।..

কিন্তু আমি আমি করাটা ভাল নয় এরকম মনে করার মানুষ যে আছে, চিঠিগুলো ছিল তার প্রমাণ।.. নাকি অন্য কিছু? ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয় বলে তারা চমকিত হয়েছে? আইডিয়াটা নতুন বলে তাদের ভাল লেগেছে? একটা সুখপ্রদ ইউটোপিয়া? ভাবতে ভাল লাগে? নিজের একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থে টান পড়লেই আর ভাল লাগবে না?... কিন্তু স্বভাবের সঙ্গে যদি না-ও যায়, সাম্যবাদের একটা বিগ্রহও যদি তৈরি করা যায়, আর সেই বিগ্রহ যদি মানুষের মনকে সবসময় শাসনে রাখে, তার স্বার্থপরতাকে দমন করে চলে, তাহলে কি খুব ক্ষতি হয়? মানুষের স্বভাবের মধ্যে তো খারাপও আছে। ইউটোপিয়া আর মিথ দিয়ে যদি তার খারাপ স্বভাবগুলো ছেঁটে ফেলা যায়..। আসলে দুনিয়া জুড়ে তো সেটার চেষ্টাই চলে আসছে, আইন দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে। আইন না মানা মানুষের স্বভাবের মধ্যে আছে, কিন্তু তাকে আইন মানতে বাধ্য করা হয়। মানতে মানতে কি একদিন অভ্যাস হয়ে যাবে না? রুচি তৈরি হবে না? ...এখানে সমাজতন্ত্র — খুব দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ সমাজতন্ত্র — সত্তর বছরে এই সমাজের একটা উপকার করেছিল। স্বার্থপর মনোবৃত্তির রাশ টেনে ধরে ছিল খুব করে। সেটাকেই গর্বাচভ এসে বলছেন ব্যক্তিসত্তার অবদমন। তার ফলেই নাকি কেউ আর কাজ করে না। মানুষ তার নিজের জন্য কিছু চায়। তার একান্ত ব্যক্তিগত লাভ চাই, নইলে সে কাজ করবে না — এই হচ্ছে গর্বাচভের আবিষ্কার। আসলে হয়ত তাই। নইলে এত তাড়াতাড়ি সবকিছু বদলে গেল কেন?... গত এপ্রিলে, শীত বিদায় নিয়ে যখন বসন্ত শুরু হচ্ছে, শহরের রাস্তাঘাট, আনাচ-কানাচের জমাট বরফ গলে যাচ্ছে, তখন একদিন আমাদের হস্টেলের সামনের চত্তরটি পরিষ্কার করছিল কয়েকজন বৃদ্ধা। প্রতি বছরই মানুষজন নিজে থেকে এ-কাজ করে। কাউকে আদেশ করতে হয় না, মজুরিও চায় না কেউ। ২২শে এপ্রিল লেনিনের জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয় না। সেদিন সবাই স্বেচ্ছায় এরকম নানা কাজ করে। বুড়িরা যখন হস্টেলের সামনের চত্তরটির পচা ঘাস, বরফ গলে বেরিয়ে আসা পাতা, কাগজ ইত্যাদি জঞ্জাল সাফ করছিল, তখন দু'টি রুশ যুবক তাদের দেখে বিদ্রুপ করে কপালের কাছে তর্জনী ঘুরিয়ে বলতে চাইছিল যে এই বুড়িগুলো বেকুব, অযথাই বেগার খাটছে। বুড়িরা ছেলে দু'টোর ওই ভঙ্গি দেখে রেগে মেগে ফায়ার হয়ে চিৎকার করে গালাগাল শুরু করে দিয়েছিল প্রক্রিয়াতিয়ে কাপিতালিস্তি! (অভিশপ্ত পুঁজিবাদির দল!) দৃশ্যটা দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেকটা এই বৃদ্ধাদের গড়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের স্বামীরা শহীদ হয়েছে। মস্কো শহরে যে এত বৃদ্ধা চোখে পড়ে তার কারণই হচ্ছে তাদের জুটি পুরুষরা হিটলারের হাত থেকে প্রিয় পিতৃভূমিকে রক্ষা করতে গিয়ে দলে দলে প্রাণ দিয়েছে।..

কাগজ-কলম রেখে অনিমেষ উঠে ঘরের মেঝে মুছতে আরম্ভ করল। অন্য কোনো রুমমেট হলে ঘর মোছামুছি নিয়ে তার সঙ্গে আমার ঠিক ঝগড়া-বিবাদ লেগে যেত,

BanglaBook.org

কারণ আমি সাত দিনেও একবার ঘর মোছার কথা ভাবি না। কাজটা অনিমেষই করে। প্রস্তুতি অনুষদে আমাদের একটা রুটিন ছিল, চার জনকেই পালা করে মেঝে মুছতে হত। ফ্রানসিস্কো খুব ফাঁকিবাজ ছিল। কিন্তু সের্গেইকে সে ফাঁকি দিতে পারত না। কিন্তু যেদিন তাকে ঘর মুছতে হত সেদিন তার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যেত। মেজাজের ঝাল ঝাড়ত মোহাম্মদের ওপর। মোহাম্মদ নামাজ পড়তে বসলে সে টেপরেকর্ডারে ফুল ভলিউমে গান বাজাতে আরম্ভ করত।

অনিমেষ তার একটা পুরনো টিশার্ট দিয়ে ঘর মুছছে। শাদা আর নীল স্ট্রাইপের এই টিশার্টটি পরে সে মস্কো এসেছিল। দেশে থাকতেও নিশ্চয়ই অনেক দিন পরেছে। সে এখানে আসার দু'বছর পর দেশ থেকে এক ছাত্রনেতা এলে তাকে বিমানবন্দরে রিসিভ করতে গিয়েছিলাম আমি আর অনিমেষ। ছাত্রনেতাটি অনিমেষকে দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'অনিমেষ, এখনো সেই গেঞ্জি?' অনিমেষের মুখে তখন একটা গৌরবের ভাব দেখতে পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, আমরা তখন সবাই ওরকমই ছিলাম। শাদাসিধে কাপড় পরার একরকম প্রতিযোগিতা ছিল যেন সবার মধ্যে। কেউ যদি একটা ফ্যাশানেবল, গর্জিয়াস কিছু পরত আমরা তার দিকে ভর্ৎসনা, এমনকি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাতাম।

'গেঞ্জিটার আজ এই দশা অনিমেষ!'

হেসে ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ে গেছে এই টিশার্টটির ইতিহাস।

'হাসতেছ কেন অনিমেষ?'

'আপনে বড়ো রোমান্টিক হাবিব ভাই!'

'রোমান্টিসিজমের কী দেখলে?'

'আমরা দারিদ্র্যকে মহান মনে কইরা ধনী হওয়ার চেষ্ট করি নি। প্রতি বছর সামারের ছুটিতে আমরা যদি লন্ডন গিয়া কাজ-কাম কইরা কিছু পাউন্ড কামাইতাম কী ক্ষতি ছিল? আমাকে এখন বুঝান আপনে। এই দেশে সবাই যে গরিব এইটারে আপনে সমাজতন্ত্রের সাফল্য বলবেন? না হাবিব ভাই, যদি দেশটা ধনী হইত আর সেই ধন সবাই ভাগাভাগি করে ভোগ করত তাইলে বলতে পারতেন যে সমাজতন্ত্র সফল। এরা দারিদ্র্যকে ভাগাভাগি কইরা নিছে। সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে এটাকে একটা মহৎ ব্যাপার বলে মনে করা হইছে। আসলে মোটেই তা না। এটা কোনো মহৎ ব্যাপার নয়। আপনে জানেন দেশ থেকে পার্টি লিডাররা আইসা ডলার ভাঙাত কোথায়? ব্যাঙ্কে যাইত তারা? ব্যাঙ্কে এক ডলারে দিত পঁয়ষট্টি কোপেক, আর বাইরে আড়াই রুবল। আমাদের এখানকার বড়ো কমরেডরা পার্টি লিডারদের ডলার ভাঙায়ে দিত, বুঝলেন? যাদের দেশে যাওয়ার জন্যে আমরা চাঁদা তুলে এরোফ্লতের টিকেট কিনে দিছি তাদের হাতে আসলে অনেক টাকা ছিল। আমরা জানতামও না হাবিব ভাই।'

আর বোলো না, আর বোলো না অনিমেষ, আর বোলো না.. আমার বুকের ভিতরে হু হু করে উঠতে লাগল। পরমুহূর্তেই আবার হাসি পেল এই ভেবে যে আমি এখনো একটা নির্বোধ বালকই রয়ে গেছি।

BanglaBook.org

২

তনুশ্রীদের হস্টেল আমাদের হস্টেল থেকে পায়ে হেঁটে মিনিট পাঁচেকের পথ। সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছেলে ও মেয়েরা একই হস্টেলে পাশাপাশি ঘরে বাস করে। আমাদের প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়েই শুধু ব্যতিক্রম। এখানে মেয়েদের জন্য হস্টেল আলাদা। বিশেষভাবে তৃতীয় বিশ্বের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দেশের নানা কালচারের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে আসবে বলে প্রথম থেকেই এই ব্যবস্থা।

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি আর তুমুল বাতাস। হস্টেলের পেছনের বনে রীতিমতো ঝড়। আগেভাগে যেসব পাতা হলুদ হয়েছে সেগুলো ঝরে যাচ্ছে। আরও একটি গ্রীষ্ম বিদায় নিচ্ছে। শুরু হচ্ছে সোনালি শরৎ।

টোকা দিলাম তনুশ্রীর দরজায়। দরজা খুলে গেলে যার মুখোমুখি হলাম সে অভিজিৎ। মাঝে মাঝে আমার মনে হত এখানে যে দু'শ জন ভারতীয় আর একশ' পঁয়ত্রিশ জন বাংলাদেশি আছি তাদের মধ্যে যদি কারুর সঙ্গে তনুশ্রীর প্রেম হয়, সে হবে অভিজিৎ। কারণ অভিজিৎ রবীন্দ্রনাথের মতো সুন্দর, বিদ্যাবুদ্ধিতে সে সবাইকে ছাড়িয়ে, কথায় তার সঙ্গে পেরে ওঠা দায়, তার ক্লাসের ছেলেরা তার কাছে পড়া বুঝিয়ে নিতে যায় আর কখনো কখনো সে তার শিক্ষকদের পর্যন্ত নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। এরই মধ্যে সে দুই কোর্সের পরীক্ষা একসঙ্গে দিয়ে আমাদের এক বছরের সিনিয়র হয়ে গেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে নাকি তার মতো ভাল ছাত্র এর আগে একজনও ছিল আসে পাশে ভারতীয় ছেলেমেয়েরা, তাদের দূতাবাসের লোকজন অভিজিৎকে নিয়ে গর্ব করে। তনুশ্রীর মুখেও আমি অভিজিতের প্রশংসা শুনেছি। কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যে প্রেম হয় নি। আমি, তনুশ্রী, অভিজিৎ মস্কো এসেছি একই বছরে। সে তো চার বছর হয়ে গেল। এতগুলো বছর অভিজিৎ-তনুশ্রীর মধ্যে চেনাজানা, মেলামেশা, এর ওর ঘরে যাওয়া-আসা কিন্তু ওদের মধ্যে প্রেম হয় নি কেন? এখানে এসে যারা প্রেমে পড়ে, প্রথম বছরেই পড়ে। দ্বিতীয় বছরের মধ্যে সব জানাজানি হয়ে যায়, একসঙ্গে থাকা শুরু করে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কার মেয়েরা বেশির ভাগই প্রথম বা দ্বিতীয় বছরের মধ্যেই স্বদেশী কোনো ছেলেকে বেছে নেয়। যে-মেয়ে তৃতীয় বছর পর্যন্ত কাউকে পেল না, বা কারুর প্রেমে পড়ল না, হয় তার চেহারা খারাপ নয় শরীর একেবারেই আকর্ষণহীন। অথবা একসঙ্গে দুটোই। শুধু তনুশ্রীর বেলায় এই কথাটা খাটে না।

তনুশ্রীর ঘরে ওর পাশে বসে আছে দীপঙ্কর, কলকাতার আরেক আঁতেল। আমাদের ইয়ারমেট। পড়ে ফিজিক্সে, কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে হেন বিষয় নেই

BanglaBook.org

যাতে ও নাক গলাবে না। রাজনীতি থেকে শুরু করে ফটোগ্রাফি (ইদানিং সে মেতে আছে হোলোগ্রাফি নিয়ে), দাবা থেকে অ্যানথ্রোপলজি, এক কথায়, সব ব্যাপারেই তার কিছু না কিছু বলার আছে। গায়েমাথায় ছোটখাটো, নাদুসনুদুস। মুখটা গোলগাল, ছোট ছোট কুঁতকুঁতে চোখে বুদ্ধির লক্ষণ নেই, কিন্তু সবজান্তার ভাবটা স্পষ্ট। বয়স নিশ্চয়ই আমাদেরই মতো, কিন্তু মাথার সামনের অংশে টাক থাকাতে ওকে দেখতে আমাদের মামা-চাচাদের মতো লাগে। অভিজিৎ তো কখনো কখনো ওকে খুড়ো বলে ডাকে। নিজের টাক সম্পর্কে দীপঙ্কর অবশ্য বলে, 'টাক নয় হে, এ হচ্ছে আমার কপাল, বড়ো কপাল।' আমাকে দেখে সে বলে উঠল, 'কী রে, খালি হাতে এলি যে বড়ো?'

'মানে?'

'মানে তনুশ্রী চক্রবর্তীর জন্মদিনে তুমি খালি হাতে এস্‌চ তাই বললুম।'

'জন্মদিন নাকি? কিন্তু আমাকে তো বলে নি।' আমি আগেও কখনো তনুশ্রীর জন্মদিনের দাওয়াত পাই নি।

'ধুমসে ব্যবসা কোরচিস, পকেটে ডলার গিজগিজ, যাও বাপধন, দুখানা শ্যাম্পেন নিয়ে এসো দিকিনি!'

দীপঙ্করের কথায় তনুশ্রী বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী শুরু করেছিস দীপু? এসে বসতে না বসতেই..' তারপর আমার দিকে চেয়ে সাদরে বলল, 'বোসো হাবিব।'

বললাম, 'তাহলে আমি একটু ঘুরেই আসি।'

দীপঙ্কর হা হা করে উঠল, 'যা যা, কারুর জন্মদিনে খালি হাতে আসতে নেই।'

'ইস্ দীপঙ্কর, তুই যে একটা কী!' তনুশ্রী দীপঙ্করকে ভৎর্সনা করতে লাগল। আমি 'আসছি' বলে বেরিয়ে এলাম। পেছনে অভিজিৎ আর দীপঙ্কর হা হা করে হেসে উঠল। আমার হঠাৎ খুব রোখ চেপে গেল। শালারা 'একটা ডিম ভাজি করে তিনজনে পেট পুরে যা খেলুম না' বলে ঢেকুর তোলে আর আমাদের শেখাচ্ছে কারো জন্মদিনে খালি হাতে আসতে নেই। কুঞ্জসের বাচ্চাদের আজ আমি শ্যাম্পেন দিয়ে গোসল করাব।

আবার হস্টেলে ফিরলাম টাকা নিতে। ওড়াবার মতো প্রচুর টাকা আমার নেই। তবু আজ আমি অনেকগুলো টাকা খরচ করব। গত সামারের ছুটিতে লন্ডন গিয়ে কাজ করে হাজার খানেক ডলার নিয়ে ফিরেছি। সেটাই কালোবাজারে ভাঙিয়ে খাই। স্টাইপেন্ডের টাকায় আর চলে না। জিনিশপত্রের দাম বেড়েছে অনেক কিন্তু স্টাইপেন্ডের টাকা বাড়ে নি। কিন্তু টাকা-পয়সার সমস্যা আমরা এখনো বোধ করি না। আমার তো টাকা খরচ করতে কষ্ট লাগে না। মনে হয় আমার টাকা ফুরিয়ে গেলে আমার বন্ধুদের থাকবে। এখনই ওদের এত টাকা যে কারো কারো ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে খাবলা ধরে টাকা বের করে আনি আমি, আর সে হাসে। অথবা বলি, খানিকটা টাকা দে তো! সে হাসতে হাসতে এক খাবলা দিয়ে দেয়। ইজি মানি, বড়ো ইজিলি দিয়ে দেয়। দেয় এ-কারণে যে, আমি ব্যবসাপাতি করি না, এখনো আমি তথাকথিত তাভারিশ। ওদের পক্ষে তাভারিশ থাকা সম্ভব না হলেও যারা তাভারিশ রয়ে গেছে

BanglaBook.org

তাদের প্রতি ওদের ভালোবাসা আছে। তাছাড়া এত সহজে এত বিপুল টাকা প্রতিদিন হাতে এলে অকাতরে কিছু টাকা বিলানো যায়।

এগারোটি লাল গোলাপ দিয়ে সুন্দর করে একটি তোড়া বানিয়ে স্বচ্ছ পলিথিনে মুড়িয়ে সেটি আমার হাতে দিল দোকানি। বিনিময়ে আমি তাকে দিলাম ৬৬ রুবল। (আমাদের সারা মাসের স্টাইপেন্ড এখনো ১১০ রুবল, এখনো এক কেজি গরুর মাংস ৭ রুবলে পাওয়া যায়, এক রুবল পেট্রোলের দাম ৮০ কোপেক।) তারপর গেলাম মদ কিনতে। সরকারি দোকানে লাইনে দাঁড়িয়ে মদ কিনলে এখনো অনেক সস্তায় মেলে। কিন্তু অত কষ্ট কে করে? তার সময়ও নেই। রাস্তার পাশের কালোবাজার (এখানে এখন কালোবাজার মানে কষ্ট করে আর ঘুষ দিয়ে সরকারি দোকান থেকে জিনিশ কিনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিন/চার গুণ বেশি দামে বিক্রি করা।) থেকে দু'বোতল শ্যাম্পেন আর এক বোতল ভদকা কিনলাম। তারপর দু'কেজি আপেল, এক কেজি আঙ্গুর কিনে বাসে না উঠে ট্যাক্সি ধরে ফিরে গেলাম তনুশ্রীর ঘরে। আমার হাতে এতগুলো গোলাপ দেখে তনুশ্রী অভিভূত হয়ে গেল, আমি তোড়াটা তার দিকে এগিয়ে ধরলাম, হাত বাড়িয়ে নিয়ে সে হেসে আমাকে ধন্যবাদ জানাল। আমি ধন্যবাদ গ্রহণ করে মদের বোতল, আপেল, আঙ্গুরের ব্যাগগুলো টেবিলে রাখলাম। দেখে-টেখে দীপঙ্কর বলল, 'এই তো কাজের মতো কাজ করেচিস।'

'তনু গ্লাস সাজা।' উৎসাহে চিৎকার করে উঠল দীপঙ্কর।

'আজ এখানে মাৎলামো চলবে না। আমি এমনি এমনি তোদের আসতে বলেছিলাম। আগেভাগে বলে রাখছি, কোনো আয়োজন কিন্তু নেই।' হাসি হাসি মুখ করে বলল তনুশ্রী।

'কেন রে? কেক কাটা হবে না বুঝি?' এবার কথা বলে উঠল অভিজিৎ।

'না। আমি এখনো কচি খুকি নাকি যে গাল ফুলিয়ে মোমবাতি নেভাব আর কেক কাটব?'

'এত্তবড়ো ফাঁকি? বার্থডেতে কেক খাওয়াবি না?'

'কেক নেই, তবে খালি মুখেও ফিরতে হবে না।' বলে তনুশ্রী উঠে প্লেট ধুয়ে এনে ভাত বাড়তে আরম্ভ করল। ভাত আর দেশি মশলায় রাঁধা মাছ-মাংসই এখানে আমাদের সবচেয়ে লোভনীয় খাবার। তার সঙ্গে মসুরের ডাল পেলে একেবারে বর্তে যাই। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশিরা যতটা বিলাসী কলকাতার ওরা ততটা নয়। আমাদের মতো করে দেশি রান্না ওরা কমই করে। অভিজিৎ আর দীপঙ্কর তো ঘরে রান্নাই করে না। তনুশ্রী করে, তবে প্রতিদিন করে না, সবসময় দেশের মতো করেও রাঁধে না। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটা ছেলেমেয়ের ঘরে হলুদ-মরিচের গুঁড়ো, ধণে, জিরা বা গরম মশলা থাকে। দেশে বেড়াতে গেলে আমরা এসব নিয়ে আসি, অন্যদের হাতে আনিয়েও নিই। আমাদের অন্তত রাতের বেলাটা ভাত চাই, দেশি মশলায় রাঁধা মাছ-মাংস চাই। কিন্তু ওদের অত বালাই নেই। ডিম ভেজে, মুরগি বা মাছ ফ্রাই করে মোটা মোটা করে আলু কেটে চিপ্‌স ভেজে বা একটু চাল

BanglaBook.org

ফুটিয়ে নিয়ে ওরা রাতের খাবার সারে, কেন্টিনেও খায়। কিন্তু তাই বলে দেশি রান্নায় মাছ-মাংসে ওদের লোভ আমাদের চেয়ে কম নয়। যখন পায় তখন একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তনুশ্রীর রাঁধা মুরগির মাংস, বাঁধাকপি ভাজি আর পাকিস্তানি বা ভিয়েতনামি সূক্ষ্ম চিকন চালের শাদা ধবধবে ভাতের ওপর আমরা প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়লাম। পেট পুরে খেয়েদেয়ে মদের বোতল খুলে বসলাম। অতিরিক্ত শব্দ করে শ্যাম্পেন খুলল দীপঙ্কর। সবার গ্লাসে গ্লাসে ঢেলে দিল। তনুশ্রী বলল, 'আমি ছাড়া। আমি খাব না।'

'তাই হয় নাকি? তোর বার্থডেতে তুই খাবি না?' দীপঙ্কর একটা গ্লাস তনুশ্রীর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'নে তোর শতায়ু কামনা করে প্রথম টোস্টটা হয়ে যাক।'

'উঁহু, সিরিয়াসলি আমি খাব না।'

অভিজিৎ বলল, 'কেন রে? একবার অন্তত টোকা দিবি তো?'

'না রে, আমার অসুবিধে আছে। তোর খা।'

'বললেই হল খাব না? সাধুগিরি রাখো দিকিনি, মদ কি তুমি কোনোদিন খাও না?' দীপঙ্কর গ্লাস শূন্যে তুলে ধরে এখনো নাচাচ্ছে। তনুশ্রী শান্তভাবে বলল,' খাই, কিন্তু এখন খাব না দীপু। জিদ করিস নে। তোরা খা।'

জেদাজেদি খুব করা হল, কিন্তু তনুশ্রী একটা চুমুকও দিতে রাজি হল না। শুধু বলল অসুবিধে আছে। কী অসুবিধা তা নিয়ে কে আর গবেষণা করতে বসবে? আমরা চারজন আগেও কয়েকবার তনুশ্রীর ঘরেই বসেছি। সে আমাদের ভাত-মাংস রেঁধে খাইয়েছে। ভদকা আর কনিয়াকের বোতল খোলা হয়েছে, সেও আমাদের সঙ্গে খেয়েছে। কিন্তু আজকে তার কী হয়েছে তা কোনোভাবেই বোঝা গেল না।

তনুশ্রী খাবে ভেবে শ্যাম্পেন খোলা হয়েছিল, শ্যাম্পেন আমাদের পানীয় নয়। দীপঙ্করকে বললাম, 'ভদকার বোতলটা খোল।' অভিজিৎ বলল, শ্যাম্পেনটা যখন খোলা হয়েই গেছে, আগে ওটাই শেষ করা হোক। অভিজিৎ আজ কেন কথাবার্তা বলছে না বোঝা যাচ্ছে না। দীপঙ্করও কোনো বিষয় এখনো স্থির করে উঠতে পারে নি যা নিয়ে সে মুখে ফেনা তুলতে পারে। আমার মনে হচ্ছে তনুশ্রী অংশ নিচ্ছে না বলে জমছে না। আমরা প্রায় নীরবে মদ্যপান আরম্ভ করলাম। তনুশ্রী একটা করে আঙ্গুর ছিঁড়ে মুখে পুরে আমাদের মদ্যপান আর ধুমপান দেখছে। তাকে আর চিন্তিত দেখাচ্ছে না। চোখেমুখে সেই বিষণ্নতাও নেই।

'শুনলাম তোদের সেই ছেলেটা আবার ফিরে এসেছে, সত্যি নাকি রে?' বেশ কিছুক্ষণ নানা কথাবার্তায় কেটে যাবার পর এক সময় অভিজিৎ কী প্রসঙ্গে কথাটা বলল আমি বুঝতে পারলাম না।

'কার কথা বলছিস?'

'ওই যে, একেবোরে থিসিস ডিফেন্ড করার দিন কেজিবি যাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল?'

এবার বোঝা গেল কার কথা বলছে অভিজিৎ। আমাদের এক কিংবদন্তী সে। তার কাহিনী শোনে নি এমন ছেলেমেয়ে এখানে নেই। মোকাম্মেল তার নাম, অবশ্য

BanglaBook.org

আমরা তাকে দেখি নি। ব্রেঝনেভ আমলের শেষের দিকে চোরাই ব্যবসার দায়ে ধরা পড়েছিল। তারপর তাকে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। ডলার কেনাবেচাসহ নানা রকম চোরাই ব্যবসা করত। সেদিন ছিল তার থিসিস ডিফেন্ড করার দিন। সকাল বেলা তার দরজায় ধাক্কা পড়ল। দরজা খুলে সে দেখতে পেল মিলিৎসিয়া, পাথরের মত ঠাণ্ডা মুখ একেকটার। পরিচয় দিল কেজিবি। ঘরে ঢুকে তারা তন্নতন্ন করে সার্চ করল। কিন্তু কিছু পেল না। ফিরে যাবার সময় তাদের একজন দরজায় আটকানো রেক্সিনের গদিতে ব্লেড চালাল, ঝরঝর করে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল মার্কিন ডলারের নোট। বেঁধে নিয়ে গেল তাকে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় তাকে বহিষ্কার করল, ফলে তাকে দেশে ফিরে যেতে হল। সে প্রায় বছর দশেক আগের কথা। এতদিন পর সে আবার একটা নতুন বৃত্তি নিয়ে এসেছে। আমরা জানি না তাকে আবার ফার্স্ট ইয়ার থেকে পড়তে হবে নাকি শুধু থিসিস ডিফেন্ড করলেই ডিগ্রিটা পেয়ে যাবে।

'হ্যাঁ এসেছে।'

অভিজিৎ বলল, 'এবার আর সে পড়তে আসে নি। ব্যবসা করতেই এসেছে, না কী বলিস?'

'জানি না, তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।'

হঠাৎ দীপঙ্কর বলে উঠল, 'তোদের এক বড়ো ভাই নাকি মাল্টিমিলিওনার হয়ে গেছে? আফগানফেরত ইনভ্যালিডদের নাকি ৫০০টা হুইল চেয়ার দিয়েছে? চিনিস নাকি?'

'চিনি, কেন?'

'কেমন করে সে এত টাকা করল বল দিকিনি?'

'সেটা কেউ জানে না। তবে সে খুব ধনী হয়েছে। দাঁচাটাচা কিনেছে। হাঙ্গেরি, জার্মানি আরো কোথায় কোথায় নাকি তার ব্যবসা আছে।'

'বয়স কেমন রে?'

'হবে আমাদের বছর তিনেকের সিনিয়র।'

'আরেস্‌সালা বলিস কী! এ তো একটা জিনিয়াস বলতে হয়।'

'নিশ্চয়ই জিনিয়াস।'

'তোদের অনেকেই তো বেশ ভাল ব্যবসা করছে। আসাদ গাড়ি কিনেছে। অনেকে ক্‌ভারতিরা ভাড়া নিয়েছে। তোর রুমমেটও নাকি অনেক টাকার মালিক হয়ে গেছে। তুই কিছু করচিস না?'

আমার বুঝতে বাকি নেই অভিজিৎ কথাবার্তা কোন দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। পেটে মদ পড়েছে কিনা, এখন মুখ চালাতে না পারলে আরাম পাবে না সে। আর তার মুখ চালানো মানেই কারো পিছে লাগা, ঘায়েল করা, নাস্তানাবুদ করে ছাড়া। আমি তার শিকার হতে চাই না। তাই সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললাম, 'সবাই সব কাজ পারে না।'

'তাহলে চলছিস কিভাবে? এক মাসের স্টাইপেন্ড তো আজকের এক সন্ধ্যায়ই খরচ করে ফেললি!'

'আজ একটা বিশেষ দিন, সবদিন তো আর এরকম করি না,পারবও না।'

BanglaBook.org

'এরকম না হোক, খরচ তো করিস। কিভাবে?'

তনুশ্রী এবার বিরক্ত হয়ে উঠল অভিজিতের ওপর,' কী শুরু করলি বল তো?'

অভিজিৎ যেন বুঝতে পারে নি এমন ভঙ্গি করে বলল, 'কী আবার শুরু করলাম?'

'খুব অর্থকষ্টে পড়েছিস মনে হয়? আজ এত টাকা-পয়সার কথা কেন?'

'না, দেখছি সালা বাংলাদেশিরা একেকটা কী রকম ধনী হয়ে যাচ্ছে।'

শ্যাম্পেনের সঙ্গে ভদকা মিশেছে। অভিজিৎ আমার বা দীপঙ্করের মত মদখোর নয়, মনে হল ওকে ধরেছে। বলে চলল, 'এরা এখন সিঙ্গাপুর থেকে ভিসিআর এনে টিচারদের গিফট করে, গাড়ি নিয়ে ক্লাসে যায়। টিচাররা এদের ঘরে গিয়ে মদ খায়। আমরা এত কষ্ট করে পড়াশুনো করছি, আমাদের কোনো দামই থাকছে না। দাম বাড়ছে টাকাওয়ালা থার্ড ক্লাস ছাত্রদের!'

তনুশ্রী আমার হয়ে অভিজিৎকে ধরে বসল, 'ব্যবসা কি কেবল বাংলাদেশিরাই করছে? না সবাই করছে? আমাদের ছেলেরা করছে না? কে করছে না তাই আগে বল?'

মাঝখান থেকে দীপঙ্কর বলে উঠল, 'কিন্তু বাংলাদেশিদের সঙ্গে পারে কে? সব কটা হস্টেলে ডলার কেনাবেচার শ্রেষ্ঠ আখড়া এখন বাংলাদেশিদের ঘরগুলো। এরা এখন সব্বাইকে কিনে ফেলতে পারে।'

'তা খারাপটা কী দেখলি এতে?' দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বলল তনুশ্রী।

'তুই যে আজ বড়ো বাংলাদেশিদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছিস?'

'পক্ষ-টক্ষ কোনো কথা নয়। এ তো কোনো যুক্তির কথা হল না। বাংলাদেশের ছেলেদের বদনাম করছিস হাবিবকে সামনে পেয়ে, আমাদের ছেলেরা কী করছে সেসব দেখিস না?..অরুণের কাণ্ডটাই ধর, এ কি কোনো মানুষ করতে পারে?..'

'কোন অরুণের কথা বলছিস? কী করেছে?'

'অরুণ, অরুণ দেব। দিল্লির ঠগচাচা। আরো একটা নতুন ব্যবসা পেয়েছে। ভারত. বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে দলে দলে আদম আসছে না? ইয়োরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া...'

'আহ্, অরুণ কী করেছে তাই বল না বাবা।'

তনুশ্রী একটা গল্প শোনতে লাগল আমাদের 'একদিন অরুণ মস্কো শহরের একটা ফ্লাটে গেল। দিল্লি থেকে তার পরিচিত একজনের আসবার কথা। কিন্তু সে লোক আসেনি। ওই ফ্লাটেই অরুণের পরিচয় হল এক মহিলার সঙ্গে। মায়ের বয়সী মহিলা, এসেছেন দিল্লি থেকে। বহুদিন আগে তার স্বামী কানাডা চলে গেছে। তারপর আর তার কোনো খোঁজখবর নেই। এতদিন পরে, ডলার জমিয়ে, সেই হারানো স্বামীকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছেন মহিলা। শুনেছেন মস্কো হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাওয়া যায়।'

'তুই কি সাহিত্য করতে সুরু করলি তনু?' মাঝখানে বাধা দিল দীপঙ্কর।

'কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অরুণ মহিলার সঙ্গে মা-ছেলে সম্পর্ক পাতাল। মাকে নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াল। ভাল রেস্টুরেন্টে খাওয়াল। মা'র দুঃখভরা জীবনের কাহিনী ধৈর্য

BanglaBook.org

ধরে, মন দিয়ে শুনল । সন্ধেবেলা মাকে আবার সেই ফ্লাটে পৌঁছিয়ে দিয়ে সে প্রতিশ্রুতি দিল পরদিন আবার আসবে। পরদিন সকাল হতে না হতেই ছেলে এসে হাজির। মা, আজ আপনাকে আমার হস্টেলে নিয়ে যাব। আমি নিজের হাতে রান্না করব, আপনাকে খেতে হবে। হঠাৎ-পাওয়া ছেলের কথা শুনে আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় মা'র চোখে জল এসে গেল। অরুণ তার পাতানো মাকে তার হস্টেলে নিয়ে এল। পরম আত্মীয়ের মতো যত্ন-আত্তি করল। বলল, ফ্লাটে যদি অসুবিধে হয়, তাহলে আপনি হস্টেলে এসে থাকতে পারেন। জানতে চাইল কানাডার টিকেট-ভিসা করে দিতে এজেন্টরা কতো ডলার নিচ্ছে। সে বলল, তার চেয়ে কম ডলারে সে সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। মা এক কথায় রাজি। তার ভাবনা কানাডায় গিয়ে তার কত ডলার দরকার হবে কে জানে। এখন যদি কিছু বাঁচানো যায় তখন কাজে লাগবে।'

'শর্ট কর, শর্ট কর! বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে।'

'অরুণের কথামতো মা হস্টেলেই চলে এলেন। দু-একদিনের তো ব্যাপার। অরুণ বলেছে, ওর এখানে অনেকের সঙ্গে জানাশোনা। খুব তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে ফেলবে সে। মা তার সঙ্গে আনা ডলারগুলো নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলেন। ফ্লাটে অচেনা লোকদের সঙ্গে থাকতে হচ্ছিল। ডলারগুলো রাখবার নিরাপদ জায়গা ছিল না। অরুণকে দেখেন আর মা ভাবেন ওপরওয়ালাই তাঁকে সাহায্য করছেন। না হলে এই বিদেশে এসে কী করে এমন একটা ছেলে তিনি খুঁজে পেলেন..!'

'দ্যাখ্ তনু, মহিলা কী ভাবছেন তা কিন্তু তোর জানার কথা নয়। তুই বানাচ্ছিস, ফিকশন করচিস।'

'সন্ধেবেলা অরুণ ঘরে ফিরে বলল, সবকিছু ঠিকঠাক করতে আরো কয়েকদিন লাগবে। মা, এখানে এটাচ্ড বাথ নেই, আপনি বরং মেয়েদের হস্টেলে গিয়ে থাকুন। আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি । মেয়েদের হস্টেলটা অনেক ভাল। মা মেয়েদের হস্টেলে একটা ফাঁকা ঘরে গিয়ে উঠলেন। ছেলে বাজার-টাজার সব করে দিল। তাছাড়া কথা দিল দু'বেলা এসে দেখা করে খোঁজ-খবর নেবে। পরদিন সন্ধেবেলা ছেলে এসে বলল, সারাদিন আপনার ভিসা আর টিকিটের জন্য ছোটাছুটি করেছি। চিন্তার কিছু নেই। সব হয়ে যাবে। মা রান্না করে রেখেছিলেন। যত্ন করে ছেলেকে খেতে দিলেন, আহা বেচারার ওপর দিয়ে কী ধকলটাই না গিয়েছে! পরদিন ছেলে এল না। মহিলা ভাবলেন, নিশ্চয়ই সময় পায় নি। পরদিনও ছেলের দেখা নেই। মা এবার একটু চিন্তায় পড়লেন, কী জানি, ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ল না তো? একবার খোঁজ করা দরকার। কিন্তু কী করে করবেন? তিনি তো জানেন না ছেলে কোন হস্টেলে থাকে। এখানে সব হস্টেলই দেখতে এক রকম। তার ওপর ভাষাটা অজানা। পরের দু'দিনও ছেলে এল না। মহিলা তখন মরীয়া হয়ে পাশের ঘরের মেয়ে দু'টিকে হাত-পা নেড়ে ইশারা করে অনেক কিছু বোঝানোর চেষ্টা করলেন। ছেলের নাম আর ইন্ডিয়া শব্দ দুটো ওরা বুঝল। ডেকে আনল ভারতীয় এক মেয়েকে। মহিলা হিন্দিতে তাকে আবার সবকিছু বললেন। বললেন, ছেলের ওপর তাঁর পুরো ভরসা আছে। শুধু এতদিন কোনো খোঁজ না পেয়ে চিন্তায় পড়েছেন। হয়ত সে-বেচারা কোনো অসুখে পড়েছে।

BanglaBook.org

অরুণের হস্টেলের ঘরে কাউকে পাওয়া গেল না। সামার ভ্যাকেশন চলছে, হস্টেল প্রায় ফাঁকা। একে-ওকে জিগ্যেস করেও কিছু বোঝা গেল না। মা বললেন, তাহলে হয়ত আমার টিকিট-ভিসার জন্যই ছুটোছুটি করছে। আরো দু'তিন দিন কেটে গেল। ছেলে এল না। তার হস্টেলের রুমে রোজ দু'বেলা গিয়েও মহিলা তার পাত্তা পেলেন না। ওই ফ্লোরের একটি ছেলে বলল, সম্ভবত অরুণ মস্কোতে নেই, অন্য কোনো শহরে গেছে। দু'সপ্তাহ পরে অরুণ মস্কোতে ফিরে এল। সিনিয়র টিচার তাকে ডেকে পাঠালেন। সব কথা শুনে সে আকাশ থেকে পড়ল। বলল সে ওই মহিলাকে সাহায্য করেছিল। মহিলার থাকার জায়গা ছিল না বলে নিজের ঘরে দিন কয়েক থাকতেও দিয়েছিল। কিন্তু ডলারের কথা কী বলছেন উনি? মহিলার দিকে স্থির চোখে চেয়ে সে বলল, আপনি কোনো প্রমাণ ছাড়াই অতগুলো ডলার আমার কাছে গচ্ছিত রাখলেন? বললেই হল? আমি আপনার কেউ হই না, তাহলে আপনি আমাকে বিশ্বাস করে অতগুলো ডলার রাখতে দিয়েছেন এটা কি বিশ্বাস করার মতো কথা? আপনি গল্পটা ভাল করে ফাঁদতে পারেন নি।'

'তুই কিন্তু গল্পটা ফেঁদেছিস মন্দ নয়! রীতিমতো সাহিত্য হয়েচে।' দীপঙ্করের কথা ইতিমধ্যে জড়িয়ে এসেছে।

'বিশ্বাস করলি না? সবাই..।'

'আরে বাবা, অরুণ ওই মহিলার ডলার ক'টা মেরে দিয়েচে তো? বেশ করেচে, তুই বলেছিসও বেশ। মনে হচ্ছে প্রেমেন মিত্রের একখানা গল্প পড়ে শোনালি।'

'এ্যাই দীপু, মাৎলামি করবি না কিন্তু!'

'মাৎলামি? দীপঙ্করকে কখনো মাতাল হতে দেখেচিস? হাবিব, কতটুকুন খেয়েছি রে? তিনজনাতে দু'বোতল ভদকাই শেষ করলুম না, তাতেই..?'

'হ্যাঁ খুড়ো, তাতেই তোমার হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছি।' অভিজিতের ফর্শা মুখটা লাল হয়ে ঝুলে পড়েছে। জিভটা ওর মুখের ভিতরে লটরপটর করছে।

'তুই আবার আমার পিছু নিলি নাকিরে? হাবিব, তাহলে তুই আমাকে ডিফেন্ড কর। বলে দে, দীপঙ্কর মণ্ডল নাইন্টি এইট পার্সেন্ট স্পিরিট খেয়েও মাতাল হয় না।'

আমি চুপ করে রইলাম। তনুশ্রী আমাদের তিনজনকে পরখ করে দেখতে লাগল।

'কি রে? চুপ করে রইলি যে? ও সালাকে বলে দে না, দীপঙ্কর মণ্ডল মদ খায় বটে, কিন্তু মাতাল হয় না।'

আমি বললাম, 'হাঁ, দীপু বেশ খেতে পারে।'

'এবং বেশ মাতালও হতে পারে।' বলল অভিজিৎ।

'বাদ দে বাদ দে। অভিজিৎ বাজে বকছে। আচ্ছা বল তো হাবিব, তোদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া কেমন দেশ?'

'হঠাৎ ব্রাহ্মণবাড়িয়া?'

'আমার পূর্বপুরুষের আদি নিবাস হে, আমার ঠাকুর্দা বলে গ্রেট ব্রাহ্মণবাড়িয়া। হাওড়-বিল, শাপলা-শালুকের দেশ নাকি। তা হাওড় কী জিনিস আর শালুকই বা দেখতে কেমন বল দিকিনি? আমার দাদু অমন পাগল কেন?'

BanglaBook.org

'নস্টালজিয়া, নস্টালজিয়া.. ।'

'আমার দাদুটা বুঝি বুড়ো বয়েসে পাগল-টাগলই হয়ে যায় ।'

'ঢাকা শহরেও মানুষ যখন বুড়া হয়, গ্রামে ছুটে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে ।'

'নিউইয়র্ক-লন্ডন যারা গেছে, তারাও । এ কেমন ধরনের রোগ রে?'

অভিজিৎ বলল, 'তোমার তো খুড়ো বোঝবার কথা ।'

'আবার লেগেচিস আমার পিছু?'

তনুশ্রী মুচকি মুচকি হাসছে ।

'আমরা সালা যতই বলি ভুলে যাও, সে আরো বেশি বেশি করে বলবে । আমরা যদি বলি, কেন? তুমি না বাংলাদেশকে ঘৃণা কর? সে চুপ মেরে যাবে । একদিন আমাকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে বলল, চল একবার ঘুরে আসি । মরবার আগে শেষবারের মতো দেখে আসি । আমি বললাম, ভীমরতি রাখো । এখন দেখছি কথাটা বলে ঠিক করি নি রে । দাদু আমাকে কদিন ধরে হন্ট করছে রে । কী জানি টেঁসে গেল কি না!'

'কেন, চিঠিপত্র পাস না?'

'কলকাতা থেকে একটা চিঠি মস্কো এসে পৌছতে পৌছতে সাতবার মরা হয়ে যায় । সালার একখানা দেশ বানিয়েছে রুশীরা । গোটা দুনিয়া মডার্ন কম্যুনিকেশনে কোথায় পৌছে গেল.. ।'

'তুই যে বুড়ো হয়েছিস তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে.. ।'

'তুই সালা ঘটির বাচ্চা ঘটি, জন্মভূমির দাম কী বুঝবি?'

'জন্মভূমির দাম বুঝতে কিন্তু বুড়ো হতে হয় । সব যুবককে জিগেস করে দ্যাখ.. ওটা বুড়ো বয়েসেরই রোগ । এক কাজ কর দীপু, বাংলাদেশি কোনো মেয়েকে বিয়ে করে ওদেশে চলে যা ।'

'তাহলে আমার পূর্বপুরুষকে সে-দেশ ছাড়তে হয়েছিল কেন?'

'কেন, মুসলমান হয়ে যাবি!'

'তুই একটা ফাউল ।'

হে হে হে শব্দ করে অভিজিৎ হাসতে লাগল । দীপঙ্কর নিজের গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলল, 'যদি রেগুলারলি কুড়ি বছর কেউ মদ খায়, ষাট বছর বয়েসে তার নবযৌবন ফিরে আসে । মদ এমন জিনিস!'

'কিন্তু তোর যৌবন তো আর ফিরে এল না? বেশি করে খা, দ্যাখ মাথায় নবকেশরাজি গজায় কি না ।'

'সুবিধে করতে পারবি না অভি । আমি ক্ষেপছি না । তার চেয়ে বরং গল্প শোন একটা ।'

'এই অবস্থায় গল্প বলতে পারবি? বাজি ধরলাম, গল্পের খেই যদি হারিয়ে না ফেলিস.. ।'

'কী? কী হবে?'

BanglaBook.org

'আরো এক বোতল আনা হবে।'

'স্মিরনোফ্?'

'না, অত টাকা আমার নেই।'

'তাহলে কী?'

'মাস্কোভ্স্কায়া।'

'আচ্ছা, ওতেই চলবে। শোন তাহলে।... বনের ভিতরে কাঠ কাটার শব্দ। কোন দিক থেকে শব্দটা আসচে ইভান তা ঠিক ঠাহর করতে পারছে না। কারণ প্রতিধ্বনি আসচে চারদিক থেকেই। একটা দিক আন্দাজ করে সে এগিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেল গাছ ফাঁড়াই করছে একটা লোক। তার খালি গা, মেদহীন, পেশীবহুল সুঠাম শরীর। কিন্তু মুখ দেখে মনে হবে বয়েস আছে লোকটার। ইভান জিগ্যেস করলে, 'বয়েস কত হবে আপনার?'

'পঞ্চাশ।'

'এই বয়েসেও কী করে এমন স্বাস্থ্য ধরে রেখেচেন? মদ খান না নিশ্চয়ই?'

কাঠুরে হেসে বললে, 'আমাকে আর কী দেখছেন? ওদিকে যান, আমার বাবা কাঠ কাটছেন। দেখেন গিয়ে তার স্বাস্থ্য!'

এগিয়ে গেল ইভান। আগের মতোই দৃশ্য, কাঠ কাটছে একটি লোক। এরও শরীর-স্বাস্থ্য চমৎকার। কিন্তু এ-লোক যদি আগেরটার বাবা হয় তাহলে এর বয়েস নিশ্চয়ই সত্তর-আশি হবে। ইভান জিগ্যেস করলে, 'কত হবে আপনার বয়েস?'

'পচাত্তর।'

'বিস্ময়কর! এত বয়েসেও এমন স্বাস্থ্য কী করে ধরে রেখেচেন? মদ খান না নিশ্চয়ই?'

লোকটি হেসে বললে, 'আমাকে আর কী দেখছেন? ওদিকে যান, আমার বাবা কাঠ কাটছেন। দেখেন গিয়ে তার স্বাস্থ্য।'

সামনে এগিয়ে ইভান দেখতে পেল একই দৃশ্য। একটি লোক কাঠ কাটছে। এর স্বাস্থ্য আরো ভাল।

'কত বয়স আপনার?'

'একশ' পাঁচ!'

'দারুণ ব্যাপার! রহস্যটা কী বলুন তো দেখি মশাই? এমন স্বাস্থ্য আপনারা বাপ-বেটা-নাতি কিভাবে ধরে রেখেচেন? নিশ্চয়ই মদ খান না?'

এক গাল হেসে বৃদ্ধ এবার তার থলে থেকে রুসকায়া প্শিনিচনায়া ভদকার একটা বোতল বের করে ইভানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'এই যে!'

'ওরে সালা, এ তো মদের বিজ্ঞাপন। এতে খেই হারাবার কিছু নেই।'

'আমি জানতুম, কুঞ্জস অভিজিৎ একটা ছুঁতো বের করবেই। কিন্তু ক্ষেপছি না আমি, যত যাই হোক।... অ্যানসিয়েন্ট গ্রিসে কিন্তু মদ্যপান ছিল একটা রিলিজিয়াস ব্যাপার। চন্দ্রালোকিত রাতে পাহাড়ের মাথায় মদ পান করে নারী-পুরুষ একসঙ্গে

BanglaBook.org

সারারাত নাচগান করতে করতে রিলিজিয়াস একস্ট্যাসির চরমে পৌঁছে যেত। জানিস, মদ খেলে মানুষ মিথ্যে বলতে পারে না? ভান করতে পারে না? কারো ব্যাপারে যদি তোর মনে কনফিউশান জন্মে, যদি বুঝতে না পারিস সে তোকে কী চোখে দেখে, তার মনে তোর ব্যাপারে কোনো গোপন ঘৃণা আছে কি না, তাহলে সবচে' ভাল বুদ্ধি এক সন্ধ্যায় তাকে বেশ ভাল খাবার-দাবারের সঙ্গে মদ খাইয়ে দে। দেখবি তার মনের সব কথা ভুরভুর করে বেরিয়ে আসচে।'

তনুশ্রী বলল, 'জানা থাকল। এবার মদের প্রসঙ্গটা বাদ দেওয়া যায় না দীপু?'

'আলবৎ দেয়া যায়। তোরা কিছু বলচিস না বলেই না আমি বকবক করচি। বল হাবিব, কিছু বল। একদম ঝিম মেরে গেলি যে?'

অভিজিৎ বলল, 'তুমিই বল খুড়ো, আমাদের কিছু জ্ঞান দান কর। ইউনিভার্সিটিটা যে চোরাকারবারীদের দখলে চলে যাচ্ছে, আমাদের কী হবে? ওরা তো একেকটা রেড ডিপ্লোম এক হাজার ডলারে কিনতে পাচ্ছে। গাইডরা নিজে লিখে দিচ্ছে পিএইচডি থিসিস। আমরা যাব কোথায়?'

'তুই দেখছি সিরিয়াসলিই আমার কাছে জ্ঞান চাইছিস? কিন্তু তোর এসব নিয়ে চিন্তা কিসের?'

'না, ভেবে দ্যাখ দেশটা কী ছিল আর চোখের সামনে কী হয়ে গেল।'

'ও আমি আগেই জানতাম। একটা অ্যাবসার্ড, আর্টিফিসিয়াল সিস্টেম এরা দাঁড়া করিয়েছিল। এটা লম্বা সময় টিকতে পারে না। সত্তর বছর যে টিকল এ-ই ঢের। রাশিয়া ন্যাচারাল রিসোর্সে এত রিচ বলেই এটা সম্ভব হয়েচে। অন্য কোনো দেশ হলে দশ বছরও টিকত না।'

আমি বললাম, 'আরো কিছুদিন বোধহয় টিকত, যদি তোর-আমার মতো গরিব দেশের লাখ লাখ ছেলেমেয়েকে নিয়ে এসে এভাবে দুধ মাখন মদ খাইয়ে লেখাপড়া না করাত, দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে হার্ড কারেন্সিতে..।'

'সে আর কতটুকু? আর বিনা স্বার্থে তো আর করে নি এসব।'

'কী স্বার্থ?'

'তুই জানিস না? আমাকে বলে দিতে হবে?'

'আমি জানি সারা পৃথিবীর মানুষ সুখে থাকবে এমন একটা ব্যবস্থা কায়েম হোক এরা চেয়েছিল।'

'বড়োই সহজ-সরল!'

'তোর জটিল মতটা তাহলে শুনি?'

'এরা চেয়েছিল, গোটা পৃথিবী শাসন করবে। যেমন করেছে ইস্ট ইউরোপ, সেন্ট্রাল এশিয়ার দেশগুলোকে, খোদ জার্মানিরও অর্ধেকটাকে।'

'এটাও খুবই সহজ-সরল। মোটেই জটিল না।'

'কিন্তু এটাই সত্য। আর বড়ো সত্য হল, এরা ব্যর্থ হয়েচে। এবং আমার মতে সেটা ভালই হয়েচে। গোটা পৃথিবী ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে যেত যদি এরা..।'

BanglaBook.org

'গোটা পৃথিবী কি এখন ভয়াবহ ধনী?'

'সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে অনেক অনেক ধনী দেশ আছে। এখন বোধ হয় ইন্ডিয়াও এদের চেয়ে ধনী।'

'তাহলে তুই এদের দেশে বিনা পয়সায় পড়তে এলি যে?'

'তাতে হল টা কী?'

'আমেরিকা গেলি না কেন?'

'নিয়ে গেলেই যেতাম।'

'আমেরিকা এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার গরিব দেশগুলোর ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়ে পড়ায় না কেন?'

'ওদের শাসন-শোষণের পদ্ধতি ভিন্ন।'

'তাহলে ওরাও শোষণ করে?'

'আমি বলেছি নাকি যে করে না?'

'তাই তো মনে হল। সোভিয়েতের এই দুর্দশায় তুই..।'

'আমার কথার মানে ফলবে ভবিষ্যতে। ফোরসাইট না থাকলে বোঝা যাবে না। এদের ব্যবস্থাটা টেকবার নয়, এতদিন টিকে ছিল সেটাই ঢের। সোভিয়েত জনগণ বুদ্ধু বলে এটা তারা এতকাল সহ্য করেছে।'

'আমার তো মনে হয় ইন্ডিয়ার জনগণ খুব চালাক। সেদেশে যদি এমন ব্যবস্থা কায়েম হয় যে সব লোক মাংস, দুধ, মাখন পনির কিনে খেতে পারছে, বিনাখরচে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতে পারছে তাহলে দু'শো বছরেও তারা টু শব্দটি করবে না। দেশে পার্টি একটা না একশোটা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।'

'তুই আছিস মানুষের প্রিমিটিভ নিডগুলো নিয়ে, তোর পক্ষে বোঝা কঠিন।'

'হয়ত কঠিন। কিন্তু আমি বুঝি যে এই দেশে সাখারভদের সুবিধা হবে না। কোটি কোটি মানুষের কাছে মাত্র কয়েক শ সাখারভ আর সোলঝেনিৎসিনের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারটা তুচ্ছ।'

'তুই কেন মনে করিস, যারা সমাজতন্ত্রের কথা বলে কেবল তারাই মানব জাতির ভালো চায়, আর বাকিরা সব শয়তান?'

'এমন কথা আমি বলেছি নাকি?'

'তোর কথাবার্তা তো তাই মিন করে।'

'আর আর যারা মানব জাতির ভাল চায়, তারা হয়ত মনে মনে চায়। তারা কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারে নি। তারা শুধু বলে মানুষের মঙ্গল চাই। কী পদ্ধতিতে তারা তা করবে বলুক।'

'সো-কল্ড সোশ্যালিজম দিয়ে যে তা হবে না ইতিমধ্যে তা প্রমাণিত।'

'মোটেই না। সারা দুনিয়া মিলে উঠেপড়ে সমাজতন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করেছে। সমাজতন্ত্র করতেই দেওয়া হয় নি। সত্তর বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে থাকার জন্য গোটা পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য হয়েছে। জবরদস্ত পুলিশি

BanglaBook.org

রাষ্ট্র না হয়ে তার উপায় ছিল না। আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অস্ত্র বানানো ছাড়া তার কোনো গত্যন্তর ছিল না। আমেরিকা সারা বিশ্ব লুট করে অস্ত্র বানিয়েছে। আর এদেরকে তেল বেচে, কাঠ বেচে, সোনা বেচে, পরিমিত খেয়ে, বিলাসিতা ছেড়ে অস্ত্র প্রতিযোগিতার অর্থ জোগান দিতে হয়েছে। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করবে, না সমাজতন্ত্রকে বিকশিত করবে?'

'সমাজতন্ত্রের বিকাশ? হাঃ! সেন্ট্রালি কন্ট্রোলড ইকোনমির আর কোনো বিকাশ হয় না ইয়ার। এক সময় তা স্ট্যাগনেন্ট হয়ে পড়তে বাধ্য। যুদ্ধ-টুদ্ধ, বিশ্বের বিরোধিতা, ওসব কোনো কথা নয়। এদের আসল প্রব্লেমটা ছিল ইকোনমিতে। ইকোনমি ঠিক থাকলে সব ঠিক ছিল।'

'কিন্তু নীতির প্রশ্ন তুললে, সমাজতন্ত্রের স্বপ্নের কথা বললে..।'

'সমাজতন্ত্রই মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম দাওয়াই, এই তো বলতে চাস?'

'না, তাও না। বলতে চাই, কমিউনিস্টদের দোষ দেওয়ার কিছু নাই। বিদ্রূপ করার কিছু নাই। সমাজতন্ত্রের স্পিরিটটা খারাপ না। কিন্তু পুঁজিবাদের স্পিরিটটাই অশুভ।'

'এসব পুরোনো কথাবার্তা বলে লাভ নেই। শুভ-অশুভ যাই হোক ক্যাপিটালিজমটাই ন্যাচারাল।' বলল অভিজিৎ।

'এটাও নতুন কথা নয় অভিজিৎ।' যোগ দিল তনুশ্রী, 'ক্যাপিটালিজম বলে কোনো ইউনিফরম সিস্টেম নেই। ভারতেও ক্যাপিটালিজম, সৌদি আরবেও ক্যাপিটালিজম, আবার আমেরিকাতেও ক্যাপিটালিজম। কিন্তু তিন দেশের মানুষের জীবন-যাপন তিন রকমের।'

'কিন্তু মোড অফ প্রডাকশন তো একই। বণ্টনের ব্যবস্থাও তাই।'

'নতুন কথা বল্ অভি, পলিটিক্যাল ইকোনমির শিশুপাঠের দরকার নেই। হাবিবকে বল, যা ঘটছে তা ওর ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করেই ঘটে যাবে। আফসোস করে কোনো ফল হবে না। ইল্যুশনের টাইম পার হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'এখন তাহলে কিসের টাইম শুরু হল?'

'চুপচাপ দেখে যাওয়ার। তুমি-আমি কিছুই করতে পারব না ইয়ার।'

'তুই কোনো দিন কিছু করতে চেয়েছিস?'

'নাহ্! তুমি একাই শুধু জগতের ত্রাণকর্তা সাজতে চেয়েছ! পড়তে এসে তোমরা এখানে দলবাজি কর, তা তোদের লিডাররা এখন গেল কোথায়? কোথায় গেল তোদের কমরেডরা?'

তনুশ্রী মৃদু ধমকের সুরে বলল, 'বাদ দে। তোর তাতে কী?'

'তুই যে আজ বড়ো হাবিবের দিকে টানচিস?'

'পরচর্চার জায়গা এটা নয় দীপু!'

দীপঙ্কর ভদকার দ্বিতীয় বোতলটি খুলতে খুলতে বলল, 'গল্পগুজব মানেই পরচর্চা, ওতে কিছু হয় না। হাবিবের বিগ ব্রাদাররা তো আর মারতে আসচে না আমাদের!'

আমি বললাম, 'তাদের কানে গেলে আসতেও পারে। মানুষ মারার জন্যে এখন মস্কোতে লোক হায়ার করতে পাওয়া যায় জানিস?'

BanglaBook.org

'ভয় দেখাচ্ছিস? হে হে! দে, একটা সিগারেট দে দিকিনি!'

অভিজিৎ বারবার জিভ বের করে শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটো ভেজাবার চেষ্টা করছে। তাকে এখন আগের চেয়ে বেশি এলোমেলো, উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে। তনুশ্রীর সামনের প্লেট থেকে একটা আপেল তুলে নিয়ে হঠাৎ সে কচমচ করে চিবুতে শুরু করে দিল। দীপঙ্করকে পেয়ে বসেছে, ফরটি টু পার্সেন্ট অ্যালকোহলের ভদকায় এখন আর তার কিছু হচ্ছে-টচ্ছে না। মাঝে মাঝে ঢেকুর তুলে সে পান করে চলেছে, আর সিগারেট ফুঁকছে।

'আমার ঘরটাকে তোরা যে একটা শুঁড়িখানা বানিয়ে ফেললি! ভদ্রলোকেরা কখনো এভাবে মদ খায়?' তনুশ্রী বুঝি একটু বিরক্ত হয়ে বলল। দীপঙ্কর দাঁত কেলিয়ে হে হে করতে করতে বলল, 'আমরা কোনো অভদ্রতা করলাম নাকি রে? দ্যাখ, অভিজিৎ কেমন গুডবয়টি বনে গেছে। ও আজ জিভে শান দিতেই ভুলে গেছে। কি রে? আপেল কেন? আর টানবি না?'

'আমি তোর মতো আলকাশ (অ্যালকোহলিক) নাকি? মাত্রাজ্ঞান আছে আমার।'

'মাত্রাজ্ঞান আমারও আছে হে। তবে আমার মাত্রাটা একটু বেশিই, এক লিটার। এখনো শ'তিনেক গ্রাম বাকি আছে। কিন্তু এমন চুপচাপ মেরে গেলি কেন সবাই? তনু, একটা কবিতা শোনা।'

পাশ থেকে অভিজিৎ শুরু করল, 'কার চুল এলোমেলো, কী বা তাতে এলো গেল/ কার চোখে কত জল কে বা তা মাপে/ হৃদয় কি জং ধরে পুরনো খাপে?'

'বাহঃ বাহঃ কার চোখের জলের কথা মনে পড়ে গেল ভায়া?' দীপঙ্করের কথায় পাত্তা না দিয়ে অভিজিৎ চোখ বন্ধ করে জড়ানো গলায় বলে চলল, 'হাওয়া বয় শনশন তারারা কাঁপে/ হৃদয় কি জং ধরে পুরনো খাপে... জেনে কি বা প্রয়োজন অনেক দূরের বন/ রাঙা হল কুসুমে না বহ্নিতাপে/ হৃদয় কি জং ধরে পুরনো খাপে...'

'বাহঃ বাহঃ বেশ বেশ বেশ। শক্তি না? শক্তির কবিতা না? শক্তি ছিল আমার মতো, বাক্কাস আর কি, মদ ছাড়া আর.. আমি সালা কিছুই করতে পারলুম না জীবনে। ভেবেছিলাম ফিল্ম-টিল্ম বানাব। বানালে যে ভাল বানাব, তাতে কোনো ডাউট রাখিস নে তোরা। কিন্তু সালা সমাজতন্ত্র যে গেল, ফিল্ম ইনস্টিটিউটে এখন ভর্তি হতে গেলে নাকি লাগবে পাঁচ হাজার ডলার। সালারা ডলার চিনে ফেলেচে বুজলি?'

'ভ্যাজর ভ্যাজর করিস নে তো, বানিয়ে দেখা না? তারকোভস্কি হবে, সালা..!' অভিজিৎ দীপঙ্করের দিকে চেয়ে হঠাৎ ফোঁসফোঁস করতে লাগল।

'হে হে, ক্ষেপে গেলি যে বড়ো? আমি তোর পাকা ধানে মই দিলুম নাকি রে অভি?'

'চোপ্ সালা! তোকে আর আমার সহ্য হচ্ছে না।'

দীপঙ্কর এবার রেগে উঠল, 'সহ্য না হলে কথা বলিস নে।'

'তুই কথা বলিস নে সালা!'

তনুশ্রী একবার অভিজিতের একবার দীপঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বলে উঠল, 'কী হচ্ছে? এই, হলটা কী তোদের?'

BanglaBook.org

'ও একটা নোংরা, ইতর। ওকে তোর রুমে আসতে বারণ করে দে তনু!' অভিজিৎকে এখন উন্মাদের মতো দেখাচ্ছে।

'দ্যাখ দ্যাখ, সালা অকারণে ক্ষেপেছে। মাতাল হয়েচিস?'

'তুই মাতাল, তোর বাপ মাতাল, সালা তোর চোদ্দ গাষ্ঠী মাতাল!'

দীপঙ্কর আমার দিকে চেয়ে বলল, 'কাণ্ড দ্যাখ দিকিনি? কী করতে ইচ্ছে করে এখন?'

'ব্যাপারটা কী?' আমি দীপঙ্করকে শুধালাম।

'আমারও তো সেই প্রশ্ন!'

'রাত হয়েছে। এখন রুমমেট চলে আসবে। তোরা এবার আয়।' গম্ভীরভাবে বলল তনুশ্রী।

আমি বললাম, 'সেই ভাল।'

কিন্তু অভিজিৎ ডিভান থেকে উঠতে পারল না। তাকে ধরে ধরে লিফটের কাছে নিয়ে যেতে হল। যেতে যেতে আমি ফিসফিস করে দীপঙ্করকে আবার শুধালাম, 'ব্যাপারটা কী রে?'

'নেহি মালুম ইয়ার।' বিরক্ত হয়ে জবাব দিল সে।

লিফট নিচের দিকে নামা শুরু করতেই চৌ করে শরীরটা টলে উঠল একবার। গভীর করে একটা নিশ্বাস টেনে নিলাম। না, ঠিক আছে। চারশ' গ্রামের বেশি তো পেটে যায় নি। সব দীপঙ্কর একাই খেয়েছে। অভিজিৎ লিফটের দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজে ঢুলছে। দীপঙ্কর দিব্যি সিগারেট ফুঁকছে।

রাস্তায় নেমে মনে হল সারা শরীরের শিরা-উপশিরা বেয়ে প্রচণ্ড বেগে রক্ত ছুটোছুটি করছে। আমার এখন দৌড় তে ইচ্ছে করছে। সাগরের মাছ ছোট্ট অ্যাকুরিয়ামের মধ্যে ছুটোছুটি করতে গিয়ে যেমন বারেবারে এ-দেয়াল ও-দেয়ালে ধাক্কা খায় আমারও যে তেমনি অবস্থা। আমার এখন একটা খোলা মাঠ দরকার, সীমা-পরিসীমাহীন উন্মুক্ত প্রান্তর।... অভিজিৎ দীপঙ্কর যে যার হস্টেলের দিকে চলে গেল। আমি ছুটলাম আমার হস্টেলের দিকে। বেশ বাতাস বইছে। বনের ভিতর থেকে পাতার শব্দ ভেসে আসছে।

আমার হস্টেলের গেটে আট-দশ জন বাঙালি চেহারার লোকের একটা জটলা। কথা কানে এলে বুঝলাম বাঙালিই বটে। এরা আবার কে? কোত্থেকে এল? একজন আমাকে দেখে বলল, 'ভাই বাঙালি নাকি?'

'হাঁ, আপনারা কারা?'

'মুক্তাদির সায়েবকে চিনেন? এই হস্টেলেই থাকে না?'

'চিনি কেন, কী হয়েছে?

সবাই গোল হয়ে ঘিরে ধরল আমাকে, যেন গিলে খাবে। একজন বলল, 'তারে আমরা খুঁজতেছি ভাই। কিন্তু লোকটা দেখা দিচ্ছে না।'

'কী দরকার তার কাছে?'

BanglaBook.org

'আর বইলেন না ভাই। আমরা তার কাছে টাকা পাই।'

'আপনারা কারা?'

ফুর্তিবাজ ধরনের একজন ইয়ার্কি মেরে বলল, 'আমরা আদম। আপনাদের মুক্তাদির সায়েব আমাদের ব্যাপারী।'

পাশ থেকে আরেকজন বলল, 'আমাদের বিশ জনার কাছ থেকে দেড় হাজার ডলার করে নিছে জার্মানি পাঠাবে বলে।'

'ভাল কাজ করেছে।' আমি হস্টেলে ঢুকতে যাব, জনা তিনেক সামনে এসে একবারে পথ রোধ করে দাঁড়াল, যেন আমিই সানোয়ার সাহেব।

কিন্তু যে কথা বলল তার কণ্ঠে মিনতি, ' ভাই, ভাই, একটা উপকার করেন ভাই। আমরা খবর পাইছি মুক্তাদির সায়েব এখন হস্টেলে আছে। তারে একটু ডাইকা দ্যান ভাই। রুসকি কইতে পারি না। গেটম্যান ঢুকবার দিতাছে না।'

'মাফ চাই। ভদ্রলোক ফ্যামেলি নিয়ে থাকে। এখন বাজে রাত বারোটা। আপনারা কাল দিনের বেলা আসেন। তখন ঢুকতে দিবে।'

'দিনের বেলা তারে পাওয়াই যায় না ভাই। পাঁচ দিন যাবত ঘুরতেয়াছি। একটু উপকার করেন ভাইজান।'

'দেখি উনি আছে কিনা।' বলে হস্টেলে ঢুকে পড়লাম। শালাকে এখন আমি ডাকতে যাই, না? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের রুশ ভাষার লেকচারার আবদুল মুক্তাদির বছর খানেক হল পিএইচডি করতে এসেছে। এই তার পিএইচডি করা! মাস তিনেক আগে আবার বউ-বাচ্চাকেও নিয়ে এসেছে। শালা কামাচ্ছে ভালই।

আমি থাকি তিনতলায়। সে আমার উপরে, পাঁচ তলায়। কিন্তু তার ঘরে আমি যাই না। মাঝেমধ্যে সিড়িঁতে দেখা হয়। সালাম দিতে হয়, হাজার হোক প্রফেসর মানুষ। আদমরা তাকে ধরতে এসেছে বলে এখন আমি তাকে ডাকতে যাব-আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই!

তিনতলায় উঠে দেখি করিডরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে সিয়েরালিওনের ছেলে পল আর তার বউ কাদি। কাদি দু'হাতের দশটি আঙ্গুলের নখ উদ্যত করে পলকে দাবড়ে বেড়াচ্ছে আর পল গলার ভিতরে অদ্ভুত কুঁইকুঁই শব্দ করতে করতে ছুটোছুটি করছে। ব্যাপার কী কেউ জানে না। আমার পাশের ঘর থেকে কঙ্গোর রিশার দরজা দিয়ে মাথা বের করে তাকিয়ে মজা দেখছে। তার বিপরীত দিকের ঘর থেকে দিল্লির প্রবীন মিশরা বেরিয়ে কোমরে হাত দিয়ে হা করে দেখছে পল আর কাদির দৌড়াদৌড়ি। আমাকে দেখে সে 'কেয়া হুয়া ইয়ার?' বলে ভ্রূ কোঁচকাতে লাগল। করিডরের শেষ প্রান্তের ঘর থেকে সামুয়েল বের হয়ে তোতলাচ্ছে, 'পল, পল, হোয়াট হ্যাপেন্ড ? হোয়াটস্ দ ম্যাটার?' পল দৌড়াচ্ছে আর গলার ভিতরে অদ্ভুত কো কো শব্দ করে হাসছে। দাপাতে দাপাতে কাদি এক সময় করিডরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে কান্না জুড়ে দিল। পল তার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁটুতে দু'হাত রেখে কাদির

BanglaBook.org

দিকে ঝুঁকে কো কো শব্দ করে হাসতে লাগল। কাদি ফোঁস করে জ্বলে উঠে দু'হাতের সবকটা আঙ্গুল বাগিয়ে পলকে খামচে ধরতে চাইছে আর মুহূর্তে পল মুখটা পেছনে সরিয়ে নিয়ে খ্যা খ্যা করে হেসে উঠছে। এক সময় কাদি ব্যর্থ হয়ে মেঝেতে পা আছড়াতে শুরু করলে সামুয়েল এসে পলকে জাপটে ধরল, 'স্টুপিড, হোয়াই আইউ টমেন্টিং হা? হোয়াট হ্যাপেন্ডুইদিউ?'

'কাদি লস্ট হা বেইবি, হা হা কাদি লস্ট হা বেইবি!'

'ঠু মাচ ম্যান, ইট্স ঠু মাচ!' বলে ভয়ানক বিরক্ত মুখে সামুয়েল ছেড়ে দিল পলকে। তখন প্রবীণের পাশের ঘর থেকে বব মাথা বের করে কাদির দিকে চেয়ে ডাক দিল, 'কোম হিয়া, কাদি, এনৌফ উইথ পলস্ ফান!'

কাদি তীর বেগে ছুটে গিয়ে ববের বুকে দমাদম কিল বসাতে বসাতে কেঁদে উঠল আর বব 'কাম ডাউন, কাম ডাউন' বলে তার পিঠে হাত বুলাতে লাগল। মুহূর্ত পরে কাদি ববের ঘরে ঢুকে নিজের বাচ্চাটাকে যক্ষের ধনের মতো করে বুকের মধ্যে নিয়ে বেরিয়ে এল। ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। পল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল।

'এ ক্যায়সা মজাক ইয়ার? পলকা দেমাক খারাব হুয়া তো নেহি?' অবাক হয়ে বলল প্রবীণ মিশরা।

এই নিয়ে তিনবার। পল তার চার মাসের ছেলেটাকে নিয়ে কাদির সঙ্গে যে লুকোচুরি খেলে তাতে গোটা ফ্লোরের সবাইকে সে এভাবে জড়ায়। যেন সে এই লুকোচুরি খেলার মজাটা একা উপভোগ করে মজা পায় না। পল পড়ে ইতিহাসে, থার্ড ইয়ারে। মুষ্ঠিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর মতো তার ফিগার, প্রচণ্ড ইয়ার্কিবাজ। কোনো দিন আমরা তাকে রাগতে দেখি নি। সবার সঙ্গে সে কেবল ইয়ার্কিই করে বেড়ায়। বত্রিশটা দাঁত বার করে হাসে আর শুধু মিথ্যে কথা বলে। কেউ বাইরে থেকে ফিরলে করিডরে তার সঙ্গে দেখা হলেই সে বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলবে, 'তোর কাছে একটা মেয়ে এসেছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেল। বলল, তার পেটে তোর বাচ্চা।' অবশ্য এই কথা ফ্লোরের প্রায় প্রত্যেককেই সে ইতিমধ্যে এতবার বলেছে যে, কেউ আর কোনো মজা পায় না।

ঘরে ঢুকে কাপড়চোপড় বদলে টেলিভিশন চালু করে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি, তখন দরজায় টোকা, সঙ্গে খাস নোয়াখালীর ভাষায় হাঁক, 'রহমান, হাবিবুর রহমান আছ নি?'

দরজা খুলে দেখি বাবর আর অলক। 'কী আছে ফ্রিজে বাইর কর। ক্ষিদায় মারা গেলাম দোস্ত।' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে বাবর ফ্রিজ খুলল। অলক বলল, 'অনিমেষ শালা গেছে কই? বাসা ভাড়া নিছে নাকি শুনলাম?'

'কিসসু নাই, হালার ফুত রান্দর নাই? কই আজান মাইরা আইচ্চস?'

'অনিমেষ আমার নামে আকথা-কুকথা বলে বেড়াচ্ছে, বুঝলি হাবিব? ওরে বলিস ওর কপালে কিন্তু দুঃখ ঘটামু। কমরেডগিরি মারায় না?'

অলকের কথার জবাবে জিগ্যেস করি, 'কেন, কী হইছে?'

BanglaBook.org

'আরে শালা ফাউল একটা। আখতার ভাইরে কইছে আমি নাকি তার নামে বদনাম রটাচ্ছি।'

'কার নামে?'

'আখতার ভাইয়ের নামে, আবার কার নামে?'

'কী রকম বদনাম? আমরা তো শুনি নি?'

'শালা তুমিও চালাকি মারাও? অনিমেষের সাথে থাকলে মানুষ আর ভাল থাকে না রে বাবর!'

'শালা খুলে ক, কী হইছে?'

'সত্যি করে বল দেখি, তুই জানিস না? অনিমেষ তোরে কয় নি?'

'কী?'

'আবার চালাকি?''

'মেজাজটা বিগড়ে দেস না, বল কী ঘটনা।'

অলক বাবরের দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'বাবর তুই বল। কমরেড হাবিবুর রহমানরে খবরটা দে।'

বাবর রেগে ওঠে, 'তয় হইছেডা কী কইতে পারস না? অত ঢঙ করস ক্যান?'

গলার ভিতরে শব্দ রেখে জোকারের মতো হাসে অলক, 'আখতার ভাই হজ করতে গেছে, হে হে!'

'তয় আমার চ্যাং হইছে' বলে বাবর আমার দিকে চেয়ে বলল, 'ক্ষিদা লাগছে দোস্ত।' কিন্তু তার কথা আমার কানে ঢুকল না। আখতার ভাই হজে গেছে, মানে আমাদের এখানকার বিগ ব্রাদার মহান কমরেড আখতারুর রহমান বাণিজ্য করতে সিঙ্গাপুর গেছে! এ তো একটা বিরাট খবর। এর মানে মস্কোতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চূড়ান্ত পতন সম্পন্ন হল? আমাদের আর গোপনে পার্টির মিটিং করতে হবে না? আর কোনো দিন নয়? অনেক দিন ধরেই অবশ্য করতে হচ্ছে না। কিন্তু কোনো একদিন যে হঠাৎ করে আবার যে-কজন বাকি আছে তাদের নিয়ে বসার ডাক আসবে এই আশাটা ছিল মনে মনে।.. আখতার ভাই এরপর আমাদের আবার মুখ দেখাবে কেমন করে? না, এ আর এমন গুরুতর কী যে মুখ দেখাতে পারবে না? মুখ সে ঠিকই দেখাতে পারবে। তবে একটুও কি লাল হয়ে যাবে না? হ্যাঁ, তার মুখ লজ্জা পেলে লাল হয়ে ওঠার মতোই ফর্শা। রুশীদের মতো না হলেও জর্জিয়ানদের মতো। আর কার্ল মার্কসের মতো দাড়িটা? ওটা কী করবে? কেটে ফেলবে? ফ্রেঞ্চ কাট দেবে এবার? ঠোঁটে এবার উঠবে সোনার পাইপ? বিএমডব্লিউ না মার্সিডিস হাঁকাবে এবার? হায় রে, দু'বছরও হয় নি আমরা চাঁদা তুলে তার জন্য এরোফ্লতের টিকিট কেনার বন্দোবস্ত করেছিলাম, নইলে অসুস্থ বাবাকে দেখতে দেশে যাওয়া হত না তার। শুধু চাঁদা নয়, আমরা তার জন্যে ন্যাপ থেকে আসা ছেলেদের সঙ্গে মারপিট করতেও উৎসাহী ছিলাম। এখানকার বাংলাদেশ ছাত্র সংগঠনে সিপিবি, ছাত্র ইউনিয়ন থেকে আসা ছেলেমেয়েদের প্রাধান্য ছিল আর আখতার ভাই ছিল আমাদের বিগ ব্রাদার,

BanglaBook.org

নেতা। ন্যাপের ছেলেরা বলল, সে কেন ছাত্র সংগঠনের মিটিঙে আসবে? সে তো ছাত্র নয়। আমরা বললাম মানুষ সারাজীবন ছাত্র থাকে না। আখতারুর রহমান গবেষক, পিএইচডি করছেন। তারা চ্যালেঞ্জ করে বসল। আমরা বললাম, যদি তারা প্রমাণ দিতে পারে যে আখতারুর রহমান ছাত্র নয় তা হলে আমরা লেখাপড়া ছেড়েছুড়ে দেশে চলে যাব। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে জানতে চাওয়া হল। তারা জানাল, আখতারুর রহমান ছাত্র নন, পিএচডি গবেষকও নন। রুশী বিয়ে করেছেন বলে এদেশে থাকার বৈধ অধিকার পেয়েছেন মাত্র, এর বেশি কিছু নয়। আমাদের মুখ চুন! কিন্তু আমরা কেউ কোনো প্রতিবাদ করলাম না। আখতারুর রহমান আমাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে এরকম কথা কারো মুখ থেকে বেরুল না, বা কেউ মনে মনেও তা নিয়ে ভাবল না। আমরা বরং তার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে নানা রকম ফন্দিফিকির করতে লাগলাম। আমরা আমাদের প্রতিপক্ষ দলের শিরোমণিদের একজন সন্দীপ ব্যানার্জিকে অসম্ভব ধূর্ত আর কূটকৌশলী বলে ঘৃণা করতাম। কারণ ছিল। তিনি এসেছিলেন সিপিবিরই বৃত্তি নিয়ে। দেশেও তিনি সিপিবির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কিন্তু এখানে আসার কিছুদিন পরেই তিনি আমাদের বিরুদ্ধ শিবিরে চলে যান। আমরা জুনিয়ররা অবশ্য জানি না কী কারণে ঘটেছিল তার এই পক্ষত্যাগ। পরে শুনেছি, আখতার ভাইয়ের সঙ্গে তার নেতৃত্বের লড়াই চলেছিল। না পেরে পক্ষত্যাগ। যাই হোক, আখতার ভাই সম্পর্কে গোপন তথ্যটা ফাঁস হয়ে যাবার পরে সন্দীপ ব্যানার্জির ওপর আমাদের ক্রোধ জ্বলে উঠল। আমাদের এরকম ধারণা দেয়া হল যে সন্দীপ বেটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কেরাণীদের ঘুষ দিয়ে জেনে নিয়েছিল আখতার ভাইয়ের নাম পিএইচডি গবেষকদের খাতায় নেই। সে-বেটাই আমাদের নেতার এতবড়ো অপমানের হোতা। সুতরাং তাকে উচিত শাস্তি দিতে হবে। আমাদের একজন এক অভিনব ষড়যন্ত্র ফেঁদে বসল। সিদ্ধান্ত হল প্রতিদিন আমরা পনের থেকে বিশ জন করে যাব সন্দীপ দা'র রুমে। এক সঙ্গে নয়, একে একে। সবাই তাকে জিগ্যেস করব, দাদা আপনার মাথায় নাকি গণ্ডগোল শুরু হয়েছে? আমরা পরদিন থেকেই তাই করতে শুরু করলাম এবং প্রচার হতে লাগল সন্দীপ দা পাগল হয়ে গেছে, ল্যাংটা হয়ে বরফের মধ্যে মস্কোর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই গুজব সারা মস্কো শহরের বাঙালি সমাজে রাষ্ট্র হয়ে গেল। সন্দীপ দা'র পক্ষের ছেলেমেয়েরাও তার ঘরে ছুটতে শুরু করে দিল দলে দলে।

আখতারুর রহমানকে ভালবেসে, বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে আমরা করি নি হেন কাজ নেই। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল, আখতার ভাই যদি মাইনাস থার্টি ডিগ্রি ঠাণ্ডায় খোলা আকাশের নিচে বরফের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে বলতেন, কোনো প্রশ্ন না করে, কোনো কারণ জানতে না চেয়ে তারা তাই করতে রাজি ছিল। তা করে তারা ধন্য হত, নিজেকে সার্থক ভাবত, আদর্শ কমিউনিস্ট ভেবে আনন্দ পেত।

'হাবিব দোস্ত, ক্ষিদা লাগছে। চল রান্দি।' বলতে বলতে বাবর ডিপ ফ্রিজের কপাট খুলল।

BanglaBook.org

অলক বলল, 'এত রাতে রান্দাবাড়া করা যাবে না রে। চল যাই কোথাও আজান মাইরা আসি। তুই খাবি না হাবিব?'

'আমি খাইছি, তোরা রান্না করতে চাইলে করতে পারিস। মুরগি আছে।' আমি বললাম।

'না না। এত রাত্রে রান্দাবাড়া করা যাবে না। চল কোথাও গিয়া আজান মাইরা আসি।' বলে অলক বাবরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।...

'ভাইসব, এবার আপনাদের সামনে বক্তৃতা করবেন স্বনামধন্য চিকিৎসক, দিনাজপুরের কৃতি সন্তান, কমরেড ডাক্তার তবিবুর রহমানের সুযোগ্য পুত্র, সদ্য রাশিয়াফেরত কমরেড হাবিবুর রহমান।'

'নাই হাবিবুর রহমান!'

'ক্যা? কোন্টে গেল?'

'মারা গেছে।'

মিছিল মিছিল। মৌন মানুষেল দল সারি ধরে নগ্নপদে কালো রাস্তা ধরে চলেছে। কে মারা গেল? কার লাশ যায় বাহে? জিভাগো, ডাক্তার জিভাগো। আরে না, কোন্টে তুই লাশ দেখলু? মানুষ দল ধরে লেনিনের ম্যুসোলিয়ামে যাচ্ছে। লেনিন জেগে উঠে বসেছে। এখন একটা ভাষণ হবে।

'ল্যুদি মায়ি, (হে আমার জনগণ) উঠে দাঁড়াও! বিদ্রোহ কর কমিউনিস্ট নমেনক্লাতুরার বিরুদ্ধে! ভেঙে ফেল আপারাৎচিকদের শোষণের শৃঙ্খল। ভেঙে ফেল আমার মনুমেন্টগুলো। খুলে ফেল পার্টি লিডারদের ভণ্ডামীর লেবাস।'

'কী রে, কী কয়?'

'ঠিকি কয়।'

'এই সমাজতন্ত্র সেই সমাজতন্ত্র লয় ভাইধন! এডাক্ কয় ইস্টেট ক্যাপিটালিজম, তার উপর পুলিশি রাষ্ট্র..।'

'তাও হয় না। মানুষে কাজকাম করে না।'

'তার মানে এতদিনেও বুঝা গেল না, সমাজতন্ত্র ভাল না খারাপ?'

'আর সন্দে নাই যে খারাপ।'

'ঐ দ্যাখ দ্যাখ, ওডা কে আস্‌লো!'

'ভাইসব, এটা নকল লেনিন। কুলাঙ্গার মিশা লেনিন সেজেছে।'

'স্ত্রেলাইতে ইভো, কামু গাভারিউ? স্ত্রেলাইতে!' (গুলি করো ওকে। বলছি কাকে, গুলি করো!)

ঠা ঠা ঠা... স্তালিন ভূপাতিত। তাঁর হাতের পাইপটি রেড স্কোয়ারের কালো পাথরের মেঝেতে পড়ে লাফাতে লাফাতে ঠক ঠক করে বাজতে লাগল।

মাঝরাতে কে আবার এল দরজা ঠকঠকাতে?

BanglaBook.org

'ক্তো তাম (কে ওখানে?)?'

'নিম্নোশ্কা আৎক্রোই দ্রুগ্ (একটু খোল বন্ধু)।'

দাঁত বার করে আমার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আজিজ মোহাম্মদ, আমার ঠিক বিপরীত দিকের রুমে থাকে। অনিমেষের ক্লাসমেট। রুমে সে একাই থাকে। ওর রুশ রুমমেট থাকে শহরে। আজিজ আফগানিস্তানের ছেলে। ঠিক ছেলে নয়, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কম হবে না। মুজাহিদদের সঙ্গে যুদ্ধটুদ্ধ করে মস্কো এসেছে পড়তে। পড়ে কিসের ছাই, খালি মদ খায় আর হিন্দি গান গায়। আমাদের ঘরে ছাত্র সংগঠনের একটা হারমোনিয়াম আছে। সেটা নিয়ে গিয়ে বাজায় আর গান গায়। অনিমেষ তাকে বাংলা গান শিখিয়েছে। খুব দরদ দিয়ে কেঁদে কেঁদে গায়, আমি বন্দী কারাগারে..। আজিজ ইদানীং ডলার কেনাবেচা করে। একটা রুশ মেয়ে আসে ওর কাছে। ওর চেয়ে প্রায় বিঘত খানেক লম্বা রান বের-করা স্কার্ট পরে আর বুক চিতিয়ে হাঁটে। আজিজের ডলার ব্যবসার টাকা সে মদ খেয়ে আর সিগারেট ফুঁকে উড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ওরা দু'জন মদ খেয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে ধ্বস্তাধ্বস্তি, মারামারি করে। জিনিশপত্র আছড়ানো, গ্লাস-প্লেট ভাঙার শব্দ শুনতে শুনতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

'অনিমেষ নাই?'

'না, কেন?'

'একটু দরকার ছিল।'

'এলে বলব।'

'তোদের ঘরে চা আছে?'

এটাই আজিজের আসল দরকারের কথা। আমিরা রাশিয়ার ঘাসের মতো চা খাই না। বাংলাদেশি চা আমাদের ঘরে থাকে আজিজ সেটা জানে। আর অনিমেষ তাকে চা দিয়ে দিয়ে লোভ ধরিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ওর বান্ধবীটা আমাদের চায়ের খুব ভক্ত। বান্ধবীর জন্যেই আজিজ চা চাইতে আসে। আমি আজিজকে কয়েক চামচ চা পাতি দিলাম। নিয়ে ও চলে গেল। আধঘণ্টা যায় নি, এর মধ্যে আবার দরজায় টোকা। আবার আজিজ মোহাম্মদ।

'কী ব্যাপার?'

'একটু আয়।'

'কোথায়?'

'আমার ঘরে।'

'কেন?'

'আয় না!'

আজিজের ঘরে ওর বান্ধবীর পাশে আরেকটি রুশ মেয়ে বসে আছে। বেশ সুন্দরী, বয়স কম। আমার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়ে আজিজের বান্ধবীটি বলল, 'এতা লিয়েনা, মাইয়া পাদরুগা, আ এতা খাবিব ইজ বান্গ্লাদেশ, নাশ সাসেদ (এটা আমার বান্ধবী লিয়েনা, আর এটা আমাদের প্রতিবেশী , বাংলাদেশের হাবিব।)।'

BanglaBook.org

'প্রিভিয়েৎ!'

'প্রিভিয়েৎ!'

আজিজ গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল। আমার ভাল লাগল না, যেচে পড়ে এরকম আতিথেয়তার কোনো মানে হয় না। আজিজ অনিমেষের ক্লাসমেট, আমার সঙ্গে এমন খাতির নয় যে তার সঙ্গে বসে মদ খেতে হবে। আমরা সাধারণত মদ খাই দল বেঁধে, দেশি বন্ধুদের সঙ্গে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি যাই আজিজ, শরীরটা ভাল নাই।'

হা হা করে উঠল আজিজের বান্ধবী, 'সে কী? একটা মেয়ের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিলাম আর তুমি এখনই চলে যাবে?'

লিয়েনা সুন্দরী ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'এতা নি প্রিলিচ্না (এটা ভদ্র আচরণ নয়)!'

'আসলেই আজ আমার শরীর খারাপ। আরেকদিন হবে।' বলে আমি আর দেরি করলাম না। আজিজ অপ্রস্তুত হয়ে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি বেরিয়ে এলাম। করিডরে পল তার ঘরের দরজায় ধাক্কা মেরে মেরে চিৎকার করছে, 'কাদি, ওপ্ন দ্য ফাকিং ডোর, অর আয়েম গোয়িং টু রাশান গার্লস!'

গভীর রাতে আবার দরজায় টোকা। আবার আজিজ।

'অনিমেষ ফিরেছে?'

'না, কেন?'

'হাবিব, তুই রুমে একা?'

'হুঁ, কেন?'

'কিছুক্ষণের জন্য লিয়েনাকে একটু বসতে দিবি?'

'উহুঁ, অনিমেষ চলে আসবে।'

'আসে নি যখন, এত রাতে আর আসবে না।'

'না আসবে।'

'এলে আমাকে ডাক দিবি।'

'না আজিজ, আমি অসুস্থ, ঘুমাচ্ছি। মাফ কর।'

আজিজ মুখটা বেজার করে চলে গেল। আমি বিরক্ত হয়ে জোরে শব্দ করে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আর এল না। খানিক পরে টয়লেটে যাবার জন্য বেরিয়েছি, দেখলাম আজিজের ঘর থেকে একটা খালি বোতল হাতে বেরুল পল। পানি আনতে যাচ্ছে। বললাম, 'কাদিকে বলে দেব পল, ঠ্যাঙাবে তোকে।'

পল হেসে বলল, 'কাদি লাভ্স মি ঠু মাচ। শি ওন্ট সে এনিথিং।'

'ইউ আর রিয়েলি এ বাস্টার্ড, পল!'

'ইয়েস, আই অ্যাম!'

আর ঘুম এল না। তনুশ্রীর ঘরে গিয়েছিলাম একটা আশা নিয়ে কিছু একটা বলবে সে। নিশ্চয়ই তার কিছু বলার আছে আমাকে। নইলে এতদিন পরে হঠাৎ করে সে আমার ঘরে আর্বিভূত হল কেন ? কেন সারাদিন অমন অদ্ভুত দুর্বোধ্য আচরণ করল? কিন্তু ওর ঘরে গিয়ে তো আর ওকে তেমন অস্বাভাবিক মনে হল না! যেন

BanglaBook.org

কোথাও কিছু হয় নি। যেন সবকিছু আগের মতোই ঠিকঠাক আছে। অভিজিৎ আর দীপঙ্কর ছিল বলে? কিন্তু আমাকেই যদি কিছু বলবে, তাহলে কেন অভিজিৎ আর দীপঙ্করকে আসতে বলেছে? নাকি ওটা ছিল নেহায়েত জন্মদিনের দাওয়াত? কিন্তু তনুশ্রী তো ওর জন্মদিনে আমাকে আগে কখনো দাওয়াত করে নি!

না, আমি নিশ্চিত জানি, তনুশ্রী কিছু বলতে চায় আমাকে।

কিন্তু আমার অবস্থাটা কী? আমি কেন এমন করছি? এত উতলা হচ্ছি? আমি কি ওর প্রেমে পড়ে গেলাম? এতদিন পর? হঠাৎ করেই? শুধু সে নিজে থেকে আমার ঘরে এল বলেই?

না, তনুশ্রীর প্রেমে পড়বার কথা কখনো আমার মনেই আসে নি। সে আমার ভালো বন্ধু, আমার একমাত্র বাঙালি ক্লাসমেট। এক ভাষায় কথা বলি বলেই ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ক্লাসের আর সকলের চেয়ে আলাদা। কিন্তু সেটা প্রেমের সম্পর্ক নয়। তনুশ্রীর সঙ্গে প্রেম হওয়া প্রায় অসম্ভব। না, সম্ভব কি অসম্ভব এই প্রশ্নই আমার মনে কখনো জাগে নি। সে মোটামুটি সুন্দরী, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা মানেই প্রেম বা অনুরাগ এরকম কথাও আমি আগে কখনো ভাবি নি। সৌন্দর্য, রূপ, রমণীয়তা — এসব কিছু নয়, তনুশ্রীর যে-জিনিশটা সবচেয়ে আগে চোখে পড়বে তা হল তার ব্যক্তিত্ব, তার গাম্ভীর্য। তার ফর্শা মুখমণ্ডলে যে-নাকটা খাড়া হয়ে থাকে তা শুধু আক্ষরিক অর্থেই উঁচু নয়, বাংলা ভাষায় 'নাক-উঁচু' কথাটার যে-আরো-একটা অর্থ চালু আছে সেটাই বরং তার বেলায় বেশি করে খাটে। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। যায়-আসে না বলার মধ্যে যে-এক ধরনের খেদ প্রকাশ পায় আমি কিন্তু সে-অর্থে কথাটা বলি না। আসলে তনুশ্রীর অহঙ্কারী ভাবটা আমার জন্য পীড়াদায়ক কিছু নয়, কারণ সেটা তার পক্ষে বেমানান বলে আমার মনে হয় না। মনে হয় এটা তার পক্ষে স্বাভাবিক। ময়ূরকে যেমন অহঙ্কারী দেখায় কিন্তু তাতে মনে কোনো বিরূপ ভাব জাগে না, এও ঠিক তেমনি। তনুশ্রীর উচ্চ ব্যক্তিত্ব বা তার অহঙ্কার কখনো উগ্রভাবে প্রকাশিত হয় না। অন্তত আমার চোখে তা ধরা পড়ে না। আসলে আমার সঙ্গে ওর যা কারবার তাতে এসব নিয়ে আমার কখনো ভাবনা-চিন্তা করার প্রয়োজন হয় নি। সে কলকাতার এক বনেদি ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে আর আমি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের এক ছোট্ট জেলা শহরের একজন মধ্যবিত্ত ডাক্তারের ছেলে। কিন্তু এই দুই পরিচয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, দ্বন্দ্বের অজুহাত পর্যন্ত নেই। এক ক্লাসে পড়ি, শিক্ষা-দীক্ষায়, চিন্তাভাবনায়-আদর্শে-মূল্যবোধে দু'জনে অভিন্নহৃদয় না হলেও পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করি। পারিবারিক ইতিহাস, বংশমর্যাদা ইত্যাদি এখানে কোনো বিষয় নয়। বন্ধুত্বের জন্য এসবের দরকার করে না। যেটার জন্যে করে, অর্থাৎ প্রেম বা বিয়ে — সেটার কথা আমাদের ব্যাপারে উঠছে না, ওঠে নি কখনো। আমি তনুশ্রীর পাণি প্রার্থনা করতে যাচ্ছি না, কেবল তার সঙ্গ আমার ভাল লাগে। তার সঙ্গে কথা বলে আমি আনন্দ পাই। সেও আমার সঙ্গ পছন্দ করে। জানি না, কখনো মনেই জাগে নি, তনুশ্রী জাত্যাভিমানী কি না। হলে হতেও পারে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার গুণে সে যে কালটিভেটেড হয়ে

BanglaBook.org

উঠেছে তাতে তার জাত্যাভিমান চাপা পড়ে গিয়েছে। তার অহঙ্কারী ভাবটা যদি আদৌ অহঙ্কার হয় তাহলে সেটা নিশ্চয়ই তার মেধা আর শিক্ষা-দীক্ষার অহঙ্কার। আমি মনে করি এটা মানুষের স্বাভাবিক আত্মমর্যাদাবোধ। তার আচার-ব্যবহারের মার্জিত রূপটার ভিতরে কতটা আন্তরিকতা থাকে এ প্রশ্ন অবান্তর, তা যে আমার উপভোগ্য সেটাই বড়ো কথা। এই অর্থেই তার বন্ধুত্ব আমার কাছে মূল্যবান। বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্ববান মানুষের বন্ধুত্ব তো যত্রতত্র মেলে না। এখানে হাজারটা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমি দিনমান ঘুরে বেড়াতে পারি, সিনেমায়, থিয়েটারে, ডিসকোতে যেতে পারি, পার্কে বসে বা পথে পথে ঘুরে আইসক্রিম খেয়ে আর রাজ্যের অর্থহীন গল্পগুজবে কাটিয়ে দিতে পারি, রাতে হস্টেলের দারোয়ানকে ঘুষ দিয়ে কোনো সুন্দরীকে রুমেও তুলতে পারি — সে জন্যে মস্কো শহরে মেয়ের অভাব নেই। কিন্তু তনুশ্রীর সঙ্গে একদিন দস্তইয়েফস্কির 'ইডিয়ট' দেখতে যাওয়া, থিয়েটার শেষে ট্রামে বা মেট্রো রেলের কামরায় পাশাপাশি বসে পারফরমারদের অভিনয়, মঞ্চের আলো, রূপসজ্জা, সঙ্গীত বা নাটকটির গভীর দার্শনিক ব্যঞ্জনা নিয়ে আলোচনা করা আমার কাছে বেশি উপভোগ্য মনে হয়।

সবকিছুই এরকম ছিল। যে-তনুশ্রী কখনো নিজে থেকে আমার ঘরে আসে না, সে আজ হঠাৎ আমার ঘরে এসেছে বলে আমার উত্তেজিত হবার, বুক দুরুদুরু করবার কোনো কারণ ছিল না। আর সন্ধ্যায় তার ঘরে গিয়ে আমার হতাশ হয়ে ফিরে আসবারও কিছু ছিল না। হায়, যদি সবকিছু সেরকম থাকত! যদি সব ঠিকঠাক থাকত!

কিন্তু এখন আমি উত্তেজিত হব না কেন? কতদিন আমাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ? কতদিন ধরে এই হিমশীতল অবস্থা? আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, আমাদের এত সুন্দর সম্পর্কটা চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। তারই মধ্যে তনুশ্রী হঠাৎ নিজে থেকে আমার ঘরে এসে হাজির, সাত সকালে! আমি উত্তেজিত হব না-ই বা কেন!

একটা আকস্মিক ঘটনা ছিল সেটা। দিনটা ছিল ব্যতিক্রম, একেবারেই পারম্পর্যহীন। আমাদের আগে-পরের দিনগুলোর সঙ্গে ওই দিনটি একেবারেই মেলে না। গ্রীষ্মকালে মস্কো শহর হিরো বনে যায় — এ আর নতুন কী। আর অমন ঝলমলে রোববার তো সারা গ্রীষ্মকাল জুড়েই থাকে। কিন্তু আমরা কেন সেদিন ওরকম হয়ে গেলাম? কী ভর করেছিল আমাদের ওপর? সেদিন তনুশ্রীর সঙ্গে আমার দেখা হবার কথা ছিল না। আমার ছুটিকালীন অলস রুটিনের ব্যতিক্রম না ঘটলে সেদিনও কমপক্ষে বেলা বারোটা অব্দি ঘুমুতাম। কিন্তু সকাল ন'টায় বিছানা ছেড়ে ফুরফুরে জামা গায়ে দিয়ে কেন গেলাম ক্যাম্পাসের দোকানটার সামনে? আগের রাতে তো কোনো মদের আসর ছিল না যে অত সকালে লেমোনেড কিনতে ছুটতে হবে। আর গেলেই বা কেন তনুশ্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে হবে? দেখা না হয় হলই, কিন্তু কেন আমাকে বলতে হবে 'চল বেড়াতে যাই', তাও আবার একেবারে রুশি স্টাইলে, রুশ ভাষায়? না হয় বললামই, আমার না হয় একটু ঘোর লেগেছিলই, কিন্তু তনুশ্রীকে কেন তাই শুনে উৎসাহে অমন নেচে উঠতে হবে? কেন সে তার গাম্ভীর্য ভুলে গেল, কেন তার ভারি ব্যক্তিত্বটা অমন পালকের মতো হালকা হয়ে হাওয়ায় ভেসে উঠল? কেন সে

BanglaBook.org

একটি বালিকার মতো অমন হেসে ঘাড় দুলিয়ে বলে উঠল 'পাইদিওম'? (চলো) এমন কি জানতেও চাইল না কোথায় বেড়াতে যাব? তারপর আমরা কেন বাস, মেট্রো, ট্রলিবাস—একটা পর একটা বদল করে করে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ালাম সারাদিন? তারপর কেন সারাদিন হেঁটে বেড়ালাম মস্কোর পথে পথে? লেনিন হিলের মাথায় দাঁড়িয়ে মস্কো নদীর কালো পানির দিকে তাকিয়ে আমরা দু'জনেই কেন অমন ফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম? মস্কো নদীর পানি কি সারা গ্রীষ্মকালটাই অমন নয়? বার্চবনের সবুজ রঙ দেখে আমাদের কেন মনে হয়েছিল এমন সবুজ আমরা জীবনে কখেনো দেখি নি? আর কেন, কেন, হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়েছি বলেই নদীর শানবাঁধানো ঘাটে গিয়ে পাশাপাশি বসতে হবে? আর বসলেই অমন উদাস চোখে নদীর পানির দিকে চেয়ে অমন নস্টালজিক হয়ে পড়তে হবে? পরস্পরকে নিজনিজ ছেলেবেলার গল্প শোনাতে হবে? এবং কেন, কোন ঐশ্বরিক ইঙ্গিতে মাথা-উচু ঘন ঘাসের জঙ্গলে গিয়ে আমরা একবার অলক্ষ্যে, অজান্তে পরস্পরের হাত ধরেছিলাম?

যাক, এ-পর্যন্ত না হয় মানা গেল, আজ সকালে তনুশ্রী আমার ঘরে না এলে এই সবকিছুর মধ্যে আমি হয়ত এত আশ্চর্যের কিছু দেখতে পেতাম না। হয়ত ঘটনাগুলোকে এইভাবে বিচার করতে বসতাম না। হয়ত বলতাম মাঝে মাঝে সব মানুষের মনেই ওরকম উৎসবের অনুভূতি জাগে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় আমরা যে যার ঘরে না ফিরে গিয়ে ঢুকলাম দোকানে। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে কিনলাম হাঙ্গেরীয় চিকেন। লেমোনেড কিনলাম কয়েক বোতল। ব্যস, হয়েছে বাবা, এবার ঘরে ফেরো। কিন্তু কেন কিনলাম মাল্দাভীয় কনিয়াকের পৌনে এক-লিটারি বোতলটা? আমি না হয় মদ্যপ, মদ বিক্রি হচ্ছে দেখলেই লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ি। কিন্তু তনুশ্রী কেন নিষেধ করল না? (কী করে নিষেধ করবে, সে কি জানত?) আর সেসব সওদাপাতি নিয়ে আমরা কেন আমার হস্টেলে না ফিরে গেলাম তনুশ্রীর রুমে? আমার রুমে গেলে নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের মধ্যে আরো কিছু বাঙালি এসে জুটত। অন্তত অনিমেষ থাকত। তনুশ্রী খুব জোর রান্নাবাড়া খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত থাকত, তারপর চলে যেত নিজের ঘরে। সবার সঙ্গে সে হয়ত কনিয়াক খেত না। সৌজন্যের খাতিরে খেলেও দুয়েক পেগের বেশি খেত না। ঘরে ফিরে যেত তাড়াতাড়ি। কিন্তু আমরা গেলাম তনুশ্রীর ঘরে। একসঙ্গে রান্না করলাম, পেট পুরে খাওয়া-দাওয়া হল (ক্ষিদেও পেয়েছিল রাক্ষসের মতো!) তারপর কনিয়াকের বোতল খোলা হল। তনুশ্রী মৃদু মৃদু হাসি হাসি মুখে চেয়ে চেয়ে দেখল, নিষেধ করল না, বলল না 'সঙ্গে নিয়ে যাও, আমি খাব না'। বরং বার্চবনের দিকে বিশাল জানালাটা খুলে দিল হাট করে। বনের হাওয়া আর পাতার শনশন ঘরে এসে ঢুকতে লাগল। আমরা গল্প করতে করতে (আশ্চর্য, কী অত গল্প করেছিলাম, কিছুই আর মনে পড়ছে না! শুধু মনে পড়ছে দু'জনেই খুব বকবক করেছিলাম!) কনিয়াকের গ্লাসে চুমুক দিয়ে চললাম। একসময় বোতলের মদ অর্ধেকের নিচে নেমে এল। তনুশ্রী কবিতার বই টেনে নিয়ে আবৃত্তি করে চলল অনর্গল (কার কবিতা? জীবনানন্দ দাশ, পাস্তারনাক, আন্না আখমাতোভা,

BanglaBook.org

ইসিয়েনিন, ওসিপ মান্দেলশ্‌তাম? মনে পড়ছে না! হয়ত এঁদেরই কারো কারো।)। কোনো আঁতালামী গল্প নেই কারো মুখে। শুধু কবিতা, শুধু বনের হাওয়া, শুধু পাতার মর্মর! তনুশ্রীর রুমমেটটি ঘরে ছিল না। আমি ভেবেছিলাম সে হয়ত ফিরবে আরো পরে। কিন্তু রাত একটা বেজে গেল। তনুশ্রীর মুখে তার নামগন্ধ নেই। সে বরং আমার হাত থেকে সিগারেট নিয়ে একটা টান দিয়ে খক খক করে কেসেছিল আর চোখদুটি ছোট ছোট করে হেসেছিল। এ-পর্যন্ত আমার মনে পড়ে। তার পরের সবে কিছু মনে হয় স্বপ্ন। কখন কিভাবে কেন আমরা পরস্পরকে চুমু খেতে শুরু করেছিলাম আমি জানি না। আর চুমুতেই যদি শেষ হত... যদি...।

সকালে ঘুম ভেঙে আমরা কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারি নি। চা খাওয়া দূরের কথা, বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই মুখ লুকিয়ে ঝটপট ওর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা হস্টেলে ফিরে দড়াম করে নিজেকে বিছানায় ছুঁড়ে দিয়েছি। কিন্তু ঘুম হয় নি, ঘুম ছুটে পালিয়ে গেছে, ছটফট করেছি সারাদিন। রাতে ঘোর অনিদ্রা। সারা রাত ছটফট, সারা রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ। তারপর একটানা তনুশ্রীর দেখা নেই। সাহস নেই তার ঘরে যাবার। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, খোলা থাকলে ক্লাসে দেখা হত। তনুশ্রীও এল না একবারও। যদি প্রেম হয়ে যেত তাহলে আসত। না এসে পারত না। যদি প্রেম হয়ে যেত তাহলে আমিও যেতাম। না গিয়ে পারতাম না। কোনো কিছুই আটকে রাখতে পারত না।

সাত দিন পর এক দিন দুপুরে রাস্তায় দেখা। চোখমুখ কালো হয়ে গেল তার প্রেমে-পড়া মানুষের মুখের ছবি কোনো অবস্থাতেই ওরকম হয় না। তিক্ত, ভীষণ লজ্জিত মুখ, যেন এক কুক্ষণে অন্ধকারে শয়তানের প্ররোচণায় আর রিপুর তাড়নায় এক অচ্ছুত-অস্পৃশ্যের দেহ ব্যবহার করেছিল, দিনের আলোয় তার মুখোমুখি হতেই অপমানে, আত্মগ্লানিতে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। শুধু 'প্রিভিয়েৎ' 'প্রিভিয়েৎ'। তারপর যার যার পথে হন হন করে চলে যাওয়া। তারপর আর দেখাই নেই। যেন সে মস্কো ত্যাগ করে দূরে কোথাও চলে গেছে। কিন্তু খবর পেয়েছি, কোথাও যায় নি সে। এখানেই আছে। শুধু আমার সঙ্গেই দেখা হয় না।

সপ্তাহ তিনেক পেরিয়ে যাবার পরেও যখন তার কোনো সাড়াশব্দ মিলল না তখন বুঝে গেলাম, তার সন্মানের, তার ব্যক্তিত্বের যে-ক্ষতি হয়ে গেছে তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। আমার উচিত হবে না তার খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করা। ওই রাতটাকে আমাদের দু'জনের জীবনে একটা মহাদূর্বিপাকের রাত বলে মনে করতে হবে। সে-রাতে সাক্ষাৎ শয়তান ভর করেছিল আমাদের ওপর। বড়ো ক্ষতি হয়ে গেছে তাতে। একটা সুন্দর, নিটোল বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে গেছে।

তার দিন চারেক পরে আবার একবার দেখা হল দোকানে। সেই ঠাণ্ডা, গম্ভীর মুখ। 'প্রিভিয়েৎ!' 'প্রিভিয়েৎ!' এবার আমি একটু সাহস করে বললাম, 'বাইরে কোথাও গিয়েছিলে?'

তার ঠাণ্ডা জবাব, 'না।' তারপর একটু থেমে বলল, 'তুমি গিয়েছিলে কোথাও?'

'না।'

BanglaBook.org

'ও।'

তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে চলে গেল। ছুটির মধ্যে আর দেখা হয় নি। সেপ্টেম্বরের এক তারিখে নতুন সেমিস্টারের ক্লাস শুরু হল, আমি ক্লাসে গেলাম না। এমনিতেই যেতাম না, তনুশ্রীর জন্যে কারণটা আরো গভীর হল। মুখ দেখাই কী করে? আমাদের সম্পর্কটা তো আর স্বাভাবিক হবে না। মনটা খারাপ হয়ে থাকত।

এরকম ঠাণ্ডা, থমথমে, নির্লিপ্ত অবস্থায় আজ সাতসকালে সে আমার ঘরে এসে সশরীরে হাজির! এর মানে কী? কিছুই কি নয়?...ঠিকই তো ছিল, আমাদের মুখ দেখাদেখি তো সহজ না হবারই কথা। আমি তো প্লেবয় ধরনের ছেলে নই, তনুশ্রীও যে মোটেই সেনস্যুয়াল প্রকৃতির মেয়ে নয় তাতে আর সন্দেহ কী? তাহলে কেন আমরা এত বড়ো একটা ঘটনাকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারব? না, আমরা মোটেই তা পারি নি। পারলে সম্পর্কটা স্বাভাবিক হয়ে যেত, সকালে ঘুম ভেঙে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে আমাদের কোনোই অসুবিধা হত না। কিন্তু আমরা ওরকম নই।...এখন আমাদের প্রায়শ্চিত্যের দিন শেষ হয়েছে।...

আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে ডাকছে একটি মেয়ে, 'হাবিব ওঠো! বাইরে ভোর হচ্ছে, আর দ্যাখো কী অপূর্বভাবে তুষার ঝরছে। সারা আকাশ জুড়ে তুলোর ফড়িং, প্রজাপতি, পাখি! এই অলস ছেলে, ওঠো না বাবা! এত ঘুমায় কেন, এই লিন্তেয়াই (আলসে)!'

৩

ঘুম ভাঙল সকাল সাড়ে আটটায়। করিডরে একটি মেয়ের নিচু কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। ফিসফিস করে কথা বলছে সে। টয়লেটে যাবার জন্য বেরিয়ে দেখি গত কালকের মেয়েটি, আজিজের বান্ধবীর বান্ধবী। গল্প করছে পলের সঙ্গে। আমাকে দেখে বদমায়েশ পল চোখ টিপে দিল। লিয়েনা সুন্দরী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

চা খেয়ে খাতা-কলম নিয়ে ক্যাম্পাসের কেন্দ্রিনে গিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। নিজেকে এখন সুবোধ ছাত্র মনে হচ্ছে। প্রস্তুতি অনুষদে আর প্রথম বর্ষে এরকম ছিলাম। তার পর লায়েক হয়ে গেছি। ইচ্ছে হলে ক্লাসে এলাম, ইচ্ছে হল না এলাম না।

পেছন ফিরে দেখি তনুশ্রী। আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, 'এত সকালে!'

'এলাম। ঘুমাতে ঘুমাতে টায়ার্ড হয়ে গেছি।'

তনুশ্রী মৃদু হাসল। আর কিছু বলল না। আমি আসলে মিথ্যে বললাম। আজ রাতে আমার ঘুম এসেছে সকাল পাঁচটার দিকে। তারপর এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেছে, আর আলসেমি করে শুয়ে থাকি নি কারণ থাকতে পারি নি। আমি জানতাম ক্যাম্পাসে এলেই তনুশ্রীর সঙ্গে দেখা হবে।

BanglaBook.org

কোনো কথা না পেয়ে বলি, 'তুমি কি প্রতি বছরই বার্থডে সেলিব্রেট কর?'

'কেন বল তো?'

'না এমনি, আগে কখনো খবর পাই নি তো!'

'না, সেলিব্রেট করা আর কী। সন্ধেবেলা অভিজিৎ আর দীপঙ্কর এসে হাজির। বলল সেলিব্রেট করতে হবে। অন্তত রাতের খাবারটা খাওয়াতে হবে। তাই একটু ঘটা করেই রাঁধতে হল।'

কিন্তু তার আগেই, দুপুরবেলা, যখন তুমি জানতে না যে অভিজিৎ আর দীপঙ্কর আসবে, তখন, ভার্সিটি থেকে ফেরার সময়, তুমি আমাকে বললে সন্ধ্যায় তোমার ঘরে যেতে। জন্মদিনের দাওয়াত ছিল না সেটা? অন্য কিছু বলার জন্য যেতে বলেছিলে? কী বলার জন্যে? বললে না তো!

প্রশ্নগুলো মনের ভিতরে তোলপাড় করে উঠল কিন্তু কিছু বলা গেল না। কিভাবে বলি?

কেন্টিন থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে ক্লাসে যাই। পাশাপাশি বসি (অনেক দিন পর!)। শিক্ষক আসেন। তাঁর হাতে কফির ফ্লাস্ক। ফ্লাস্ক খুলে ঢাকনায় কফি ঢালেন তিনি। মৃদু একটা চুমুক দিয়ে লেকচার আরম্ভ করেন। রুশ সাংবাদিকতার ইতিহাসের উনিশ শতকের পাঠ। বাজে, বস্তাপচা সব কথা। চেরনিশেভ্স্কি, দব্রল্যুবভ, নেক্রাসভ... সবাই আগে থেকে যুক্তি করেই যেন এগুচ্ছিল অক্টোবর বিপ্লবের দিকে। অনেক কিছুই বদলাল, শুধু এই বুড়ো বলশেভিকদের কোনো পরিবর্তন হল না। ক্রাখ বর্জুয়াজনোই জুর্নালিস্তিকি (বুর্জোয়া সাংবাদিকতার পতন).. গরু মেরে নৌকায় তুলে এ জার্নি বাই বোট। একটা রচনাই তাদের মুখস্ত, আর কিছু জানা নেই।

তনুশ্রী জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। শিক্ষকের কথায় তার মন নেই স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কোনো কিছু চিন্তা না করে হঠাৎ বললাম, 'কী ভাবছ?'

সে বুঝি একটুখানি চমকে উঠল (এতই আনমনা হয়ে গিয়েছিল!)। নড়েচড়ে বসে শিক্ষকের দিকে তাকাল, লেকচারে মনঃসংযোগের চেষ্টা বা চেষ্টার অভিনয় করতে লাগল। কী নিয়ে ভাবছে সে? কিছুই ধরতে পারছি না আমি। শিক্ষকের কথাগুলো এখন আমার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এক সময় পিছনের দিক থেকে কে যেন বলে উঠল, 'দেখা যাচ্ছে জারের আমলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল সোভিয়েত আমলের চেয়ে বেশি!'

'ওটা ছিল বুর্জোয়া সমাজ। বুর্জোয়া সমাজে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আসলে ছদ্ম স্বাধীনতা। কোনো সাংবাদিক, কোনো লেখক তার চাকরিদাতার কাছ থেকে স্বাধীন ছিল না।'

'আর সোভিয়েত সমাজে?'

'ক্রদ্নি ভাপ্রোস (কঠিন প্রশ্ন)!'

'মোটেই কঠিন নয়। শাদা চোখেই দেখা যাচ্ছে, কোনো স্বাধীনতা নাই!'

BanglaBook.org

'নাই বলবেন না, বলুন ছিল না। এখন কিছুটা স্বাধীনতা পাওয়া যাচ্ছে।'

'কিছুটা স্বাধীনতার মানে আদৌ স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা মানেই পূর্ণ স্বাধীনতা।'

'সেটা বোধ হয় পৃথিবীর কোনো দেশেই নেই।' বলে ছেলেটির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে শিক্ষক আবার লেকচারে ফিরে গেলেন।

তনুশ্রীর ভিতরের অস্থিরতাটা বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে : একবার চেয়ারে পিঠ ঠেসে হেলান দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকছে, একবার পিঠ টান করে বসছে, আবার ডেস্কে দু'কনুইতে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে মাথা নিচু করে থাকছে। এভাবে লেকচার শেষ হলে আমি সাহস করে তাকে বললাম, 'ভাল লাগছে না, চল কোথাও যাই।' কিন্তু সে বলল, 'ঘরে যাব।' বলেই হাঁটা দিল। পরের ক্লাস ছিল ফিলোসফির, মধ্যএশীয় প্রফেসর আলাদিনোভ খুব ভাল পড়ান। সবাই খুব পছন্দ করি তাঁকে। আমি বললাম, 'ফিলোসফি ক্লাস করবে না?' তনুশ্রী মাথা ঝাঁকিয়ে হনহন করে চলে গেল। ওর পক্ষে এটা একেবারেই অস্বাভাবিক আচরণ।

আমিও আর ক্লাসে না গিয়ে ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু শুয়ে শান্তি নেই। আধা ঘণ্টা পরে উঠে বেরিয়ে এবার ছুটলাম তনুশ্রীর হস্টেলে। কিন্তু তার দরজা বন্ধ। দরজার লকটা এমন যে বাইরে থেকে বন্ধ, না ভিতর থেকে বন্ধ করে তনুশ্রী দরজা খুলছে না তা বোঝার উপায় নেই। বেশ কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি, ডাকাডাকি করে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ফিরে এলাম।

হস্টেলের সিঁড়িতে মুক্তাদির সাহেবের সঙ্গে দেখা। গত রাতের লোকগুলোর কথা বললাম। তিনি কৈফিয়ত দিতে আরম্ভ করলেন, 'উপকার করতে গিয়ে বিপদে পড়ে গেলাম বুঝলে? আমি শুধু..।' আমি আর দাঁড়ালাম না, 'পরে শুনব সানোয়ার ভাই, একটু কাজ আছে।'

তিনতলায়, আমাদের ফ্লোরে আমার ঘরের সামনে একটা দশাসই রুশী পুরুষ পায়চারি করছে। কোনোদিন দেখি নি তাকে। ছাত্র বা শিক্ষক কেউ নয় নিশ্চয়। দিনকাল বদলে গেছে, এখন অনেক উটকো লোকজন হস্টেলে ঢুকে পড়ে। পিস্তল ধরে ডলার-রুবলও নিয়ে যায়। ব্যবসায়ী ছাত্রদের ঘরগুলো তাদের টার্গেট, আর তারা আসে সাধারণত দুপুরের দিকে, যখন বেশির ভাগ ছেলে ক্লাসে চলে যায়। আমার একটু ভয়-ভয় লাগল। করিডর একেবারে ফাঁকা। সব ঘরের দরজা বন্ধ। এ-মুহূর্তে দরজা খুলব কি খুলব না দোনোমনো করছি, লোকটি কাছে চলে এল, 'শ্লিশ্(এই শোন)!'

'শ্তো (কী?)?'

'গ্জিয়ে প্রোদায়ুৎসা দলারি (ডলার বিক্রি হয় কোথায়)?'

'নি জ্দেস্ (এখানে নয়।)।'

'চিভো বাঈশ্সা, আ (ভয় পাচ্ছিস কেন রে)?'

'চিভো বাঈয়াৎসা, নি প্রোদায়িম মী দলারি (ভয় পাবার কী আছে, আমরা ডলার বেচি না)।'

'আ গ্জিয়ে মাগু ইয়া কুপিৎ (কোথায় কিনতে পাব)?'

BanglaBook.org

'ইদিতেফ্ সিদ্‌মোই ব্লক (সাত নম্বর ব্লকে যান)।'

কিন্তু লোকটি দাঁড়িয়ে রইল। আমি দরজা না খুলে প্রসাব করার ভান করে টয়লেটের দিকে হাঁটা দিলাম। তখন করিডরের শেষ মাথার ঘর থেকে বেরুল সামুয়েল। ওকে বললাম, 'লোকটা ডলারের খোঁজ করছে। ডাকাতি করতে আসে নি তো রে?'

সামুয়েল লোকটির দিকে চেয়ে চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'শ্‌তো ভি খাতিতি, মালাদোই চেলাভিয়েক (যুবক, আপনি কী চান)?' লোকটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সামুয়েলকে বললাম, 'আমি যাই, ভাববে আমি নালিশ করেছি।'

'দাঁড়া, ভয় পাবার কী আছে?'

'ওর কাছে পিস্তল থাকলে তুই কী করবি?'

'দাঁড়া না, দেখি ব্যাটা কী চায়।'

লোকটি কাছে এসে স্যামুয়েলকে বলল, 'তি প্রোদায়োশ দলারি (তুই ডলার বেচিস)?'

'নিয়েৎ! তি আৎ কুদা (না, তুই কোত্থেকে এসেছিস)?'

'ইয়া? ইজ গোরদা, পাচিমু (আমি? শহর থেকে, কেন) ?'

'প্রোস্তা তাক। নিয়েৎ, জ্‌দেস নি প্রোদায়ুৎসা দলারি (এমনি। না, এখানে ডলার বিক্রি হয় না)।'

লোকটির চোখেমুখে অবিশ্বাস, 'পাচিমু ঝে ভী ফ্‌সিয়ে বাইতিস্, দ্রুজিয়া মায়ি? ইয়া শ্‌তো ইজ কে গে বে শ্‌তো লি? কাক্ স্ত্রান্‌নিয়ে ভী ল্যুদি আ (তোরা সবাই এমন ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি কি কেজিবি থেকে এসেছি নাকি? আজব লোক তো তোরা)!' বলতে বলতে লোকটি সিঁড়ির দিকে চলে গেল। তার হাত দুটি জ্যাকেটের দুই পকেটে। মেঝেতে গুড়ি মারতে মারতে সে চলে গেল। সামুয়েল বলল, 'পাদাজ্রিতেল্‌না!' (সন্দেহজনক) আমি ভাবতে লাগলাম দেশটা কী ছিল আর চোখের সামনে কী হয়ে গেল। চুরি-ডাকাতির ভয় দূরে থাক, ভার্সিটির কেন্টিনে খেতে গিয়ে ভুলে জ্যাকেট ফেলে এসেছিলাম একবার। ক্লাস শেষ করে গিয়ে দেখি কেন্টিন বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কাচের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে-চেয়ারটিতে বসেছিলাম, তার ঘাড়ে আমার জ্যাকেটটি দিব্যি ঝুলছে। রাস্তাঘাটে কোনো বিপদের আশঙ্কা কোনো কালেও বোধ হয় নি। মস্কোর অন্যান্য ইনস্টিটিউটের হস্টেলে বাঙালিদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে রাত বারোটা-একটায় ঘরে ফিরতাম। পথে কোনো দিন কেউ আটকায় নি। আর এখন হস্টেলের ভিতরেই ভয়, অপরিচিত লোকের সামনে ঘরের দরজা খোলারও সাহস হচ্ছে না ।

লাঞ্চের সময় কেন্টিনে আবার তনুশ্রীর সঙ্গে দেখা।

'কোথায় গিয়েছিলে? আমি তোমার রুম থেকে ফিরে এলাম।'

'একটু কাজ ছিল। কোনো দরকারে গিয়েছিলে আমার রুমে?'

BanglaBook.org

'না এমনি।'

সে আর কিছু বলল না। আমরা খাবার নিয়ে এটি টেবিলে গিয়ে বসলাম। টেবিলটিতে চারটি চেয়ার, আমরা বসেছি মুখোমুখি। আর দুটো চেয়ার খালি ছিল। আমরা কোনো কথাবার্তা না বলে খাচ্ছি, এক বৃদ্ধ খাবার নিয়ে এসে বসল আমাদের টেবিলে, তনুশ্রীর পাশের চেয়ারটিতে। বৃদ্ধের মাথায় চুল নেই, কিন্তু মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। পাটের মতো শাদা দাড়িগোঁফের আড়ালে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। যত্ন করে গোঁফের রাশি সরিয়ে একটু একটু করে তিনি খাবার মুখে দিচ্ছিলেন। হঠঅৎ কী মনে করে বলে উঠলেন, 'তোমরা ভারতীয় না? মাংস খাও কেন?' আমি ও তনুশ্রী একসঙ্গে তাঁর খাবারের প্লেট-পিরিচগুলোর দিকে তাকালাম আলু, টমেটো, গাজর, পেঁয়াজপাতা, বাধাকপির স্যুপ এইসব নিরামিষ। আমি বললাম, 'আপনি মাংস খান না বুঝি?'

'খেতাম একসময়। ছেড়ে দিয়েছি বছর পঞ্চাশেক আগে।'

বৃদ্ধের মুখের দিকে ভাল করে তাকালাম এবার। তাঁর মুখমণ্ডলের ত্বক বেশ সতেজ, কপালে অবশ্য সামান্য বলীরেখা আছে। কিন্তু পঞ্চাশোর্ধ প্রায় সব রুশী মানুষের কপালেই এরকম থাকে। কত হতে পারে এ-বুড়োর বয়স?

জিগ্যেস করলাম, 'আপনার বয়স এখন কত?'

'কত মনে হয়?'

'আন্দাজ করতে পারছি না।'

'তবু বল দেখি?'

'পঁয়ষট্টি?'

বৃদ্ধ হেসে বললেন, 'লেভ তলস্তোয় যে-বছর মারা যান তখন আমি পাঁচ বছরের বালক। মনে আছে তলস্তোয় কবে মারা গেছেন?'

তনুশ্রী চট করে বলল, 'উনিশ শ' দশে।'

'এখন হিসেব কর তাহলে!'

আমি অবাক হয়ে তনুশ্রীর দিকে তাকালাম। সেও ভীষণ বিস্মিত। এই তৃণভোজী বৃদ্ধের বয়স ৮৬ বছর!

'রহস্যটা কী জান? নিরামিষ, সবুজ খাদ্য।'

ভদ্রলোক এমনভাবে বললেন, আমার মনে হল তিনি অহঙ্কার করছেন। মনে হল, এত বয়সেও তিনি যে এমন সতেজ আছেন সেটা জাহির করার জন্যেই তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ জুড়েছেন।

'ভারতের কোন অঞ্চলের তোমরা?' জিগ্যেস করলেন তিনি।

তনুশ্রী বলল, 'আমি ভারতের, ও বাংলাদেশের।'

তনুশ্রীর দিকে চেয়ে তিনি শুধালেন, 'তোমার বাড়ি ভারতের কোথায়?'

'কলকাতায়।'

BanglaBook.org

বৃদ্ধ এবার তনুশ্রীকে বললেন, 'তুমি হিন্দু।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আর তোমার ধর্ম ইসলাম।' তারপর পাকা ঘন ভ্রূর নিচে চোখের মণিদুটো নাচিয়ে বললেন, 'কী, ঠিক বলি নি?'

আমি বললাম, 'কিভাবে বুঝলেন? বাংলাদেশে কিন্তু দুই কোটি হিন্দু আছে।'

বৃদ্ধ রহস্যময় হাসলেন। তনুশ্রীর কথা জানি না, আমার কিন্তু লোকটির ওই হাসি পছন্দ হল না। শুনেছি রাশিয়ায় ডাকিনীবিদ্যা, সম্মোহনবিদ্যা এইসবের ছড়াছড়ি। স্কুলজীবনে সেবা প্রকাশনীর বইপত্র পড়ে এসব নিয়ে আমার বেশ আগ্রহ জন্মেছিল। পরে মার্কসবাদ আর সোভিয়েত পত্রপত্রিকা পড়তে শুরু করে ওসব ভুলেছি। মস্কো আছি চার বছর। এখানে যদি সম্মোহনঅলাদের অত হিড়িক লেগে থাকত নিশ্চয়ই এতদিনে দুয়েকজনের দেখা মিলত। আসলে বলশেভিকরা ওসব ভণ্ডামির কোনো সুযোগই রাখে নি। শুনেছি কবিরাজি, হাতুড়ে ডাক্তারি এসবও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এখন অবশ্য দিনকাল বদলে গেছে, সারা দুনিয়ায় যা আছে এখানে তা না থাকলে কী করে হয়? নানা উপায়ে লোকজনকে করে খাবার সুযোগ করে দেওয়ার নামই হচ্ছে গণতন্ত্র। আমার খুব সন্দেহ, এই বুড়ো কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের হাত দেখতে চাইবে। তারপর বলবে, দশ আর দশ বিশ ডলার ফ্যলো! তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ভাগতে হবে। ভার্সিটি কমপ্লেক্সের ভিতরে এধরনের উটকো লোক তো আগে ঢুকতে পারত না !

তনুশ্রী মনে হয় মজা পেয়ে গেছে। উৎসুক হয়ে বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী করেন?'

'পেনশনে আছি।'

'মস্কোতেই থাকেন?'

'না।'

'বেড়াতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আত্মীয়স্বজন আছে এখানে?'

'না। আমি আসলে গিয়েছিলাম ইয়াসনায়া পালিয়ানা। প্রতি গ্রীষ্মে আমি সেখানে যাই। লেভ নিকোলায়েভিচের সঙ্গে কথা বলি।'

তনুশ্রী চমৎকৃত। আমি ভাবি মতলববাজ বুড়ো গল্প ফাঁদছে।

'তলস্তোয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়? দেস্তভিতেল্না (সত্যিসত্যি)?

'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়। কিন্তু তোমার বন্ধুটি আমার দিকে চেয়ে আছে সন্দেহের দৃষ্টিতে।'

'মোটেই না, মোটেই না, কী যে বলেন!'

'আমি তোমার সন্দেহকে বিস্ময়ে রূপান্তরিত করে বলতে পারি যুবক, তুমি রুশ দেশে আসবার আগেই তোমার আত্মা এই দেশ বহুবার ঘুরে গেছে। তুমি একজন কমিউনিস্ট, কমিউনিজম তোমার কাছে ধর্মের মতো। তুমি লেনিনকে স্বপ্নে দেখ।'

BanglaBook.org

আমি ভাবি এ আর নতুন কথা কী? এতে বিস্মিত হবারই বা আছে কী? এ-বুড়ো জানে যে এই দেশে যারা লেখাপড়া করতে আসে তারা হয় কমিউনিস্ট নয় কমিউনিস্টদের ছেলেমেয়ে। আর কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সাধারণ অভিযোগ হচ্ছে যে ঈশ্বরের ধর্ম তারা মানে না, তাদের কাছে কমিউনিজমই ধর্ম। তাহলে এ-বেটা কোনো জ্যোতিষী বা সম্মোহনঅলা নয়!

আমি একটু তির্জকভাবে বলি, 'মনে হয় আপনি কমিউনিস্টদের পছন্দ করেন না?'

'পাচিমু আৎ নাচালা তাক্ প্রোতিভ্না (শুরু থেকেই তুমি কেন আমার প্রতি এমন বিরূপ কেন)? তলস্তোয়ের কাছে যাই বলে?'

'না না, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি মোটেই আপনার প্রতি বিরূপ নই। আর তলস্তোয় আমারও খুব প্রিয়। জানেন, আমার প্রিয় লেখক গোর্কি নয়, দস্তইয়েফ্স্কি। কমিউনিস্টরা তলস্তোয়ের চেয়ে দস্তইয়েফ্স্কিকে বেশি ঘৃণা করে।'

'বোঝে না, বোঝে না। তোমরা যে-রাশিয়া দেখছ এটা আসল রাশিয়ার রূপ নয়। লেনিন প্রকৃত রুশ মনের মডেল নয় হে। লেনিনকে দেখে রুশ জাতিকে বোঝা যাবে না। সে জন্য তলস্তোয়-দস্তইয়েভ্স্কিকে দেখতে হবে।'

'আপনি আমার মনের কথাই বলেছেন।'

'তাহলে তুমি কমিউনিস্ট হও কী করে বাছা?'

'আপনি যদি কমিউনিস্টদের ঘৃণা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন না।'

'আমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি কমিউনিস্টদের ঘৃণা করি।'

'সেরকমই তো লাগছে।'

'আর সেকারণেই তুমি আমার প্রতি এমন বিরূপ?'

'আমার ব্যবহারে আপনার ওরকম মনে হলে ক্ষমা করবেন। আমি আপনার প্রতি বিরূপ নই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। লেভ নিকোলাইভিচের শিষ্য হয়ে আমি কি কাউকে ঘৃণা করতে পারি, বল?'

'পেনশনে যাবার আগে আপনি কী করতেন জিগ্যেস করতে পারি?'

'কেন, চাকরি করতাম। এদেশে কেউ বেকার থাকে না জান তো?'

'কিসে চাকরি করতেন?'

'বলব? ভয় পাবে না তো?'

'ভয় পাবার কী আছে?'

'ঠিক, এখন আর ভয় পাবার কিছু নেই। গ্লাসনস্ত চলছে এখন। সিক্রেট এজেন্সিতে ছিলাম বিশ বছর।'

তনুশ্রী আমার দিকে চাইল। আমার একটু একটু ভয় লাগল। আবার মনে হল বুড়ো চাপা মারছে। আচ্ছা, চাপা যদি না-ও মারে, ভয় পাবার কিছু নেই। আমার সঙ্গে কোনো অ্যান্টিসোভিয়েত কর্মকাণ্ডের যোগ নেই, চোরাকারবারিও করি না। তাছাড়া গ্লাসনস্ত চলছে।

BanglaBook.org

বললাম, 'তাহলে তো আপনি অনেক কিছু জানেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিশ বছর কেজিবিতে কাজ করে আপনি তলস্তোয়ের ভক্ত হবার সুযোগ পেলেন কিভাবে?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী।'

'বলুন না একটু?'

'ভিতরে ভিতরে আস্তে আস্তে ঘটেছে। বর্ণনা করার মতো কিছু নেই।'

'আপনি তো রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এখনও খোঁজ-খবর রাখেন?'

'জাস্ট এ প্যাসিভ অনলুকার।'

'আপনি ইংরেজিও জানেন?'

'ইংলিশ, জার্মান, পোলিশ, চেক, বুলগেরিয়ান, অ্যান্ড এ লিটল ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড অ্যারাবিক! অ্যারাবিক টু রিড দি কোরান ইন অরিজিন্যাল।'

তনুশ্রীর মুখ হা হয়ে গেল। আমার কিন্তু বুড়োর ওপর থেকে সন্দেহটা দূর হচ্ছে না। প্রথমে থেমে থেমে কম কথা বলছিলেন। এখন রীতিমতো বেশি কথা বলা আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তনুশ্রী বলল, 'আপনি বুঝি বিদেশে কাজ করেছেন?'

আমি কৌতুকের সুরে বললাম, 'দেশে দেশে গুপ্তচরবৃত্তি?'

আমার হাসি সহজভাবে গ্রহণ করে মৃদু হেসে বললেন, 'অনেকটা তাই। আমি কিন্তু দিল্লিতেও ছিলাম দু'বছর। কলকাতায় গেছি বারকয়েক।'

তনুশ্রী বলল, 'তাই? তাহলে হিন্দি বা বাংলা শেখেন নি কেন?'

'ইংরেজিতেই চলত যে! তাছাড়া আর কত শিখব বল?'

আমি বললাম, 'কিভাবে আপনারা কাজ করতেন একটু বলবেন? মানে, কাজের ধরনটা কেমন ছিল, কী করতেন?'

'বলি, এখন আর বলতে অসুবিধে নেই, সেভেনটি নাইনে আল-আকসা মসজিদে ইহুদিরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটাল। কাজটা ছিল সিআইএর। সিআইএ কিন্তু ইহুদি-ডমিনেটেড একটা এজেন্সি। সারা মুসলিম বিশ্ব বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। আমরা ঠিক করলাম মুসলিম বিশ্বের বাইরেও যে প্রতিবাদ আছে সেটা দেখাতে হবে। দিল্লিতে ২০ হাজার মুসলমানের একটা বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করলাম। খরচ হল ৫হাজার রুপি।'

'আপনারা মানুষ-টানুষও মারতেন নাকি?'

'না না। এমনিতে ওটা আমাদের রাস্তা ছিল না। ওটা সিআইএর রাস্তা। আমরা ফুসলাতাম, পলিটিক্যাল লিডারদের কিনতাম, কালচারাল অরগানাইজেশনগুলোকে টাকা দিতাম, লেখক-বুদ্ধিজীবীদের সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণে আনতাম, ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দিতাম..।'

'উঁহু উঁহু, এগুলো তো করত আপনাদের কালচারাল সেন্টার আর এমব্যাসিগুলো। কেজিবি কী করত?'

'আর যাই করুক, মানুষ মারত না।' হেসে বললেন তিনি, 'সোজা কথায় বলি, পলিটিক্স ম্যানিপুলেট করত, আর খোঁজ খবর রাখত।'

BanglaBook.org

'আমাদের শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আপনারা কিছু জানতেন না?'

'আমাদের কাছে বেশি ইনফেরমেশন ছিল না। কিন্তু নাসের আর আলেন্দের মতো মুজিবুর রাখমানও যে নিহত হতে পারেন এই শঙ্কাটা আমাদের ছিল। কিন্তু বুর্জোয়া দলগুলোর সঙ্গে কাজ করা কঠিন। মুজিবুর রাখমান আমাদের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না। সব পরামর্শ শুনতেনও না। সিআইএর লোকজনের সঙ্গেও তাঁর ভাল যোগাযোগ ছিল। আফটার অল হি ওয়াজ এ বুর্জোয়া লিডার, ইউ নো।'

তনুশ্রী বলল, 'আপনি যে কেজিবি'র সব গোপন কথা এভাবে আমাদের বলে দিচ্ছেন, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না তো?'

আমি বললাম, 'কেজিবি থেকে যারা রিটায়ার করে তাদের পিছনে কেজিবি'র স্পাইরা লেগে থাকে না? তারা কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে কথা বলছে..?'

'দরদ প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ তোমাদের। কিন্তু এখন আর ওসব দিন নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন আর টিকছে না। গত মাসের কাণ্ডটার পর এটা এখন পরিস্কার হয়ে গেছে। এটা তোমরাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? এদেশের সব লোক বুঝতে পারছে। ছ'মাস আগেও কিন্তু একটা আশঙ্কা ছিল যে আবার হয়ত সেই লৌহযবনিকার দিন ফিরে আসতে পারে। হঠাৎ করে একদিন হয়ত ডিক্রি জারি হয়ে যাবে যে সব থামাও। যথেষ্ট হয়েছে। গর্বাচভ নিজেই হয়ত সেটা করতেন। কিন্তু লাগামটা পুরোপুরি তার হাতের বাইরে চলে গেছে। হি ইজ দ্য লাস্ট কমিউনিস্ট প্রেসিডেন্ট অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন।'

'কমিউনিস্ট?' আমি ব্যাঙ্গের সুরে বললাম, 'গর্বাচভকে আপনি এখনো কমিউনিস্ট মনে করেন?'

'ইয়েস মাই বয়! হি ইজ এ লেনিনিস্ট, দি লাস্ট ওয়ান অ্যাজ আই ক্যান সি। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য প্যারাডক্স উইথ হিম। হি মাস্ট লিভ দ্য থিন্ ফর দিস ভেরি রিজন।'

'আমি তো আপনাকে জিগ্যেস করতে চাচ্ছিলাম, গর্বাচভের সঙ্গে সিআইএর কোনো যোগসাজশ আছে কিনা?'

বৃদ্ধ হেসে উঠলেন, 'না না। তিনি পার্টিকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। সবকিছু লেনিনিস্ট লাইনেই এগিয়ে নিতে চেয়েছেন। শোন নি, গত মাসে ক্যু ব্যর্থ হবার পর ফোরস থেকে মস্কো ফিরে তিনি সাংবাদিকদের কী বললেন?[৬] তাঁর মূল মনোযোগের বিষয় ছিল স্ট্যাগনেশন। সেটাই দূর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এক বিরাট সংস্কার কর্মসূচি শুরু করেছিলেন না জেনে যে কোথায় গিয়ে সেটা শেষ হবে।'

'আপনি গর্বাচভকে পছন্দ করেন?'

'হি ইজ এ গুড সোল। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নকে নয়, গোটা দুনিয়াকে সত্তর বছরে যা-কিছু উপহার দিয়েছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপহার

---

৬ ২৩ আগস্ট ১৯৯১ গর্বাচভ ক্রিমিয়ার অবকাশকেন্দ্র ফোরস-এর বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে মস্কো ফিরে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেছিলেন, 'আমি এখনো সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস করি, এবং মনে করি যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ভুলত্রুটি, সীমাবদ্ধতা যা আছে তা কাটিয়ে উঠে পার্টির উন্নতি করা সম্ভব।'

BanglaBook.org

মিখাইল সের্গেইভিচ গর্বাচভ। লেনিন থেকে গর্বাচভ পর্যন্ত সাত জন গেনসেক (জেনারেল সেক্রেটারি)-এর মধ্যে হি ইজ দি বেস্ট বলশেভিক লিডার। কিন্তু তাকে লোকে ভুল বুঝবে। কারণ তিনি যে-স্বপ্নের কথা বলেছেন তা সফল করতে পারেন নি। তিনি আরো অনেক কিছু করতে পারতেন যদি কমিউনিস্ট ব্যাবস্থাকে টিকিয়ে রেখে সংস্কার সাধনের চিন্তাটা ত্যাগ করতে পারতেন। তিনি ইতিমধ্যে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার একটা দায়ভার আছে না? সেটা তাকে বহন করতে হবে।'

তনুশ্রী বলল, 'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, আপনার মতটা কী। সমাজতন্ত্র না থাকলে..?'

'সমাজতন্ত্র নিয়ে আমার চিন্তা নেই। ওটার যে সমস্যা তাতে কিছু করার নেই। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন না টিকলে ব্যাপারটা ভালো হবে না। রিপাবলিকগুলো একটার পর একটা স্বাধীনতার ঘোষণা দিচ্ছে দেখছ তো? ইউনিয়ন ট্রিটিতে কেউ সই করতে চাইছে না। এটা হলে এ-অঞ্চলে আমেরিকা চলে আসবে, যুদ্ধবিগ্রহ লেগে যাবে। শান্তি বলতে আর কিছু থাকবে না.. ।'

হঠাৎ থেমে বৃদ্ধ বললেন, 'আচ্ছা, অনেক সময় নষ্ট করলাম তোমাদের। এবার চলি। ভালো থেকো তোমরা।'

কেন্টিন থেকে বেরিয়ে কানে এল চিৎকার। তাকিয়ে দেখি আমাদের অলক হালদারকে দুটি ছেলে জাপটে ধরে এক দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অলক দু'হাত শূন্যে ছোঁড়াছুড়ি করছে আর রুশ ভাষায় অকথ্য গালিগালাজ করছে ভারতীয় এক ছেলেকে। ভারতীয় ছেলেটির চোখের নিচে গোল আলুর মতো ফুলে উঠেছে সম্ভবত অলকের ঘুসিতে। তাকেও কয়েকটি ছেলে টেনে একদিকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অলক হেড়ে গলায় চিৎকার করে বকে চলেছে, 'মাদারচোদ, আমি তোর ইন্ডিয়ারে চুদি!' আমি অলকের একটা হাত ধরে হিড়হিড় করে এক দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললাম, 'হইছে কী? হামলাচ্ছিস কেন? ইন্ডিয়া তোর কী করল?' আমার বাংলা প্রশ্নের জবাবে সে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে রুশ ভাষায় চিৎকার করতে লাগল, 'শালা বলে কিনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা দান করেছে ইন্ডিয়া। শালার সাহস কত। আয় হারামজাদা, কি রকম দান করতে পারিস দেখি!'

ঝগড়াটা বেঁধেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে। বিভিন্ন দেশ টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব, বাংলাদেশ আর নেপাল যেহেতু ছোট দেশ তাই তাদের আলাদা টিম গঠন না করে যৌথভাবে একটা টিম হোক। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত আর পাকিস্তান আলাদা আলাদা একক টিম হিসেবে খেলবে, শ্রীলঙ্কা আর ভূটান মিলে একটা টিম আর বাংলাদেশ-নেপাল মিলে হবে একটা টিম। আমরা এটাতে আপত্তি করেছি। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা আছি আশি-নব্বই জন ছেলেমেয়ে। অন্য দেশের সঙ্গে মিলে আমাদের টিম গঠন করতে হবে কেন? আমরা রেক্টরকে বলেছি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই প্রস্তাব আমাদের জন্য

BanglaBook.org

অপমানজনক। এই নিয়ে কেরালার এক ছেলের সঙ্গে অলকের কথা কাটাকাটি। এক পর্যায়ে কেরালার ছেলেটি নাকি বলেছে, 'আরে রাখ তোর বাংলাদেশ, তোদের স্বাধীনতা তো আমরাই দান করেছি!' অলক সোজা বসিয়ে দিয়েছে এক ঘুসি, একেবারে চোয়াল বরাবর।

আমি যখন উত্তেজিত অলকের দিকে ছুটে যাই তখন তনুশ্রী সরে পড়েছে। বাংলায় অলকের অশ্লীল গালাগাল শুনে সে হয়ত বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে গেছে। তাকে আর কোথাও পাওয়া গেল না। লাঞ্চের পরে আর একটা ক্লাস আছে। তনুশ্রী হয়ত এবার ক্লাসে গেছে। কিন্তু অলকের সঙ্গে এসব করতে আমার দেরি হয়ে গেল। আমি আর ক্লাসে না গিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এমনি গিয়ে ঢুকলাম রাস্তার ওপারের দোকানটিতে। সেখানে লম্বা লাইন। ব্রিটেনের লাক্স সাবান বিক্রি হচ্ছে। প্রতিটির দাম মাত্র এক রুবল। এখনকার বিচারে খুবই কম। হতে পারে 'হিউম্যানিটারিয়ান এইড'-এর সামগ্রী। আরো বিক্রি হচ্ছে ফিদার ব্লেড, পাঁচটির একটি প্যাকেটের দাম ২ রুবল। বাঙালি বা ভারতীয়রা খবর পেলে দোকানের ম্যানেজারকে ঘুষ দিয়ে একজনেই সব কিনে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশে একটি ফিদার ব্লেডের দাম বোধ হয় ৫ টাকা। আর এখানে ৫টির দাম দাঁড়াচ্ছে মাত্র ৫ সেন্টের (বাজারে এখন ১ডলার=৪০ রুবল) মতো। পাঁচ সেন্ট মানে বাংলাদেশি টাকায় ২ টাকা ১৫ পয়সা (১ ডলার=৪৩ টাকা হিসেবে)। তাহলে এখানে পাঁচটি ব্লেডের দাম ২ টাকা ১৫ পয়সা, আর ঢাকায় ২৫ টাকা। শুনেছি মস্কোর অন্য ইনস্টিটিউটের একটি ছেলে এক ব্রিফকেস ভর্তি ফিদার ব্লেড কিনে ঢাকায় বিক্রি করে লাভ করেছে আড়াই লাখ টাকা।

কাঁধে ওজনদার একটি হাত পড়তেই ঘাড় ফেরালাম। গালিনা আলেকসান্দ্রভনা, আমার প্রস্তুতি অনুষদের রুশ ভাষার শিক্ষিকা। কতোদিন পর দেখা!

'তুমি তো বেশ বড়ো হয়ে গেছ হাবিব! একেবারে যুবক! বান্ধবী জুটিয়েছ?' আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন। সাত-আট জনের একটি করে গ্রুপ একজন টিচারের কাছে রুশ ভাষা শিখতাম। তাঁর গ্রুপের সবচেয়ে ছোটখাট বলে আমাকে গালিনা সবচেয়ে বেশি আদর করতেন। এই চার বছরে আমি হয়ত একটু বড়ো হয়েছি। কিন্তু যতোই বড়ো হই না কেন, আমার মাথা গালিনা আলেকসান্দ্রভনার কাঁধের উপরে কোনোদিনই উঠতে পারবে না। তাঁর উচ্চতা কমপক্ষে ছ' ফুট।

আমি বললাম, 'কেমন আছেন গালিনা আলেকসান্দ্রভনা?'[৭]

'জীবন ধারণ কঠিন হয়ে উঠেছে। রুটি-মাখনের সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। বাদ দাও, তুমি কেমন আছ? দেশ থেকে চিঠিপত্র ঠিকমতো পাও তো?'

আমি মাথা দোলাই আর ভাবি, তিনি হয়ত এখন আর ছাত্রছাত্রীদের জন্য

৭ রুশ দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্যার বা ম্যাডাম বলে সম্বোধন করার চল নেই। সম্মানিত লোকজনদের সম্বোধন করা হয় নামের প্রথম (আদি নাম) ও দ্বিতীয় অংশ (মধ্যনাম) ধরে।

BanglaBook.org

চকোলেট আনেন না, এখন তাঁর নিজেরই রুটির সঙ্কট দেখা দিয়েছে। হায় রে কী ছিল আর কী হয়ে গেল! এখন এই দেশের মানুষগুলোকে আর পৃথিবীর অন্যসব দেশের মানুষের চেয়ে আলাদা করা যাবে না। এদের মধ্যে চমৎকার, অসাধারণ কোনো বৈশিষ্ট আর দেখতে পাব না।

বললাম, 'কিছু কিনবেন?'

'না, এমনি দেখতে এলাম।'

দোকানও তাহলে এখন একজন শিক্ষকের কৌতুহলের জায়গা হতে পারে। হ্যাঁ, তাই হচ্ছে। এখানে এখন দোকাপাটের তাকের দিকে তাকালে পরিবর্তনটা টের পাওয়া যায়। বিদেশি জিনিশপত্রে তাকগুলো ভরে উঠছে আর মানুষের হাতের রুবল মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। গতকাল যে-জিনিশের দাম ছিল এক রুবল আজ হয়ত তার দাম হয়েছে পাঁচ রুবল। এমনকি সকালে যে-জিনিশ এক রুবলে বিক্রি হয়েছে বিকেলে সেটার দাম হয়েছে তিন বা পাঁচ রুবল, অথবা তার চেয়েও বেশি।

'দানিয়েল, সামসন, ভালিদ, সোপখাল — ওরা সব কেমন আছে?' গালিনা আমার গ্রুপের অন্য ছাত্রদের কথা জানতে চাইলেন। যে-মহিলা প্রতি বছর আট-দশ জন করে ছাত্রছাত্রীকে রুশ ভাষা শিখিয়ে বিদায় করেন, প্রস্তুতি অনুষদ শেষ করার পর যাদের সঙ্গে বছরে আর দু'একবারও তাঁর দেখা হয় না, তিনি তাদের সবার নাম কিভাবে মনে রাখতে পারেন?

'সবার নাম আপনার মনে আছে?'

'এখন আছে। কিন্তু তোমরা যদি কালেভদ্রেও আমাকে দেখতে না আস তাহলে শিগগিরই ভুলে যাব।' হাসতে হাসতে বললেন।

'আপনার ফোন নম্বরটা আমাকে দিন।'

গালিনা তাঁর ফোন নম্বর দিয়ে বললেন, 'নম্বর তো নিলে, কিন্তু ফোন করবে তো ঠিক?'

'নিশ্চয়ই করব গালিনা আলেকসান্দ্রভনা। আপনার কাছে আমার অনেক ঋণ। এতদিন আপনার খোঁজখবর রাখি নি খুবই অন্যায় করেছি। এখন থেকে অন্তত ফোন করব আপনাকে।'

আমার মাথায় হাত দিয়ে চুল এলোমেলো করে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'নি পিরিঝিবাই (অনুতাপ করিস না)।'

রাতে অলক এল আমার ঘরে। আমি থাকি তিন তলায়, সে চার তলায়। সে ইতিহাসে পড়ে। পড়তে এসেছিল ইঞ্জিনিয়ারিং। অংক পারে না বলে বিষয় পরিবর্তন করে নিয়েছে ইতিহাস। এখানে আর্টস ফ্যাকাল্টিকে সবাই টিটকারি করে বলে তানসিবাল্‌নি ফাকুল্‌তিয়েৎ (ড্যান্সিং ফ্যাকাল্টি)। পড়াশোনা কম আর বিষয়গুলো সহজ বলে। ইতিহাস, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, সাংবাদিকতা — এগুলো নাকি সহজ বিষয়। অলক আর আমি একই বছর মস্কো এসেছি। ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ইতিহাসে আসার জন্য ওর এক বছর নষ্ট হয়েছে। প্রস্তুতি অনুষদেই থাকতে হয়েছে দু'বছর। অন্য শহর থেকে

BanglaBook.org

কোনো বাঙালি এলে কথা প্রসঙ্গে যদি জানতে চাইত আমরা কে কোন ইয়ারে পড়ি, তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অলককের দেখিয়ে বলত, ও প্রিপারেটরিতে পিএইচডি করছে। এই নিয়ে খুব হাসাহাসি চলত।

অলক আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মেজাজী, সবচেয়ে মিশুক আর সবচেয়ে হুজুগে ছেলে। কমিউনিস্ট, এসেছে সিপিবি'র বৃত্তি নিয়ে। ওর বাবাও কমিউনিস্ট। অলক দেশে থাকতে সিপিবি'র গ্রুপ মেম্বার ছিল। এখানে এসেও তাই। আমরা এখানকার সিপিবি'র একই গ্রুপের মেম্বার (ছিলাম)। সব কাজে অলকের খুব উৎসাহ। পার্টির কাজে দ্বিগুণ। এখানে আমাদের গ্রুপের বেশির ভাগ মিটিংই হত তার রুমে। মিটিঙের কথা সবাইকে জানানো, আবার মনে করিয়ে দেওয়া — সবই সে করত খুব উৎসাহের সঙ্গে। মিটিং শেষে ওর ঘরে রান্নাবাড়া হত। বেশ ভাল রাঁধতে পারে সে। আর লোকজনকে খাইয়ে খুব আনন্দ পায়। সেইসব দিনগুলোতে প্রতিদিন তার ঘরে অনেক লোক হত। যেদিন কেউ যেত না, অলকের খুব খারাপ লাগত। সে রান্না করে অন্য হস্টেলে গিয়ে বন্ধুদের ডেকে আনত। বাবর তো রটাতে শুরু করেছিল যে অলক ভাত মাছ মাংস রেঁধে হস্টেলের বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে খাবার লোক ধরার জন্য। এখন অবশ্য অলক প্রতিদিন রান্না করে না। এখন আর সেই হৈ হল্লাও হয় না। সবাই ব্যস্ত হয়ে ছুটছে রুবল-ডলারের পিছনে। তবু অলকের ঘরে এখনো মাঝেমাঝে বেশ আড্ডা হয়। খাওয়া-দাওয়া হয়। এখন টাকা-পয়সার অভাব নেই, এখন অভাব সময়ের। অলক এখন ব্যবসা করে। গত বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে লন্ডন গিয়ে সিলেটী রেস্টুরেন্টে কাজ করে হাজার-বারো শ' ডলার নিয়ে মস্কো ফিরে আরো কিছু ডলার ধারটার নিয়ে গেছে সিঙ্গাপুর। টেলিফ্যাক্স, ভিসিআর, কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ইত্যাদি এনে সাত দিনের মধ্যে বিক্রি করে সেই টাকা নিয়ে আবার সিঙ্গাপুর। এক-দেড় মাসের মধ্যে সে বারকয়েক সিঙ্গাপুর আসা-যাওয়া করে দশ-পনের হাজার ডলারের মালিক হয়ে গেল। এখন তার টাকার অন্ত নেই। অথচ বছর দুয়েক আগেও সিপিবি'র বৃত্তি নিয়ে এখানে এসে ব্যবসায়ী বনে গেছে এরকম কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সে মারপিট পর্যন্ত করেছে। তাদেরকে সে ঘৃণা করত, কারণ তারা 'বেঈমান', 'বিশ্বাসঘাতক'। সে জানত না (আমিও না) যে ওই ছেলেরা সিপিবির নেতাদের মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে বৃত্তিগুলো কিনেছিল। এখানে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা দেবার কোনো নৈতিক অধিকারই আমাদের ছিল না। ঢাকা থেকে পার্টির নেতারা এলে আমরা এরকম ব্যবসায়ী বন্ধুদের ব্যাপারে অভিযোগ করে জানতে চাইতাম, কেন তাদেরকে পাঠানো হয়েছে। আমাদের বোঝানো হত যে তাদের বাবা, চাচা বা মামারা আমাদের পার্টির শুভাকাঙ্খী। তারা বিভিন্নভাবে আমাদের পার্টিকে সাহায্য-সহযোগিতা করে, চাঁদা দেয়, বিপদে-আপদে আশ্রয় দেয় ইত্যাদি। কিন্তু আমরা যুক্তিগুলো মেনে নিতে পারতাম না।

অলক বলল, 'আমার ঘরে চল, রান্না করি।'

'আর কে আছে?'

'কেউ নাই। ভাল্লাগতাছে না শালা। চল গিয়া রান্না করে খেয়ে-দেয়ে দাবা খেলব।'

আমার ঘরে কয়েকদিন ধরে রান্না ধরে রান্না হয় নি। অনিমেষ শহরে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে রাতে আর ঘরে থাকছে না। সে থাকলে রান্না হয়। আমি রাঁধতে পারি না। ক'দিন ধরে কেন্টিনে খাচ্ছি। আজ রাতে একটু ভাত-মাছ পাওয়া গেলে ভালোই তো হয়।

মুরগি কাটতে কাটতে অলক বলল, 'শালারে দিছি বুঝলি, চোয়ালের হাড্ডি মনে হয় ভাইঙ্গাই গেছে।'

আমি পেঁয়াজ ছুলছি, বললাম, 'একেবারে দেশের নাম তুলে ওরকম গালাগাল করছিলি, শালা ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ যুদ্ধ লাগাতে চাস নাকি?'

'আরে না, ওই শালা ইন্ডিয়ানগুলা একেকটা ভীতুর ডিম। আমাদের সাথে লাগতে আইব না।'

'তবু তুই দেশ তুলে আর কাউকে কোনোদিন বকাবকি করিস না, বিপদ হতে পারে। আফগান হলে ওখানেই আর দু'চার জুটে যেত, তোর হালুয়া টাইট করে ছাড়ত।'

'আফগান হলে আমি লাগতে যাই নাকি? পাগল হইছিস তুই? আফগান, আফ্রিকান আর প্যালেস্টাইনিগুলার সাথে পারা যাবে না। তা দোস্ত দিছি শালারে। দ্যাখ আমার হাত ফুলে উঠছে।'

দরজায় ধাক্কা, সঙ্গে বাবরের হাঁক, 'প্রফেসর, আৎক্রোই ড্যের (প্রফেসর, দরজা খোল্)।' প্রিপারেটরি থেকে বাবর অলককে প্রফেসর বলে ডাকে, পড়াশুনায় তার 'কৃতিত্ব' দেখে।

আমি দরজা খুলে দিলাম। বাবর ঘরে ঢুকে বলল, 'কী রে, ইন্ডিয়ান একটার নাকি মুখের জিওগ্রাফি চেঞ্জ কইরা দিছস? হইছিল কী?' অলক নতুন উৎসাহে বাবরকে দুপুরের ঘটনাটা বলতে লাগল। এই গল্প সে কমপক্ষে এক মাস চালাবে। যাকে সামনে পাবে তাকেই বলবে, যাকে একবার বলেছে তাকে যে বলা হয়েছে তা ভুলে গিয়ে আবার বলবে।

পরচর্চা করতে করতে রান্না শেষ হল। বাবর তার জ্যাকেটের পকেট থেকে দু'টি কাঁচা মরিচ বের করল। দেশ থেকে আসার সময় কোনো বাঙালি বন্ধু নিয়ে এসেছে। তার কয়েকটি হয়ত বাবরকে দিয়েছে। পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কারো ঘরে ভাত-মাংস পেলে কাঁচা মরিচ অতিরিক্ত তৃপ্তি যোগায়। শুধু বাবর নয়, আমরা প্রায় সবাই এরকম। যে ঝাল এমনিতে কম খায়, সেও। দু'টি কাঁচা মরিচ নিয়ে তিনজনে কাড়াকাড়ি করে গলা-অব্দি ভাত-মাংস খেয়ে আমরা চিৎপাত শুয়ে পড়লাম। প্লেট-হাত ধোয়ার জন্য করিডরের শেষ মাথায় কিচেনে যাবার সাধ্যটাও নেই এখন। বাবর বলল, 'অলক কাল যখন আবার খামু তখন প্লেটগুলা ধুলেই হইব। আজ থাক, আমি ঘুমালাম।' টয়লেট পেপারে হাত মুছে সে সত্যিসত্যি শুয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বিকট শব্দে নাক ডাকাতে আরম্ভ করে দিল।

আমরা হাত ধুয়ে বসে বসে সিগারেট খেতে খেতে টিভি দেখতে লাগলাম। একটু পরে অলক বলল, 'নে দাবা হয়ে যাক।'

BanglaBook.org

দাবার নেশা প্রচণ্ড নেশা। খেলতে বসলে কখন রাত ভোর হয়ে যায় টেরই পাই না। অলকের সঙ্গে আমি প্রায়ই দাবা খেলি। আগে ওর সঙ্গে দাবা খেলে অনেক রাত ভোর করেছি। এখন কম খেলা হয়, কারণ সে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অলক আজ নতুন প্রস্তাব করল। এমনি এমনি নয়, খেলতে হবে টাকা দিয়ে। মানে জুয়া। জুয়াও প্রচণ্ড নেশার জিনিশ। আমি তা টের পেয়েছি গত সামারের ছুটিতে লন্ডন গিয়ে পিকাডেলি সার্কাসে শখ করে জুয়া খেলতে শুরু করে। আমার সঙ্গে ছিল অনিমেষ আর আমজাদ। আমরা সবে লন্ডন পৌঁছেছি, তখনো কোনো কাজ পাই নি। দু'শ ডলার ভাঙিয়ে পেয়েছি ১১০ পাউন্ডের মতো। থাকার জায়গা পাওয়া গেছে এক সিলেটির রেস্টুরেন্টে, কিন্তু কাজ তখনো মেলে নি বলে ওই সামান্য ক'টা টাকা নিয়ে রাস্তায় বেরুলে কেমন যেন পা টলোমলো করত। কারণ সবকিছুর দাম ভীষণ চড়া। আর আমরা হিসেব করতাম রুবলে। একটা কলার দাম হিসেব করে যখন দেখতে পেতাম রুবলে দাঁড়াচ্ছে পঞ্চাশের কাছাকাছি, তখন মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠত। তবু ওই ক'টা পাউন্ড পকেটে নিয়েই আমি জুয়ার বাক্সে কয়েন ঢুকিয়ে হারতে হারতে জিততে জিততে এমন নেশায় পড়ে গিয়েছিলাম যে অনিমেষ আর আমজাদ আমাকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে না আনলে আমি হয়ত ওখানেই সব টাকা খুইয়ে ফতুর হয়ে যেতাম। খদ্দের পেলে হয়ত গায়ের জ্যাকেটটাও বিক্রি করে দিতাম। এরকম যার জুয়ার নেশা, তাকে যদি জুয়া খেলতে ডাকা হয়, কী করতে পারে সে?

আমি বললাম, 'খেলা শেষে কিন্তু বলতে পারবি না, মিছামিছি খেলছি, টাকা ফেরত দে।'

'সেটা আগে তুই ঠিক কর। তুই টাকা ফেরত চাইবি কিনা তাই বল।'

'না, আমি চাইব না।'

'আমার তো টাকা ফেরত চাওয়ার প্রশ্নই আসে না।'

'তাহলে শুরু হোক। বল, দান কত?'

'তুই বল।'

'পাঁচ রুবল।'

শব্দ করে হেসে উঠল অলক। একেবারে তাচ্ছিল্যের হাসি, হাসির ধাক্কায় যেন সে আমাকে উড়িয়ে দিতে চায়। আমার লজ্জা লাগল, সঙ্গেসঙ্গে শুধরে নিয়ে বললাম, 'না না, দশ রুবল।'

অলক তারপরও হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, 'ঠিক আছে, শুরু হোক, আস্তে আস্তে বাড়বে। লে সাজা। কালো নিবি না শাদা?'

'টস হবে।'

টস করে আমি পেলাম শাদা। তিন চাল পরেই আক্রমণ শুরু করলাম। বেপরোয়া আক্রমণ, আজ ওকে ফতুর করে ছাড়ব। সহজেই জিতলাম। দশ রুবল পেলাম। আবার খেলা শুরু হল। আবার জিতলাম। অলক হেসে বলল, 'কতো জিতলি হিসাব করছ? হাফ ডলার! এবারের দান হবে চল্লিশ রুবল।'

BanglaBook.org

'না, পঁচিশ।'

'আচ্ছা হোক পঁচিশ।' আবার জিতলাম। পর পর জিততে থাকলাম। মাঝখানে আমার সামান্য একটু ভুলের জন্য মন্ত্রী মারা পড়ল, জিতল অলক। এবার সে বলল, 'এবার পঞ্চাশ।'

'আচ্ছা পঞ্চাশ।'

আমি জিতলাম।

'এবার একশ।'

'হোক একশ।'

আবার জিতলাম।

'এবার পাঁচশ।'

'না, দু'শ।'

'না, তিনশ।'

'ঠিক আছে, তিনশ।'

আমি আবার জিতলাম। আবার জিতলাম। আবার। আমার পকেট ভরে উঠতে লাগল। উত্তেজনায় আমি ঘামতে লাগলাম। অলক একসময় ক্ষেপে উঠে বলল, 'এবার পাঁচশ।'

'রাজি।'

কিন্তু অলক একবারও জিততে পারল না। এরকম খারাপ সে খেলে না। আমার সঙ্গে সে কখনো জেতে কখনো হারে। কোনো কোনো দিন সে একটানা জিতে চলে। আজ এমন হচ্ছে কেন তার, কিছুতেই বোঝা গেল না। একসময় আমি বললাম, 'আজ থাক রে। আজ তুই পারবি না। ফতুর হয়ে যাবি। অত টাকা আমি রাখব কোথায়?'

'ঠিক কইছ, আজ আমার কুফা লাগছে রে। কাল আবার হবে।'

উঠে সিগারেট জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, 'গুনে দ্যাখ, কতো জিতলি।'

গুনে দেখা গেল সাড়ে তিন হাজার রুবল আমি ওর কাছ থেকে জিতে নিয়েছি। অবিশ্বাস্য, এই টাকায় এখনো এরোফ্লতের মস্কো-ঢাকা-মস্কো টিকিট কেনা যায়। হঠাৎ আমার কী হল, টাকাগুলো অলকের দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, 'নে, আমরা সত্যি সত্যি জুয়াড়ি নাকি?'

'অঁহ! ফেরত নিব না। হারছি হারছি। যখন নিব, খেলে জিতে নিব।'

'তাই বলে তোর সাথে ডেলি জুয়া খেলা লাগবে নাকি? নে ধর, তোর টাকা তুই নে।'

'অলক হালদার ছ্যাবলা না। একশ ডলারও হারি নি। আর না খেললে না খেলবি।'

'সিরিয়াসলি নিবি না?'

'অবশ্যই সিরিয়াসলি। কেন, তুই হারলে কি টাকা পেরত চাইতিস নাকি? না ভাবছস আমি তোরে ফেরত দিতে চাইতাম?'

'না, সেটা না। এ টাকা আমি কী করব?'

BanglaBook.org

'কেন? খরচ করবি!'

'জুয়া খেলে জেতা টাকা আমি খরচ করব?'

'ও, আপনে তো আবার নীতিবাদী সাধুপুরুষ। তা খরচ না করলে দান করে দিবেন।'

'আমি যদি সাধুপুরুষ হতাম তাহলে তোর ঘরে এসে ভাত খেতাম? তোর সিগারেট, তোর মদ খেতাম?'

'কিন্তু মনে তো হয় নিজেরে তুই তাইই মনে কর।'

'ওইটা তোদের এমনি মনে হয়। তা মনে হলে আমি আর কী করতে পারি। যাই রে। কাল আবার খেলব, অবশ্য তোর যদি সময় হয়।'

'কাল আমারে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্যে খেলবার চাও হারামজাদা!' দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল সে, 'টাকা দিয়ে আমি আর তোর সাথে খেলুম না, হল?'

৪

ক্লাসে গিয়ে শুনলাম, গত বছরের লেখা কোর্স পেপারগুলোর মধ্যে তনুশ্রীরটি প্রথম হয়েছে। আজ বেলা ১২টা ১০এর ক্লাসে সে সেটি আমাদের পড়ে শোনাবে। কথাটা তনুশ্রী নিজে আমাকে বলে নি, অন্যের মুখে শুনতে হল। এখন ক্লাস চলছে, ক্লাস শুরুর আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, প্রিভিয়েৎ ছাড়া আর কিছু বলে নি। কেন সে আমার সঙ্গে এমন অদ্ভুত আচরণ করছে? কথা নেই বার্তা নেই দু'মাস পরে হঠাৎ এক সকালে আমার ঘরে হাজির, তারপর সারাদিন অদ্ভুত আচরণ, মনে হয় কিছু বলবে, কিন্তু বলছে না। আনমনা, বিরক্ত। ক্লাস থেকে বেরিয়ে বলল ঘরে যাচ্ছি। ঘরে গিয়ে দেখি নেই। থাকলেও দরজা বন্ধ করে ঘাপটি মেরে বসে আছে, আমার শত ডাকাডাকি, ধাক্কাধাক্কিতে সাড়াশব্দ নেই। তারপর থেকে যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। ব্যাপারটা কী? উস্কে দিয়ে নির্বিকার হয়ে পড়ার মানেটা কী?

এখন মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে সে আর কথা বলতে চায় না। আমাকে দেখলেই যেন বা. তার বিরক্তি লাগছে। বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার! মনে হচ্ছে সে ভদ্রতাও ভুলে গেছে। অথবা আমার ওপর কোনো বিদ্বেষ বা ঘৃণা জন্মেছে। কী দরকার ছিল...? কথাবার্তা তো বন্ধই ছিল। কেন তুমি দু'মাস পরে হঠাৎ সাত-সকালে উদয় হলে আমার ঘরে? আমি কি তোমাকে আসতে বলেছি? হাতে-পায়ে ধরেছি? মাফ চেয়ে বলেছি যে যা হবার হয়ে গেছে, ভুলে যাও ওসব, এসো আমরা আমাদের স্বাভাবিক বন্ধুত্বটাকে পুনরুদ্ধার করি? তুমি নিজেই গিয়েছ, যার ঘরে তুমি নিজে থেকে কোনোদিন যাও না, তার ঘরে গিয়ে তুমি তাকে সাত-সকালে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছ, তারপর ক্যাম্পাসে নিয়ে গেছ, ক্লাসে যাবার কথা বলে গেছ বনে, লেকের পাড়ে,

BanglaBook.org

সেখানে গিয়েও তুমি তার সঙ্গে ভালো করে কথা বল নি, (না, সেজন্য আমি মাইন্ড করি নি, আমি বুঝতে পারি নি ব্যাপারটা কী, কী হয়েছে তোমার।) তারপর আবার ক্যাম্পাসে ফিরে গিয়ে ক্লাসে না গিয়ে হঠাৎ বললে ঘরে যাই..এত ঢঙের কী হল বল দেখি? সোজাসাপটা বললেই পার যে আমার সঙ্গে তোমার আর হবে না, কাছে এসে পরখ করে দেখতে পেয়েছ যে যে-সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে তা আর মেরামত হবার নয়। বল, হাবিব, তোমাকে আমার সহ্য হচ্ছে না, আমার সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলো না তুমি।

তনুশ্রীর কোর্স পেপারটির শিরোনাম 'রবীন্দ্রনাথ, অরওয়েল, শেভচেন্‌কো এবং রাশিয়া'। শিক্ষকের ডেস্কে দাঁড়িয়ে সে পড়ে শোনাচ্ছে আমাদের। কিন্তু চেহারায় উৎসাহের কোনো লক্ষণ নেই, ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে, যেন জোর করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র উক্তি দিয়ে তনুশ্রীর সন্দর্ভটি শুরু হয়েছে, সেই বিখ্যাত উক্তি, 'রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল..।' প্রথম দিকে সোভিয়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রাথের প্রশংসাসূচক বেশ কিছু উদ্ধৃতি। তারপর মন্তব্য 'নতুন রাষ্ট্রের নতুন শাসন-কাঠামোকে রবীন্দ্রনাথ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন মুক্ত মনে, খোলা চোখে। রাশিয়াকে তিনি তীর্থক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন ঠিকই কিন্তু এখানকার সমাজব্যবস্থার নানা ফাঁকফোকর তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। সারাজীবনের স্বপ্নপূরণের উচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথের বিচক্ষণতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। সমাজতন্ত্রের সোভিয়েতিকরণে তিনি যে যে অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্য অনুভব করেছিলেন, তা স্পষ্টভাবে লিখে গিয়েছেন তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'র নানা অংশে। সর্বসময় মনে রাখতে হবে তিনি এই চিঠিগুলো লিখেছিলেন ১৯৩০ সালে, যখন সোভিয়েত সমাজ তার উত্তরণের পথে, যখন দিকেদিকে তার জয়জয়কার ধ্বনিত হচ্ছে। সেই তখন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন...।' তারপর আবার শুরু হল রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি : 'মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমতো ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে-হিসাবে এরা ফ্যাসিস্টদেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতির ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায় ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে। এইরকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের জন্য ভালো ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না। উপযুক্তমতো নায়ক পরম্পরাক্রমে কখনোই পাওয়া সম্ভব নয়..।'

'ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার করে দিয়ে সমাজরক্ষা করবে কে? অসম্ভব নয় যে, বর্তমান যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা; কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেইদিনই রোগীর শুভদিন।...'

BanglaBook.org

'মনকে একদিকে স্বাধীন করে অন্যদিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যের স্বাধীনতা জোরের সঙ্গে দাবি করবেই।..'

'সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ; সেই জেদের মুখে এ-সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। সেদিনকার ইওরোপীয় যুদ্ধের সময় এইকরম মুখ চাপা দেওয়া এবং গবর্নমেন্ট-নীতির বিরুদ্ধবাদীর মতস্বাতন্ত্র্যকে জেলখানায় বা ফাঁসিকাঠে বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা দেখা গিয়েছিল।..'

'..যেখানে আশু ফললাভের লোভ অতি প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যকে মানতে চায় না। তারা বলে ওসব কথা পরে হবে, আপাতত কাজ উদ্ধার করে নিই। রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা; অন্তরে বাহিরে শত্রু। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড করে দেবার জন্যে নানা ছলবলের কাণ্ড চলছে। তাই ওদের নির্মাণকার্যের ভিতটা যত শীঘ্র পাকা করা যায়, এজন্যে বল প্রয়োগ করতে ওদের কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু গরজ যত জরুরিই হোক বল জিনিশটা এতরফা জিনিশ। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে না। সৃষ্টিকার্যে দুই পক্ষ আছে, উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই মারধর করে নয়, তার নিয়মকে স্বীকার করে।..'

'..যেখানে মানুষ তৈরি নেই মত তৈরি হয়েছে, সেখানকার উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কদের আমি বিশ্বাস করি নে। প্রথম কারণ, নিজের মত সম্বন্ধে আগেভাগে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সুবুদ্ধি নয়, সেটাকে কাজে খাটাতে খাটতে তবে তার পরিচয় হয়। ওদিকে ধর্মতন্ত্রের বেলায় যে-জননায়কেরা শাস্ত্রবাক্য মানে না, তারাই দেখি অর্থতন্ত্রের বেলায় শাস্ত্র মেনে বসে আছে; সেই শাস্ত্রের সঙ্গে যেমন করে হোক মানুষকে টুঁটি চেপে ঝুঁটি ধরে মেলাতে চায় — একথাও বোঝে না, জোর করে ঠেসেঠুসে যদি কোনো-এক রকমে মেলানো হয় তাতে সত্যের প্রমাণ হয় না। বস্তুত যে-পরিমাণেই জোর সে-পরিমাণেই অপ্রমাণ।..'

রবীন্দ্রনাথের এরকম আরো অজস্র উক্তি উদ্ধৃত করে তনুশ্রী বলল, বিশ্বনাগরিক রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানবসমাজের হিতাহিত নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। ভারতের পরিণতি যেমন তাঁকে ভাবিত করত, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়েও তিনি তেমনই উৎসুক ছিলেন। তনুশ্রী আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রের মতাদর্শকে আক্রমণ করেন নি। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল এই মতাদর্শের প্রয়োগ-পদ্ধতি। মানব-প্রকৃতির বিপন্নতা তাঁকে পীড়িত করত সবচেয়ে বেশি। তনুশ্রী আমাদের বলল, রোগীকে সুস্থ করতে বলশেভিক নীতিই যে চিকিৎসার পদ্ধতি তা বুঝেও রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে ডাক্তারিটা একটু জবরদস্ত হয়ে যাচ্ছে।

ক্লাসের মধ্যে এবার গুঞ্জন উঠল। শিক্ষক বললেন, 'কারো কোনো মন্তব্য থাকলে বলতে পারেন।' পাকিস্তানের ইমতিয়াজ উঠে বলল, '১৯৩০ সালেই টাগোর এটা বুঝে

BanglaBook.org

ফেলেছিলেন, এ তো সাংঘাতিক কথা। হি ইজ রিয়েলি গ্রেট। এমনি এমনি তো আর তিনি নোবেল প্রাইজ পান নি! আমি অবশ্য তাঁর কোনো লেখা পড়ি নি। কিন্তু মনে হচ্ছে পড়া অবশ্যই দরকার।..'

পাশ থেকে শিক্ষক বললেন, 'বেশ বেশ, এখন আপনার বক্তব্য বলুন।'

ইমতিয়াজ আমতা আমতা করে বলল, 'মানে আমি বলতে চাই, টাগোর সুদূর ইন্ডিয়া থেকে কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে এসে এত কিছু বুঝে ফেললেন আর এই দেশের এত বড়ো বড়ো বিদ্বান ব্যক্তিরা কেউ তা বুঝল না? তারা আসলে কী চেয়েছিল?'

'তনুশিরি, আৎভিচায়েতে, শ্‌তো খাতিলি নাশি লিদেরি (তনুশ্রী, উত্তর দিন, আমাদের নেতারা কী চেয়েছিলেন)?' শিক্ষক তনুশ্রীর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন।

তনুশ্রীও হেসে বলল, 'সেটা আমি জানি না। তাঁরাই বলতে পারবেন কী চেয়েছিলেন তাঁরা। আমি বরং পড়া শেষ করি?'

শিক্ষক বললেন, 'হ্যাঁ, আগে পড়া শেষ হোক। তার পর প্রশ্ন করা যাবে। নাদা জাদাচ উম্‌নিয়ে ভাপ্রোসি (বুদ্ধিমান প্রশ্ন করা উচিত)।'

ইমতিয়াজ লজ্জা পেয়ে বোকার মতো হাসতে লাগল। তনুশ্রী আবার পড়তে শুরু করল। এবার সে জর্জ অরওয়েলকে নিয়ে এল। সে আমাদের জানাল রবীন্দ্রাথের সেই জবরদস্ত ডাক্তারকেই পাওয়া যাচ্ছে অরওলেলের 'নাইনটিন এইটি ফোর' উপন্যাসে, এখানে সে ডাক্তার নয়, 'বিগ ব্রাদার'। তনুশ্রী মার্কিন এক সমালোচকের কথা আমাদের শোনাল, যিনি লিখেছেন যে অরওয়েল একটা নতুন কথা বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন। সেটা হচ্ছে, পৃথিবীর শেষ অলিগার্খিক্যাল রেভ্যুলেশন সংঘটিত হবে সম্পত্তির মালিকদের দ্বারা নয়, যেমনটি আমরা মনে করি বা ভাবতে অভ্যস্থ। এর হোতা হবে বুদ্ধিজীবীরা — নতুন অভিজাত আমলা, বিশেষজ্ঞ, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, জনমত বিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষক ও পেশাদার রাজনীতিক। তনুশ্রী অরওয়েলের এক সাক্ষাৎকারের একটি উদ্ধৃতি দিল, 'আমি বুদ্ধিজীবী শব্দটি সম্পর্কে সিরিয়াস। উপহাসপ্রিয়, অন্যকে খোঁচা মারতে পারদর্শী বা তোতা পাখির মতো কেবল পুনরাবৃত্তিতে সক্ষম বুদ্ধিজীবীদের আমি সহ্য করতে পারি না।'

অরওয়েল অধ্যায়ের শেষে তনুশ্রী আমাদের বলল, 'আমি কোনো নতুন কথা আপনাদের শোনালাম না। অরওয়েলকে নিয়ে প্রচুর বই লেখা হয়েছে। নতুন করে ব্যাখ্যার অবকাশ দেখি না। রাশিয়ার অতীত, বর্তমান অবস্থা এবং অদূর ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার একটা ধারাবাহিকতা খোঁজার চেষ্টা করলাম মাত্র।'

এরপর সে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল আর্কাদি নিকোলায়েভিচ শেভচেন্‌কোর লেখা বই 'ব্রেকিং উইথ মস্কো'র সঙ্গে। বিশ্বাসঘাতকটির কথা আমি শুনেছি। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির একজন হোমরা-চোমরা ছিল সে। চাকরি করত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। একসময় জাতিসংঘের পলিটিক্যাল অ্যান্ড সিউরিটি কাউন্সিলের আন্ডার

BanglaBook.org

সেক্রেটারি পদে ছিল। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে আন্দ্রেই গ্রোমিকো তাকে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করেছিলেন। গ্রোমিকোর ছেলের ক্লাসমেট ছিল নাকি সে। তারপর আমেরিকায় সোভিয়েত পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হল। সম্ভবত ৭৭/৭৮ সালে আমেরিকার চর বনে গেল। এফবিআই আর সিআইএর পদসেবা করতে লাগল, নিজের দেশের গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য পাচার করতে লাগল। তারপর সে এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়েনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে আমেরিকান শিবিরে পাকাপাকি ঠাঁই করে নিল। বউকে চিঠি লিখল, 'যেসব লোককে আমি ঘৃণা করি তাদের সঙ্গে আর কাজ করাও সম্ভব নয়, বাস করাও সম্ভব নয়—তা সেটা মস্কোতেই হোক আর নিউইয়র্কেই হোক। আমরা এখানে একটা নতুন জীবন আরম্ভ করতে পারি যেখানে মানুষকে অযথা মারা হয় না, যেখানে মানুষ নিঃশঙ্ক জীবন যাপন করে।' কিন্তু বউ আত্মহত্যা করল। ব্রাভো সিস্ত্রা! নাসতাইশায়া সাভিয়েৎস্কায়া ঝে! (সাবাস ভগিনী! সত্যিকারের সোভিয়েত যে!) ছেলেমেয়ে মস্কোতে পড়াশোনা করছিল। তারা এখানেই থেকে গেল, কুলাঙ্গারটা বিয়ে করল এক মার্কিন মহিলাকে। ১৯৮৫ সালে সে লিখতে আরম্ভ করল 'ব্রেকিং উইথ মস্কো'। বইটি আমার পড়া হয় নি। দেখি তনুশ্রী আমাদের কী শোনায়, তাকে সে রবীন্দ্রনাথ আর অরওয়েলের (এ দুজনকেই আমি খুব পছন্দ করি) পাশে নিয়ে এল কেন।

শেভচেন্‌কো সম্পর্কে কিছু পরিচিতিমূলক কথাবার্তা বলে তনুশ্রী তাঁর বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া আরম্ভ করল :

'আমার শৈশব আর যৌবনকালে চারপাশের সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমাকে ছাঁচে ফেলে একজন সুস্থ স্বাভাবিক সোভিয়েত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রবৃত্ত ছিল। কিন্তু মাঝেমধ্যে সোভিয়েত জীবনধারার কিছু অন্ধকার দিক আমার মধ্যে অসন্তোষ আর বিরক্তি সৃষ্টি করত, কথায় আর কাজে ফারাক আমার মধ্যে এক ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের উদ্রেক করত। কিন্তু সব গলদেরই একটা চটজলদি বিশ্লেষণ আমাদের সামনে খাড়া করা হত, সেটা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন আদর্শ এক দেশ যেখানে এক স্বর্ণযুগ গড়ে তোলা হবে খুব শীঘ্রই এবং যেহেতু কোনো নতুনই কঠোর সংগ্রাম বা ভুলত্রুটি ছাড়া জন্ম নিতে পারে না সেহেতু... ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা নির্ধারিত নকশায় আমাদের চিন্তা করতে শেখানো হল। যান্ত্রিকভাবে ফরমুলায় বাঁধা কথা বলতেও শিখে গেলাম ধীরে ধীরে। কমিউনিস্ট পার্টির সব শিক্ষা, সব সিদ্ধান্ত, সব মতামত প্রশ্নহীনভাবে বিশ্বাস করতে এবং অন্ধভাবে অনুসরণ করতেও শেখানো হল আমাদের। আমাদের শিক্ষকরা সবসময় আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করতেন যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিশ্বের বাকি লোকদের কাছে আমরা মডেল হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে বাধ্য, যেমন করেছিলেন আমাদের বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রমুখ বহুজাতিক যৌথ সোভিয়েত সমাজের সদস্যরা।..'

'...মস্কো স্টেট ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশানস্-এ যখন পড়তাম, আমাদের অধ্যাপকরা বারবার আমাদের মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করতেন যে,

BanglaBook.org

সোভিয়েত সমাজ শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা শাসিত হচ্ছে। আসলে প্রলেতারিয়েতকে বঞ্চিত করত, ঠকাত এবং এখনো ঠকায় এলিট শ্রেণী। দু'একজন প্রলেতারিতকে অবশ্য 'হিরো অফ সোশ্যালিস্ট লেবার' খেতাবে ভূষিত করা হয়, সেটা করা হয় নেহায়েত প্রপাগান্ডার স্বার্থে। আমাদের চলচ্চিত্রে, নাটকে, খবরের কাগজে, জার্নালে, পাঠ্যপুস্তকে সোভিয়েত সমাজকে শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বর্গ হিসেবে বর্ণনা করা হত। আসলে তা যে ছিল না এটা আমি বুঝতাম। সবাই যে এখানে সুখের সাগরে ভাসছে না, এটা না দেখতে পাওয়ার মতো অন্ধ আমি ছিলাম না।..'

'..মার্কস, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও রুশ বিপ্লব এবং তার নেতাদের সম্পর্কে বহু তথ্য আমাদের কাছে গোপন রাখা হত। ত্রৎস্কির কোনো রচনা কোথাও পাওয়া যেত না। বিদেশে গিয়ে প্রথম আমি রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বাসযোগ্য একটি ইতিহাস পড়ার সুযোগ পাই। তার আগে ত্রৎস্কি সম্পর্কে জানতাম, তিনি বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। জিনোভিয়েভ, কামিনিয়েভ, বুখারিন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নেতাদের কোনো রচনা পড়ারও সুযোগ পাই নি আমরা। কারণ এঁদের নামের আগেও বিশ্বাসঘাতক, দেশোদ্রোহী, জনগণের শত্রু ইত্যাদি তকমা লাগানো হত। একইভাবে আমেরিকায় বসে আমি প্রথম জানতে পারি যে, কার্ল মার্কস ছিলেন সেন্সরশিপের ঘোর বিরোধী। তিনি বলেছিলেন, সেন্সরশিপ একটি নৈতিক অপরাধ, যা কেবল খারাপ ফলাফলই দিতে পারে।.. মার্কসবাদ বিষয়ে আমদের পড়াশোনার ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ। সবচেয়ে বেশি স্তালিনের লেখা পড়তে হত আমাদের। মার্কস ও লেনিনের রচনার অংশবিশেষও আমাদের পাঠ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল। এঙ্গেলস ও মাও-সে-তুঙের রচনা নির্বাচনের সময় যথেষ্ট বাছবিচার করা হত।..'

উদ্ধৃতির পর উদ্ধিতি দিয়ে যেতে লাগল তনুশ্রী। মাঝে মাঝে নিজের কথা খুবই সামান্য। এই প্রবন্ধে তার নিজের বক্তব্য হচ্ছে — যতোটুক আমি বুঝতে পারছি — সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একেবারে ভিত্তিমূলে কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি আছে। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিগুলো দিয়ে তনুশ্রী মনে হয় দেখাতে চায় নি যে এই ব্যবস্থার কর্ণধাররা শয়তান বা ভণ্ড ছিল। শেভ্‌চেন্‌কোর বই থেকে সে যে উদ্ধৃতিগুলো দিচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে সে সেটাই প্রমাণ করতে চাইছে।

বেশ দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লিখেছে তনুশ্রী। খেটেছে প্রচুর। সহপাঠী ছেলেমেয়েরা রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। এই না আমাদের তান্‌সিবাল্‌নি ফাকুল্‌তিয়েতের গর্ব। কিন্তু তনুশ্রীকে এখন রীতিমতো অসুস্থ দেখাচ্ছে। একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে সে। অন্য কেউ লক্ষ করছে কি না জানি না, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সে অসুস্থ। এখন তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত। নইলে সে ধপ করে পড়েও যেতে পারে।

কিন্তু না। তনুশ্রী তার প্রবন্ধটি শেষ করল। তবে কারো প্রশ্ন বা মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করল না। তাড়াতাড়ি নিজের সিটে ফিরে গিয়ে বসে পড়ল। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিছু বলার তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। ক্লাস ভেঙে গেল, সবাই বেরিয়ে পড়ল। আমি তনুশ্রীর কাছে গিয়ে বসলাম।

BanglaBook.org

'কী হয়েছে, এমন দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?'

'কেমন দেখাচ্ছে?' তনুশ্রীর কণ্ঠে ভয় না তাচ্ছিল্য বুঝতে পারছি না।

'ফ্যাকাসে লাগছে। শরীর খারাপ?'

'একটু খারাপ।'

'রুমে ফিরবে? চল, তোমাকে রেখে আসি!'

'স্পাসিবা। এত খারাপ নয় যে একা যেতে পারব না।'

আমার খুব খারাপ লাগল। আর কিছু বললাম না। সে-ও চুপ করে রইল। বসে বসে দম নিচ্ছে। যেন অনেকটা পথ হেঁটে এল। আর সেই পথ হাঁটতে যেন আমিই তাকে বাধ্য করেছি, তাই আমার ওপরেই সব রাগ। ফাঁকা হলঘরে একা চুপচাপ বসে রইল তনুশ্রী। অবাঞ্ছিতের মতো কেন তার পাশে বসে আছি আমি? আহত বালকের মতো দুর্বল কণ্ঠে 'যাই' বলে আস্তে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন সকালে ক্লাসে গিয়ে দেখলাম তনুশ্রী আসে নি। নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গতকালই তাকে অসুস্থ দেখাচ্ছিল। মন বলল, ছুটে যাই তাকে দেখতে। কিন্তু পরক্ষণে মনে হল সে হয়ত বিরক্ত হবে। কিন্তু কেন বিরক্ত হবে? অসুখ করলে আমি কি ওকে দেখতে যেতে পারি না? নিজেকে অভিজিৎ বা দীপঙ্করের জায়গায় দাঁড় করিয়ে যেতে পারি না? কিন্তু সে তো আমাকে ওদের মতো করে নিচ্ছে না। সে তো ঠাণ্ডা, গম্ভীর—কথা বলতে চায় না। আমার সঙ্গে তার ব্যবহার এখন দুর্ব্যবহারের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। ওদের সঙ্গে সে এমন ব্যবহার করতে পারবে না।

হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তনুশ্রীর রুমমেটের সঙ্গে। জিগ্যেস করলাম তনুশ্রী ক্লাসে আসে নি কেন। মেয়েটি জানাল তনুশ্রী সকালে পলিক্লিনিকে গেছে।

'কেন? কী হয়েছে?'

তনুশ্রীর রুমমেট মুচকি হেসে বলল 'তেমন কিছু নয়।'

মেয়েদের কতরকম মেয়েলী অসুখ থাকে, সেসব কথা জিগ্যেস করতে নেই। আমি মনে মনে অপেক্ষা করতে লাগলাম পলিক্লিনিক থেকে কখন তনুশ্রী ক্যাম্পাসে আসে।

আমার অপেক্ষার ধরনটা এমন যে তনুশ্রীর সঙ্গে আমার যেন খুব জরুরি একটা কাজ আছে। সেটা না করা পর্যন্ত যেন আমার অন্যসব কাজ ও ভাবনা আটকা পড়ে আছে। অথচ তৃতীয় পিরিয়ডের ক্লাসে তনুশ্রী যখন এসে ঢুকল, আমি বেকার হয়ে গেলাম। আমার সব অপেক্ষার অবসান হয়েছে, অপেক্ষা করাই ছিল কাজ সে কাজ শেষ, আমি এখন বেকার।

আর ক্লাস শেষে সবাই বেরিয়ে আসবার সময় করিডরে আমরা কাছাকাছি হলে তনুশ্রী যখন 'ভালো আছ ?' বলে একবার আমার মুখের দিকে চাইল, তখন হ্যাঁ-সূচক মৃদু মাথা দোলানো ছাড়া কোনো কথা আমি খুঁজে পেলাম না। ওর কুশল জিজ্ঞাসার জবাবে অন্তত ভদ্রতা করে 'তুমি ভাল তো?' বা এই ধরনের কিছু বলা উচিত জেনেও

BanglaBook.org

আমি কিছু বলতে পারি না। কেবল ওর পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি। ও পেছনে একবারও না তাকিয়ে কেন্টিনের দিকে এগিয়ে যায়, আর আমি হ্যাংলার মতো দেখাচ্ছে জেনেও ওর পিছু পিছু হাঁটতে থাকি। তারপর যথারীতি কেন্টিনের লাইনে দাঁড়াই। কচ্ছপের গতিতে লাইন এগোয়, আমরা একজনের ঠিক পেছনেই আরেকজন, অথচ কেউ কোনো কথা বলি না। আমি কথা খুঁজে পাই না, আর সে মনের মধ্যে অনেক কথা জমা করে রেখেও (আমার ধারণা তাই) চুপ করে থাকে। খাবার নিয়ে আমরা এক টেবিলে মুখোমুখি বসি, নীরবে খাই, আর আমার বোধ হতে থাকে, এ এক অস্বাভাবিক অবস্থা। কথা নেই তাই চুপচাপ, স্বাভাবিক নীরবতা — ব্যাপারটা এরকম নয়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে একটা টেনশন চলছে। তনুশ্রীর মুখমণ্ডল গম্ভীর, চোখের নিচে ক্লিষ্টতার ছাপ : একটা বিরক্তি বা অস্বস্তির মতো কিছু আছে। এবং সে আমার সঙ্গে কথা বলছে না ইচ্ছে করেই। অথচ আমি যদি এখন জিজ্ঞাসা করি কী হয়েছে? সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করবে, 'কই কিছু হয় নি তো!' যেন আসলেই কিছু হয় নি। আমি বরং অন্য কথা বলি, 'শেভচেন্‌কোর বইটা তোমার কাছে আছে?'

'না। ওটা প্রফেসর স্মারোদিনোভের বই।'

'ফেরত দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি চাইলে পড়তে দেবে না?'

'চেয়ে দেখতে পার।'

এই রকম তার কথাবার্তার ছিরি!

এবার হঠাৎ বলি, 'আচ্ছা, তোমার এক বন্ধু ছিল না, তন্ময়? সেই যে তোমরা ট্রেনে উঠে বসতে, তারপর যতদূর ট্রেন যায়, তারপর হুট করে এক অচেনা স্টেশনে নেমে...।'

'কেন জিগ্যেস করছ বল তো?' আমাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল সে। আমি যে হঠাৎ একটা পাগলের মতো — মানে, প্রসঙ্গ ছাড়াই হঠাৎ এ রকম প্রশ্ন করা পাগলামোর লক্ষণ...। না, তনুশ্রীর বন্ধু তন্ময় — যার কথা তনুশ্রী নিজে মুখে না বললে আমি কখনো জানতে পেতাম না — তার কথা জানতে চাওয়া, তার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করা ঠিক নয় বা অশোভন কিছু ব্যাপার তা নয়। কথা হল, কেন, হঠাৎ কোনো প্রসঙ্গ ছাড়াই, এমনকি এক-দেড় ঘণ্টা পাশাপাশি নীরবে কেটেছে আমাদের, আর এরই মধ্যে হঠাৎ করে অত দূরের একটা বিষয় কেনই বা আমার মনে এসে পড়ল আর কেনই বা আমি তা তনুশ্রীর কাছে প্রকাশ করলাম। এটা খুব অসংলগ্ন, পূর্বাপর সঙ্গতিহীন একটা আচরণ হয়ে গেল বলে আমার খুব লজ্জা বোধ হল। কিন্তু কোনো ভানভণিতা না করে বললাম, 'না এমনি, হঠাৎ মনে পড়ল তাই।'

সে কিছু বলল না। আর কোনো কথা হল না। আমার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল। যে যার হোস্টেলে ফিরে গেলাম। নিজের সঙ্গে একটা বড়ো ধরনের বোঝাপড়া করতে হবে — এই মন নিয়ে আমি হনহন করে ঘরের দিকে ছুটলাম।

BanglaBook.org

রাত কেটে গেল এলোমেলো চিন্তায়। তনুশ্রীর সঙ্গে গায়ে পড়ে আর কথা বলতে যাব কি না তা নিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেল না। মনে একটা অস্বস্তি, একটা বিরক্তি কাজ করে চলল। ভয়ানক আলসেমি চেপে বসল সারা দেহমনে। গ্রীষ্মের সব আমেজ ফুরিয়ে বিষণ্ন গুমোট শরৎ আবির্ভূত হল। জানালার বাইরে পপলার আর ম্যাপল গাছের পাতায় হলুদ রঙ ধরল, বাতাসের উষ্ণতা হারিয়ে যেতে লাগল, শরতের ঠাণ্ডা বাতাসে শীতকালের নির্দয় গন্ধটা এখন টের পাওয়া যায়। আমি ঠিক করলাম কদিন ক্লাসে যাব না। সারা দিন রাত ঘর থেকে বেরুব না। সন্ধ্যায় মদ কিনে এনে ফ্রিজে সাজিয়ে রাখলাম। সারি সারি তিনটি বোতল, মস্কোভ্স্কায়া ভদকা।

রাতে অনিমেষ এসে ফ্রিজ খুলে সারিসারি মদের বোতল দেখে আশ্চর্য :

'কী ব্যাপার? এত বোতল?'

'বসে বসে খাব।'

'কেন? হলটা কী আপনার?'

'কিছু হয় নি। মদ খাওয়ার জন্যে কিছু হতে হয় না।'

অনিমেষ রান্না করে আমাকে খাওয়ায়। খেতে খেতে নিজের অকর্মণ্যতার অভিযোগ আমার মনের ভিতরে চাগিয়ে ওঠে : রান্নাটাও করে খেতে পারি না, সবাই যা খুব সহজে পারে। খাওয়া শেষে একটা বোতল খোলা হয়। অনিমেষ হাসির ছলে উপদেশ বর্ষণ করে 'একা একা মদ খাওয়ার অভ্যাস কইরেন না। ফিজিক্যালি এডিকটেড হয়ে পড়লে মহাবিপদ।' আমি কোনো উত্তর না করে গ্লাসে মদ ঢালি। অনিমেষ দুই ঢোক গিলে উঠে দাঁড়ায় 'আমি বাসায় গেলাম। এই যে ফোন নাম্বার রাখেন, কেউ খোঁজ করলে এ নাম্বারে ফোন করতে বলবেন।'

অনিমেষ চলে গেল। বাজে মাত্র রাত এগারোটা। একা মদ খাওয়া আসলেই একটা নিরানন্দ ব্যাপার। মদ্যপ না হলে কেউ বুঝি একা একা বসে মদ খেতে পারে না। বোতলটা ফ্রিজে রেখে ক্লাসের একটা বই নিয়ে বসি। নিজেকে ভোলানোর চেষ্টা। কিছু একটা করলে মনের অস্বস্তি কেটে যাবে, এ রকম আশা। কিন্তু বইয়ের পাতায় তনুশ্রীর মুখ ভেসে ওঠে। একেবারেই ছেলেমানুষী ব্যাপার। স্কুলে পড়ার সময় কোনো কোনো কিশোরীর মুখ ভেসে উঠত বইয়ের পাতায়। কী হাস্যকর ব্যাপার! কিন্তু এখন তনুশ্রীর মুখমণ্ডলকে প্রেমিকার মুখ বলে মনে হয় না। বরং তার রহস্যময় আচরণের একটা কিনারা খুঁজে পেতে মনটা আকুপাকু করে। আমি তার প্রেমে পড়ব এত সাহস আমার কই। কিন্তু প্রেম জাতীয় কিছু একটা ছাড়া আমার সঙ্গে তনুশ্রীর এরকম আচরণের আর কী কারণ থাকতে পারে?

অলক হালদার ডাকে, 'বন্ধু, ও বন্ধু, ঘরে আছনি? দাবা খেলবা না?.. হাবিব আজ আমি তোরে খাইছি রে। আজ তোর জামা-কাপড় পর্যন্ত বেচা লাগবে। দরজা খোল, ঘাপটি মাইরা থাকিস না।'

দরজা খুলে দিই। অলক ঘরে ঢুকে বসে রথম্যানস সিগারেটের প্যাকেট খুলে ধরে আমার দিকে, 'লে সিগারেট খা, আর হারার জন্যে রেডি হ।'

BanglaBook.org

'আজ আমি খেলব না রে। আমার শরীরটা খারাপ।' একটা সিগারেট নিয়ে ধরাতে ধরাতে বলি।

'ওইসব চলবে না। খেলবি না মানে?'

'সিরিয়াসলি, শরীর খারাপ। কাল খেলব।'

'ক্যান? হইছেডা কী তোর? ওরে শালা, মাল টাইনা আইছ। ওঁহ্ কী পচা মদ খাইছস রে? এ রকম গন্দ ক্যান?'

অলকের বড়োলোকী দেখে আমার রাগ হল। মস্কোভ্স্কায়া ভদকার গন্ধ সে চেনে না এমন ভাব করলে গালে কষে একখানা চড় মেরে ওর ফুটানি ছুটিয়ে দেওয়া উচিত। এখন সে স্মিরনোফ্ খায়, এটা জাহির করার জন্যে মস্কোভ্স্কায়া ভদকাকে পচা মদ বলার দরকার পড়ে না।

আমি ফ্রিজ থেকে খোলা বোতলটা বের করে টেবিলে রেখে দু'টো গ্লাস টেনে নিলাম। অলক একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? উপলক্ষটা কী?'

'গতকালকের জিত্। নে।'

'তাহলে আজকে খেলে হার আগে। হারজিতের টোস্ট একসাথে করা যাবে।'

'না দোস্ত। আজ মন ভাল নাই। নে, আজ দুজনে মদ খাই আর গল্পসল্প করি।'

'খাড়া, আমি একটা ক্যাসেট আনি, দারুণ একখান ছবি পাইছি। রেড হিট, রেড স্কোয়ারে শ্যুটিং হইছে।' বলতে বলতে অলক বেরিয়ে গেল আর একটু পরেই একটা ভিডিও ক্যাসেট এনে ভিসিপি জুড়ে দিয়ে অনিমেষের ডিভানে আয়েশ করে বসল। ছবি দেখতে দেখতে আমরা মদ খেতে থাকলাম।

ইংরেজি ছবিটার নায়ক আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার। ছবিতে সে অভিনয় করেছে এক সোভিয়েত পুলিশের চরিত্রে। রুশ সাবটাইটেল থাকায় ছবিটার আগাগোড়াই আমরা বেশ উপভোগ করছিলাম। এক বোতল মদ শেষ হয়ে গেলে ছবিটার অন্তিম পর্বে সোভিয়েত পুলিশের চরিত্রে অভিনয়কারী নায়কটির শক্তিমত্তা, সৎসাহস আর প্রায়-নির্বোধ প্রকৃতির সরলতা দেখে অলক হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'দেখছ কী ভাল, কী সরল, কী নিষ্পাপ, কী শক্তিশালী! আহারে আমার সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষগুলা এত ভাল, এত সরল, এত নিষ্পাপ!'

এককালের ডাইহার্ড কমরেড অলক হালদার আজ ডলার ব্যবসা আর হংকং, সিঙ্গাপুর করে কাড়ি কাড়ি টাকার মালিক হলেও ওর মনটাতে, অন্তত মদের উত্তাপে এখন একটা কিছু ঘটে যাচ্ছে যার সঙ্গে আমার সলিডারিটি বোধ হয়। আমিও মদের ঘোরে অলকের গলা জড়িয়ে ধরি। তারপর গলাগলি করে মা-মরা দুই ভাইয়ের মতো কাঁদতে থাকি।

সকালে একটা কুৎসিত স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমার ঘরে আমাকে বেঁধে রেখে আমার সামনেই শুঁয়োরের মতো মোটা আর কালো অলক তনুশ্রীকে রেপ করছে। ঘুম ছুটে যেতে পাশে ঘুমন্ত অলকের পাছায় একটা লাথি মেরে ডেকে উঠি, 'এই শালা ওঠ্! ক্লাসে যাবি না?' লাথিটা বেশ একটু জোরেই হয়ে গেল। কিন্তু আমার কুৎসিত স্বপ্ন দেখায় অলকের তো কোনো হাত নেই। তাকে লাথি মারার অপরাধটাকে

BanglaBook.org

বন্ধুসুলভ আদরের রঙ দিতে ক্লাসের অজুহাত হাতড়াই। অলক কিন্তু আমার লাথির বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে নড়েচড়ে ভালো করে, আরও আয়েশ করে শোয় এবং নাক ডাকাতে শুরু করে। আমার অস্থির বোধ হয়, টয়লেট-বাথরুম সেরে এসে অলককে ক্লাসের কথা বলে হাতে-পায়ে ধরে তুলে দিয়ে খাতা-কলম নিয়ে ক্লাসের উদ্দেশে বের হয়ে ক্যাম্পাসের দিকে না গিয়ে নিজের অজান্তেই তনুশ্রীর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াই। দু'টো টোকা মেরে দরজা খোলার অপেক্ষা করতে করতে আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে ওঠে এবং দরজা খুলে ঘুম-জড়ানো চোখেমুখে, আলুথালু চুলে তনুশ্রী আমার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমার চোখের দিকে তাকালে আমার দুই ঠোঁট কেঁপে ওঠে এবং আমি আমার শুকিয়ে আঠালো হয়ে ওঠা জিভটাকে কসরতে নাড়িয়ে 'ক্লাসে যাবে না' বলতে গিয়ে বলে ফেলি 'ভাল আছ?'

'এসো' বলে তনুশ্রী দরজাটা আরও প্রসারিত করে ধরে। আমি, যেন সারারাত তার দরজায় ওঁত পেতে ছিলাম, যেন বহুপ্রতীক্ষিত সুযোগটা মিলেছে, সাৎ করে ঢুকে পড়ি এবং দেখতে পাই তনুশ্রীর রুমমেটের ডিভান ফাঁকা আর টেবিলের এলার্মক্লকটির কাঁটা আটটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে মাত্র।

মাত্র আটটা! এ তো আমার জন্য এখনও রাত! লজ্জায় আমার দুই কান পুড়ে যেতে শুরু করে। তনুশ্রী খুব শান্ত, স্বভাবসুলভ গম্ভীর ভঙ্গিতে আমাকে 'বসো' বলে কেটলিতে পানি ঢেলে প্লাগ সংযোগ দিয়ে এটাচড বাথরুমে ঢুকে পড়ে। আমি জড়সড় বসে ঢিপঢিপ বুকে তার দাঁত ব্রাশ করার শব্দ শুনতে থাকি।

কী বলব ওকে? কেন সাতসকালে এলাম, কী অজুহাত দাঁড় করানো যায়? বলব নাকি যে, তোমার চিন্তায় আমি কাহিল? জিগ্যেস করব নাকি, কেন তুমি আমাকে একটা কথা বলতে চেয়েও বলছ না? কেন তুমি সেদিন সাতসকালে আমার ঘরে গিয়েছিলে? কেন আমার ঘুম ভাঙিয়েছিলে? আজ আমি তার প্রতিশোধ নিতে এলাম? নাকি সব সংকোচ, সব দ্বিধা এইবার জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে বলে ফেলি ভালবাসার কথা? কীভাবে? কেমন করে মানুষ ভালবাসার কথা জানায়? আমি তোমাকে ভালবাসি — এ রকম হ্যাংলামো কোনো ভদ্রলোকে করতে পারে? এটা কি একটা বেহায়া উক্তি নয়? না, আসাটা ঠিক হয় নি। মারাত্মক একটা ছ্যাবলামো হয়ে গেছে।.. এখন ওকে না বলে চলে গেলে কেমন হয়? অন্তত এই মুহূর্তের বিব্রতকর অবস্থা থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু পরে? পরে সেটা কি আরও বেশি ছ্যাবলামো মনে হবে না? আর না বলে চলে গেলে তনুশ্রী তো আমাকে পাগলও ঠাওরাতে পারে !

টয়লেট থেকে তনুশ্রী ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে এসে কেটলির প্লাগটা খুলে দিল। ইশ দ্যাখো, আমি এমনই আনমনা ছিলাম যে কখন পানি ফুটেছে খেয়ালই করি নি। ওরকম ভটভট শব্দ করে কেটলিতে পানি ফুটছে আর আমি একটা আস্ত বেআক্কেলের মতো বসে আছি। ছিঃ আমার পদার্থহীনতার শেষ নেই!

রুটি কেটে, মাখন-জেলি লাগিয়ে একটা একটা করে স্লাইস পিরিচে সাজিয়ে রেখে ফ্রিজ খুলে কয়েকটা ডিম নিয়ে, ফ্রাইপ্যান, হাতা, মারজারিনের প্যাকেট ইত্যাদি নিয়ে

BanglaBook.org

দরজা খুলে তনুশ্রী কিচেনে গেল। আর আমি একটা গাধা, অপদার্থ, গবেটের মতো বসে আছি। উঠে জিনিশপত্রগুলো কিচেনে নিয়ে যেতে একটু সাহায্য করব তা না...।

চোখের পলকে ওমলেট ভেজে নিয়ে এল সে। মৃদু স্বরে 'নাও' বলে চা বানাতে লাগল।

এইভাবে, আমার সীমাহীন বিহ্বলতা আর তনুশ্রীর বিস্ময়কর নির্বিকার আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে নাশতা ও চা পান শেষ হবার পর সে আমার সামনে চেয়ারে বসে অবশেষে জিগ্যেস করে, 'কী হয়েছে বল তো?'

আমি নিজেকে বলি : আমি একজন পুরুষ আর সে একটি মেয়ে। একটি মেয়ে, সে যতই ব্যক্তিত্বশালী হোক, তার সামনে একটা ছেলের এরকম ম্যান্দা মেরে থাকা চলে না। তাতে করে প্রাপ্য শ্রদ্ধাটুকুও মেলে না। বিনয়, সঙ্কোচ, স্বল্পভাষিতা ইত্যাদি খুবই ভাল গুণ। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে ন্যায্য আর শোভন প্রশ্নটা করতে না পারলে তুচ্ছ হতে হয়, মনোযোগ মেলে না, শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না। শুধু শ্রদ্ধা করলে শ্রদ্ধার প্রতিদান পাওয়া যায় না, নিজেকে শ্রদ্ধাভাজন করার জন্য এক লেভেলে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়। আর যে-প্রশ্নটা, যে-কৌতুহলটা তোমাকে এত যন্ত্রণা দিচ্ছে, এত পীড়িত করছে তা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা তুমি কেন করবে না? তনুশ্রী তোমার শান্তিভঙ্গের কারণ হয়েছে, এখন তুমি তাকে জিগ্যেস কর রহস্যটা কী। এই প্রশ্ন করার অধিকার তোমার আছে।

আমি তনুশ্রীর চোখে চোখ রেখে বলি, 'আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিলে তুমি?'

এবার তার একটু ভাবান্তর : চোখের পাতা পড়ে একবার। মাথাটা একটু নিচু হয়ে আসে। তারপর আমার চোখের ওপর চোখ রাখে সে। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে সে বলে, 'বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু এখন ডিসাইড করেছি তোমাকে বলব।'

আমার বুকের ভিতরে প্রথমে একটা হিমখণ্ড ভেঙে চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তারপর ক্রমশ একটা গরম ঘূর্ণি ঘনিয়ে উঠল।

'ইয়েস, আই মাস্ট টেল ইউ... দ্যাট আই কান্ট হেল্প দ্যাট... দ্যাট আই, আই, আই... হ্যাভ কনসিভ্ড...।'

কে যেন আমার হৃদপিণ্ডের নিচ দিক থেকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে আমাকে বসা থেকে দাঁড় করিয়ে দিল। মাথার ভিতরে প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করে দিল এক ঝাঁক শিশু। করোটির দেয়ালে চারদিক থেকে তারা দমাদম ধাক্কা কিল ঘুষি বসাতে বসাতে চিৎকার করে চলল। এবং আমার মাথাটা কড়মড় শব্দ করে ফেটে ভেঙে চৌচির হয়ে তনুশ্রীর ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। কবন্ধ হয়ে আমি 'কী হল, কী হল, হাবিব, অমন করছ কেন...' শুনতে শুনতে, শুনতে না পেয়ে, শ্রুতিকে বিভ্রম আর দৃষ্টিকে মায়া ভাবতে ভাবতে...

ডাক্তার বলল, 'আপনার শরীরে তো রক্ত নাই, যা আছে অ্যালকোহল, আর পেটে শুধু গ্যাস।'

BanglaBook.org

তনুশ্রী মনমরা হয়ে পাশে বসেছিল। বলল, 'খুব মদ খাচ্ছ ইদানিং?'

ওর একটি হাত আমার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, 'আর খাব না।'

ডাক্তার বলল, 'বিকেলে চলে যেতে পারেন। ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া করবেন আর মদটদ একটু কম খাবেন। নইলে আবার আসতে হবে, তখন কিন্তু ছুরি-কাচি চালাতে হবে।'

বিকেলে আমি হাসপাতাল থেকে হস্টেলে ফিরে এলাম। তনুশ্রী সঙ্গে এল না। আমি খুব করে বললাম কিন্তু সে ঠাণ্ডাভাবে বলল, 'না, ঘরে যাই।'

যাক, দূরে থাকা আর কাছে থাকা এখন সমান কথা, এখন তো সে আমার মন জুড়ে আছে। শরীরে ক্লান্তি, কিন্তু মনে কোনো অবসাদ নেই। একটা অহংকার, একটা সুখ, একটা প্রশান্তি আমাকে অধিকার করে আছে। আমি বাবা হচ্ছি। বাবা হওয়া কম কথা নয়। এখন একটু হৈচৈ করা গেলে মন্দ হত না। ওরে, কে কোথায় আছিস, আয় তোরা দেখে যা বাবা হবার আনন্দে হাবিবের এখন কী তূরীয় দশা!

আজিজ এল চা চাইতে, আমি উদার হস্তে পুরো এক কাপ চা পাতি দিলাম ওকে। ডান পাশের ঘরের স্টিভেন ক'দিন ছিল না, আজ এসে আবার উচ্চগ্রামে মিউজিক বাজাতে শুরু করেছে। আজ ওকে ভলিউম কমাতে বলব না। পল-কাদির ছেলেটাকে কেন জানি হঠাৎ দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এ-মুহূর্তে ওরা বোধহয় ঘরে নেই। অলক যদি দাবা খেলার জন্য ডাকতে আসে আজ আর না বলব না, ও চাইলে সারারাত খেলব।

সন্ধ্যায় অনিমেষ ঘরে ফিরে দুষ্টামি করে বলল, 'বাইরে রাত কাটাতে শুরু করলেন? তা ছিলেন কোথায়?'

'তুমি যা ভাবছ, তা নয়। আমি হাসপাতালে ছিলাম।'

'মানে, কী হইছিল? বলেন নি কেন? কখন গেছিলেন হাসপাতালে?'

'কাল সকালে ফিট হয়ে পড়ে গেছিলাম। তনুশ্রীর ঘরে। ও অ্যামবুলেন্স ডেকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিল।'

'কেন? ফিট হয়ে গেছিলেন কেন?'

'গ্যাস্ট্রিক। মাথা ঘুরে উঠেছিল হঠাৎ।'

'যে অনিয়ম আপনে করেন, গ্যাস্ট্রিক তো হবেই।'

দরজায় টোকা পড়ল। অনিমেষ দরজা খুলে দিলে তিনজন অচেনা লোক ঢুকে পড়ল। অনিমেষ 'আসেন, বসেন' বলে দরজা বন্ধ করে দিল। লোকগুলো একে একে নিজেদের নাম বলে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। অনিমেষ তারপর বলল, 'আপনারা তো টাকা দিছেন পাকিস্তানিটারে। মুক্তাদির সাহেবকে তো আপনারা টাকা দ্যান নি।'

'মুক্তাদির সায়েবই তারে টাকা দিতে কইছে দাদা। মুক্তাদির সায়েব কইল জার্মান অ্যামবাসির সাথে পাকিস্তানিটার ভাল খাতির আছে, ভিসা পাওয়া যাবে। এর আগে নাকি অনেক লোকরে সে ভিসার ব্যবস্থা কইরা দিছে।' ওদের একজন বলল।

'জানি না ভাই, সেটা আমি বলতে পারব না।' অনিমেষ বলল।

BanglaBook.org

'মুক্তাদির সাবে কই? হে আমাগো দ্যাখা দিতাছে না ক্যান?'

'উনি এখন কী করবে? উনার কী করার আছে?'

'কিছুটা দায় তো উনার ঘাড়েও বর্তায় দাদা, উনি না বললে তো আমরা ওই পাকিস্তানিরে টাকা দিতাম না।'

'এ ব্যাপারে আমার কিছু করার ক্ষমতা নাই।'

'দয়া করেন দাদা, অন্তত কিছু ট্যাকা যদি ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় তাহলেও আমরা বাঁচি। নাহলে আমরা একেবারে মারা গেছি দাদা।'

'আমি কী করতে পারি বলেন? আপনারা না বুঝেশুনে কেন মস্কো আসলেন, কেনই বা অচেনা একটা লোককে টাকা দিতে গেলেন? আমি কী করতে পারি? আমি তো পাকিস্তানিটারে দেখিও নি। আপনাদের টাকা উদ্ধার করে দিব কিভাবে?'

'আপনে মুক্তাদির সাবরে একটু কন দাদা। উনি কিছু ট্যাকা ফেরত দেক।'

'আবার আপনারা সাহেবের কথা বলেন? টাকা কি উনারে দিছেন? উনি কেন আপনাদের টাকা দিতে যাবে কন তো দেখি?'

'অন্তত উনার সাথে আমাগো একবার দ্যাখা করায়ে দ্যান দাদা, আল্লা আপনার ভাল করবে।'

'মহা মুশকিল!' অনিমেষ আমার দিকে তাকাল। আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল ওর এইসব উটকো জনসেবা দেখে। লোকগুলোকে এবার আমি বললাম, 'শোনেন, আপনারা ফেঁসেছেন আপনাদের আক্কেলের দোষে। মুক্তাদির সাহেব আমাদের সিনিয়র ভাই, তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভাল। আপনাদের উপকার করতে গিয়ে সম্পর্ক খারাপ করতে আমরা পারি না। আপনারা নিজেরা চেষ্টা করেন, দ্যাখেন তার দ্যাখা পান কি না। আপনাদের মাঝখানে আমাদের নাক গলানোর কী অধিকার আছে?'

'দেশের মানুষ হয়ে যদি এরকম কথা বলেন ভাই...।'

আমি বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে অলকের ঘরে গেলাম। অলক আর বাবর রান্নার আয়োজন করছে।

'আইছ বন্ধু, আইয়ো। খাওয়া দাওয়া কইরা খেলতে বসুম, আজ তোমারে ন্যাংটা কইরা ছাড় ম ক্যামন?' অলক হাসতে হাসতে বলল।

বাবর বলল, 'কী রে, তুই নাকি হিচকা লাইগা পইড়া গেছিলি? তা তনুশ্রীর ঘরে গিয়া ক্যান? চড় লাগাইছিল নাকি?'

'তুই শুনলি কোথায়?'

'শুনুম না? তনুশ্রীর রুমমেট আমার ক্লাসমেটের ইয়ে না?'

অলক বলল, 'কী রে? মালাউন মাইয়ার লগে তোর কিছু হইছে নাকি? ও মাইয়ার তো ফুটানি বেশি, বইয়ের ভাষায় কথা কয়, আর আমাগো বাংলাদেশিগো নমশুদ্র মনে করে।'

'কীভাবে জানলি তুই? আলাপ আছে নাকি?'

BanglaBook.org

'আলাপ লাগে নাকি? দুয়েকটা কথাতেই বুঝা যায়। ওরা কী, চৌধুরী না রায় বাহাদুর?'

'চক্রবর্তী।'

'ঘটি না বাঙাল?'

'এপারের। সাতচল্লিশে চলে গেছে।'

'সাবধান হাবিব! যারা দ্যাশ ছাইড়া গেছে এরা বাংলাদেশের নাম শুনলে জ্বলে ওঠে। বাংলাদেশ এদের চক্ষুশুল।'

'তাহলে তো ভালই, কিছু ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। নিরাপদ দূরত্ব বজায় থাকে।'

'না, কইতেছিলাম তুই যেন তার প্রেমে না পড়িস। সে তো পড়বেই না সেটা জানা কথা।'

'কেন? এ রকম শিওর হয়ে বলতে পারিস কিভাবে? কলকাতার মেয়েরা কি বাংলাদেশের ছেলেদের প্রেমে পড়ে না?'

'দ্যাখা, একটা উদাহরণ দ্যাখা যে এপার থেকে চলে গেছে এরকম কোনো হিন্দু ছেলেমেয়ে বাংলাদেশের কারো প্রেমে পড়ছে।'

'মস্কোতে নাই বলে কি কোথাও নাই? মস্কোতে কলকাতার মেয়ে আছেই তো মাত্র তিন-চারজন।'

'সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে পাবি না। দিল্লির মেয়েরা, চাইকি কেরালার মেয়েরাও বাংলাদেশি ছেলেদের সাথে প্রেম করতে পারে, বিয়াও করতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা না।'

'এটা তোর মনগড়া কথা। তোর ইনটেনশনটা বোধ হয় এ রকম, তুই নিজে হিন্দু বলে। তোর মতে যারা বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তারা যেন বাংলাদেশের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক না রাখে। এটা রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে। যে-দেশের লোকেরা ভিটামাটি থেকে তাড়ায়ে দিছে তাদের সঙ্গে আবার কিসের সম্পর্ক? এটাই তো বলতে চাস তুই? তুই হলে হয়ত তাই করতিস। কিন্তু সবাই এরকম মনে করে না।'

'বুদ্ধিজীবী মার্কা আবিসনেনিয়ে (ব্যাখ্যা) মারাইয়ো না। যেটা সত্যি আমি সেডা কইলাম। আমি তো ম্যালা ঘটনা দেখছি। কলকাতার কোনো মেয়ে যদি আমারে বিয়া করতে রাজি হয় তাহলে সে শর্ত দিবে, আমারে বাংলাদেশ ছাড়া লাগবে, তার সাথে কলকাতা যাইতে অইব। তুই বাল কী জান?'

'ঠিক আছে জানি না। জানার দরকারও নাই। রান্না চড়া, ক্ষিদা লাগছে।'

'মদ আন, তোর ঘরে না কয়টা বোতল দেখলাম কাল?'

'ডেলি মদ খাওয়া লাগবে না। আজ আমার শরীর ভাল না। ডাক্তার কয় আমার রক্তে নাকি খালি অ্যালকোহল।'

'আরে থো তোর ডাক্তার। হালার পুতেরে জিগাইলি না আপনার নিজের রক্তে কি অ্যালকোহল ছাড়া কিছু আছে? যা নিয়ে আয় একটা বোতল।'

BanglaBook.org

রাত যখন একটা, আমি মাতাল হয়ে অলকের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে জ্যাকেট নিয়ে রাস্তায় বের হই। হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়াই তনুশ্রীদের হস্টেলের গেটে। গেট বন্ধ। ভিতরে একটামাত্র বাতির নিচে বসে আছে স্তালিনের মত গোঁফঅলা বাখতিওর (গেটকিপার)। আমি কাচের গেটে ধাক্কা দিয়ে তাকে ডাকলাম। সে দেয়াল ঘড়িটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। আমি তাকে হাত নেড়ে ইশারায় ডাকলাম। সে কাছে এল। বলল, 'কী?'

'পাঁচ মিনিটের জন্য ঢুকতে দ্যান। আমার ক্লাসমেটের কাছে খুব দরকার।'

'কাল সকালে।'

'উমালায়ু ভাস, (মিনতি করছি) পাঁচ মিনিটের জন্য।'

'নি কাক নিয়েৎ (কোনোভাবেই না)।'

'নু পাজালুইস্তা (প্লিজ)!'

'থাক কোথায়?'

'আট নম্বর ব্লকে।'

'দকুমেন্ত?'

আমি আইডি কার্ড বের করে দেখালাম। বাখতিওর হাই তুলে বলল, 'কাল সকালে।'

'তাহলে দকুমেন্ত দেখতে চাইলেন কেন?'

'খাতেলোস (মন চাইল)।'

'ভেদ এতা নি শুৎকা, মিনিয়ে সিরিওজনা নাদা (ইয়ার্কি নয়, সিরিয়াসলি আমার দরকার)।'

'ইয়া নি শুচ্চু (ইয়ার্কি করছি না)।'

'তালা খোলেন, আমার কাছে আমেরিকান সিগারেট আছে।'

'সিগারেট দরকার, কিন্তু ভিতরে যেতে দেব না।'

'আচ্ছা না দিলেন, খোলেন, সিগারেট খান।'

তালা খুলে দিল গোমড়ামুখো লোকটা। আমি ঢুকে পড়লাম। রথম্যানসের প্যাকেটটা খুলে এগিয়ে ধরলাম তার দিকে।

একট সিগারেট টেনে নিতে সে বলল, 'আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে।'

'তাহলে একটা নিচ্ছেন কেন? আরও নেন।'

'তোর লাগবে না?' বলে সে আর একটা টেনে নিল।

'আরো নেন, আমার ঘরে আরো আছে।'

'না, আর লাগবে না, স্পাসিবা (ধন্যবাদ)। এখন যা, গেট লাগাব।'

'মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য যেতে দ্যান, প্লিজ।'

'না, হবে না। বের হ।'

'এতা নি ব্লাগাদারনাস্ত (এটা কৃতজ্ঞতা নয়)।'

BanglaBook.org

'ওখ্ তি খিৎরি! ভোত্ বিরি ত্ভায়ি সিগারিয়েতি (ওরে ধূর্ত! এই নে তোর সিগারেট)।'

'না না, ঠিক আছে। এমনি বললাম। আমি তো ঘুষ দিই নি। ঠিক আছে চলে যাচ্ছি। কিন্তু কী জানেন, আমার দরকারটা খুব জরুরি ছিল। আর আপনি এত কড়া নিয়ম দেখাচ্ছেন, খুঁজে দেখলে এখন এই হস্টেলে কতজন ছেলে পাওয়া যাবে জানেন?'

'জানি। তারা গেট বন্ধ করার আগে ঢুকেছে। এখন ঘরে ঘরে তল্লাশী করে তাদের বের করে দেওয়া সম্ভব না। তাছাড়া ওদের কেউ কোনো ক্রাইম করলে নিস্তার পাবে না।'

'আমি কি ক্রাইম করতে যাচ্ছি মনে করছেন?'

'কী জন্যে যাচ্ছিস?'

'খুব জরুরি একটা দরকারে। সেটা ক্রাইম হবে না। নিশ্চয়তা দিচ্ছি আপনাকে।'

'কিন্তু আমার দিক থেকে সেটা হবে নিয়মভঙ্গ করা।'

'কিন্তু কেউ তো জানছে না।'

'তবুও।'

'তাহলে সত্যি সত্যি যেতে দেবেন না?'

'না।'

'আমি যদি আপনাকে বড়ো একটা ঘুষ দেই?'

'খবরদার।'

'আপনি স্তালিনিস্ত নাকি?'

'ঘৃণা করি স্তালিনকে।'

'কেন?'

'খুনী, জল্লাদ ছিল।'

'তাহলে আপনি গর্বাচভের ভক্ত?'

'গর্বাচভ দুর্বল, তাকে দিয়ে কিছু হবে না।'

'আপনার নেতা তাহলে ইয়েলৎসিন?'

'হাঁ, ইয়েলৎসিন হচ্ছে মরদ।'

'তাহলে আপনার ঘুষ নিতে আপত্তি কেন?'

'ইয়েলৎসিন ঘুষ খেতে বলেছে নাকি?'

'না বললেও তার রাশিয়ায় ঘুষ তো খুব জনপ্রিয়।'

'বাজে কথা।'

'মোটেই বাজে কথা না। মস্কোর মেয়রও এখন ঘুষ খায়। আমাদের ফ্যাকাল্টির ডিনও।'

'ওসব বড়ো কারবারের খবর রাখি না।'

'বড়ো ঘুষ কি ঘুষ নয়?'

'মদ খেয়ে এসেছিস? বকছিস কেন এত?'

BanglaBook.org

'এই সিগারেটের প্যাকেটটা যদি পুরোটাই আপনাকে দিয়ে দেই, পাঁচ মিনিটের জন্যে ঢুকতে দেবেন?'

'না।'

'যদি একশ'টা রুবল দেই?'

'আখ্ তি নাখাল বালতুন! ইদি দামোই তিপির (আহ্ বেশরম বাচাল! ঘরে যা এখন)।'

'আপনি এত ভালো, এত সচ্চরিত্র কেমন করে হয়েছেন? নিশ্চয়ই সদবংশের সন্তান আপনি?'

'নু!' (হ্যাঁ-সূচক ধ্বনি)

'তাহলে আমার জরুরি দরকারটা আপনি একটু বিবেচনা করবেন না কেন?'

'নি বালতাই! নু ইদি। তোল্কা ভেরনিস্ বিস্ত্রা (প্যাচাল বন্ধ কর। যা, কিন্তু ফিরে আসবি তাড়াতাড়ি)।'

আমি দৌড়ে ঢুকে পড়লাম। ফাঁকা লিফট দাঁড়িয়ে ছিল। সোজা আটতলায় উঠে গেলাম। টোকা দিলাম তনুশ্রীর দরজায়।

তনুশ্রী দরজা খুলে দিল। এত রাতে আমাকে দেখে সে একটুও অবাক হল না, যেন সে জানত আমি আসব। আমার মুখ, জিভ, ঠোঁট সব শুকিয়ে কাঠ। কষ্ট করে একটা ঢোক গিলে বললাম, 'এক গ্লাস পানি দেবে?' সে আমাকে ভিতরে ঢুকতে বলল না। মনে হয় রুমমেট আছে। এক গ্লাস পানি এনে ধরল আমার সামনে। ঢক ঢক ঢক ঢক করে গ্লাসটা শূন্য করে ওর হাতে ফিরিয়ে দিলাম। গ্লাস রেখে এসে সে আবার দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

'বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়াব একটু?' আমি বললাম। তনুশ্রী বেরিয়ে এসে দরজা টেনে দিয়ে বেলকনির দিকে চলল। বললাম, 'বাইরে বাতাস ঠাণ্ডা, তোমার শীত লাগবে।'

'লাগবে না।'

আমরা বেলকনিতে এসে দাঁড়ালাম। পাশেই বার্চবন, তুমুল বাতাসে পাতা ঝরে যাচ্ছে। বাতাস ঠাণ্ডা, তনুশ্রীর পরণে শুধু একটা জামা।

'শীত লাগছে না তোমার?'

'আবার মদ খেয়েছ কেন?'

'আচ্ছা, ছেলে হবে না মেয়ে হবে?'

'এত রাতে রাস্তায় বেরিয়েছ কেন?'

'ছেলে হলে কী নাম রাখব, আর মেয়ে হলে কী?'

'তুমি কি প্রতিদিনই মদ খাও?'

'বল না, কী নাম রাখব?'

'কেন তুমি এমন মাতালের মতো মদ খাও বল তো?'

'আর খাব না। সত্যি, দেখো, আর খাব না।'

'কেন এলে এত রাতে?'

BanglaBook.org

'এমনিই। সারাদিন ভেবে ভেবে একটা নাম খুঁজে পাচ্ছি না। কী নাম রাখব?'

সে চুপ করে গেল। রেলিঙে দু'কনুই ঠেস দিয়ে একটু সামনে ঝুঁকে অন্ধকার বনের দিকে চেয়ে রইল।

'মস্কোটা আসলেই খুব সুন্দর, না? আচ্ছা, কলকাতা কেমন শহর? ঢাকা কিন্তু খুব নোংরা, আর মানুষে গিজগিজ। ঢাকা আমার একদম ভালো লাগে না। কলকাতায়ও তো প্রচুর লোক। তোমাদের পাড়াটা কেমন? আমি না, সেবার দেশে গেলাম কলকাতা হয়ে, কলকাতা ইয়ারপোর্টে নেমে আফসোস হল, কেন ইন্ডিয়ার ট্রানজিট ভিসাটা নিয়ে এলাম না। প্লেন লেট দশ ঘণ্টা, শহরটা ঘরে টুরে দেখা যেত। তুমি অবশ্য তখন এখানে ছিলে। তুমি কলকাতা থাকলে আমি অবশ্যই ইন্ডিয়ার ভিসা নিয়ে যেতাম। তোমার ফোন নাম্বারটা অবশ্য আমার জানা ছিল না, ঠিকানাও ছিল না। কিন্তু খুঁজে নিশ্চয়ই পাওয়া যেত..।'

আমি এতগুলো কথা অনর্গল বলে গেলাম, তনুশ্রী একবারও হুঁ হাঁ কিছু করল না। এবার রেলিঙ থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে। অনেক রাত হয়েছে, ঘরে যাও।'

BanglaBook.org

৫

তনুশ্রী ফের চুপ মেরে গেছে। এখন তার মুখে কুলুপ। আমি এখন প্রতিদিন ক্লাসে যাই, তার জন্যেই। তার পাশে বসে ফিসফিস করে কতো কথা বলি, খাতায় 'কী নাম রাখব' লিখে বিশাল একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে খাতাটা তার সামনে মেলে ধরে থাকি, সে নির্লিপ্তভাবে একবার তাকায়, তারপর চোখ ফিরিয়ে নেয়। এখন তাকে ঘনঘন পলিক্লিনিকে যেতে হচ্ছে। আমি তার পিছুপিছু যাই। কিন্তু তার মুখ দেখে বুঝি সে বিরক্ত হচ্ছে। সে চায় না আমি তার পিছুপিছু ঘুরঘুর করি। কিন্তু সে যেখানে যায়, আমিও সেখানে যাই। এমনকি প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার ঘরে গিয়ে ভিক্ষুকের মতো বসে থাকি। সে নেহায়েত দরকারি দুয়েকটা কথা বলে। যখন সে মাংস, আলু, পেঁয়াজ নিয়ে কিচেনে গিয়ে রান্না শুরু করে, আমিও যাই তার পিছুপিছু। আলু ছুলি, পেঁয়াজ কাটি, অথবা চাল ধুই। সে ধন্যবাদও বলে না, নিষেধও করে না। ভদ্রতাবশত সে আমার প্লেটে ভাত বেড়ে দেয়, আমি মুসাফিরের মতো নীরবে খাই, খেতে খেতে তার দিকে চোখ তুলে তাকাই, সে নীরবে খেয়ে চলে, কথা বলে না।

কেন? এরকম করছে কেন সে? এই রহস্যময় দুর্ব্যবহারের মানেটা কী?

'কী হয়েছে?'

'কই? কিছু হয় নি তো!'

'এমন করছ কেন আমার সঙ্গে?'

'কেমন করছি?'

'সমস্যাটা কী বল তো?'

'কোথায় তুমি সমস্যা দেখলে?'

বিকেল মরে এসেছে। গুমোট সন্ধ্যায় জানালার বাইরের জগৎটা ঠাণ্ডা, নির্দয়। গাছগুলোর সব পাতা ঝরে গেছে। কালো শাখা-প্রশাখাগুলো যেন প্রাণহীন।

'আর যাবি না তনুশ্রীর ঘরে?'

'না, আর নয়।'

'কেন?'

'কী লাভ?'

'কিন্তু তোর ছেলেটা? অথবা মেয়েটা? অথবা যদি যমজ হয়?.. আহারে দুর্ভাগা!'

আমার মুখে স্তন ঠেসে ধরে আমাকে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করছেন আমার মা। 'খা খা, বড়ো দুর্বল হয়ে গেছিস। বাইরে মাইনাস টুয়েন্টি বাবা। ও কি? মায়ের দুধে অরুচি? এমন ছেলে জগতে আছে?'

'অত বড়ো ছেলেক্ তুমি বুকের দুধ খাওয়াচ্ছ? ও নিজেই এখন বাপ হচ্ছে। লেখাপড়া নাই, বাপ হয়ে বেড়াচ্ছে! এই শয়তান, এদিকে আয়। এই কে কোথায় আছ, হাত-পা বাঁধো শয়তানটার।.. এই মেয়ে, নাম কী তোমার?'

'তনুশ্রী চক্রবর্তী।'

'বাড়ি কই?'

'কলকাতা।'

'নালিশটা কী?'

'আপনার ছেলেকে আমার পিছুপিছু ঘুরঘুর করতে বারণ করুন।'

'কেন? তুমি তার সন্তানের মা হচ্ছ না?'

'তা হচ্ছি।'

'তাহলে?'

'আমাদের মধ্যে ভালোবাসা নেই, সো হি মাস্ট লিভ মি এ্যালোন।'

'কিন্তু বাচ্চাটা?'

'সে আমার।'

'তার বাবার দরকার নাই?'

'আমি যাকে বিয়ে করব সে হবে তার বাবা।'

'কাকে বিয়ে করবে তুমি?'

'অভিজিৎকে।'

'আর আমি সেটা চেয়ে চেয়ে দেখব?'

'কী করবে তুমি?'

'উবিউ, প্রোস্তা উবিউ (খুন করব, স্রেফ খুন করে ফেলব)।'

দরজায় টোকা। খুলে দেখি আমার ফার্স্ট ইয়ারের রুমমেট ইউরা। ভীষণ শুকিয়ে গেছে। চোয়ালের হাড়দু'টো বেরিয়ে এসেছে, মাইনাস সেভেন চশমার পিছনে চোখ দু'টো ঢুকে গেছে গর্তে। মাথাভর্তি সোনালি চুল এলোমলো বেড়ে উঠেছে।

BanglaBook.org

'কী ব্যাপার ইউরা, ক্যামন আছ? বহুদিন দেখি না তোমাকে। ভিতরে এসো।'

'ভিতরে আর যাব না খাবিব,' বলে কাঁধের রুকস্যাকটা ঠিকঠাক করে নিল। সেটির ভিতরে বোতল ঠোকাঠুকির শব্দ হল। 'এখন আর ভিতরে যাব না। তোমার ঘরে কি খালি বোতল-টোতল আছে?'

ও, তাহলে সে এখন শূন্য বোতল কুড়ায়! আহারে!

'ইউরা, ভিতরে এসো। অনেক দিন পর দেখা, চা খেয়ে যাও এক কাপ।' রুকস্যাকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে, সম্ভবত বাংলাদেশি চায়ের লোভে ভিতরে ঢুকল সে। পায়ের কাছে রুকস্যাকটি রেখে বসল অনিমেষের ডিভানে। আমি কেটলিতে পানি বসিয়ে ওর মুখোমুখি বসলাম।

'বল কেমন আছ? চীনা ভাষা শেখা এখনো চলছে?'

ইউরা হাসে। ওর চীনা ভাষা শেখা নিয়ে আমি ঠাট্টা করতাম; ওকে ডাকতাম ইউরাং বলে। দিনরাত সে একটা ভাঙা টেপরেকর্ডারে চীনা কথা বাজাত আর রিপিট করত অদ্ভুত সব ধ্বনি। খুব পড় য়া ছেলে। এমন পড় য়া কোনো রুশ ছেলে আমি আর দেখি নি।

'কতোদূর শেখা হল ? এবার চীনে যাচ্ছ-টাচ্ছ নাকি ?'

'আর গিয়ে কী হবে ? এখন ইংরেজি শেখা দরকার।'

'কেন ? আমেরিকা যাবে ?'

'না গেলেও, ইংরেজি শিখলে হয়ত কাজকর্ম মিলবে।'

'মা কেমন আছে? টাকা-পয়সা পাঠায় এখনো?'

'না, মা মারা গেছে।'

'সে কী? হঠাৎ?'

'স্ট্রোক হয়েছিল।'

'আহা!'

'তুমি কেমন আছ?'

'আছি মোটামুটি।'

'তুমি বইপত্র আগের মতোই পড়?'

'এখন বেশ ইন্টারেস্টিং বইপত্র বেরুচ্ছে। কিন্তু কিনতে পারি না।'

'বোতল কুড়াচ্ছ?'

'বই কেনার জন্যে নয়।'

চা বানিয়ে দু'টুকরো রুটিতে জেলি লাগিয়ে ওর সামনে রেখে বললাম, 'মনে আছে, আমাকে নিকোলাই বেরদিয়াইয়েভের একটা বইয়ের ফটোকপি পড়তে দিয়েছিলে আমাকে? তখনও বইটা এখানে নিষিদ্ধ ছিল, মনে পড়ে?'

'কোনটা যেন? ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে। বেশ ভালো বই।'

'এখনো তুমি অ্যান্টিকমিউনিস্ট? বোতল কুড়িয়েও..?'

'আমি অ্যান্টিকমিউনিস্ট? বলেছিলাম নাকি?'

BanglaBook.org

'নও নাকি?'

'সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম হয় নি খাবিব। যেটা হয়েছে সেটাকে যদি তুমি কমিউনিজম বল তাহলে অবশ্য আমাকে অ্যান্টিকমিউনিস্ট বলতে পার।'

'কী হয়েছে তাহলে?'

'কমিউনিস্ট নামধারী একদল এলিটের স্বৈরশাসন। সীমাহীন ক্ষমতাধর আমলাতন্ত্র আর মিথ্যার রাজত্ব।'

'আচ্ছা। কিন্তু এটা অচিরেই থাকবে না। তখন তুমি বোতলও কুড়িয়ে পাবে না।'

'তাই তো হওয়া উচিত। কোনো কিছুই তো কুড়িয়ে পাওয়া উচিত নয়। দেখ নি, যে-বোতল আজ আমরা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দোকানে দিয়ে আসছি, সেগুলো কিভাবে ভাঙা হত? সামারে ভাঙা বোতলের কাচের ছড়াছড়িতে রাস্তায় চলা যেত না। এত অপচয়-পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে? কিন্তু আজ তো কেউ বোতল ভাঙে না।'

'কিন্তু এই অপচয় ঠেকানোর জন্যে এত বড়ো মূল্য দিতে হবে? এখন যে ইচ্ছা করে তোমরা দারিদ্র্য ডেকে আনলে, সামলাবে কী করে?'

'কী করে আবার? আমার কথা বলব? আপাতত বোতল কুড়িয়ে।' হাসতে লাগল সে। তারপর বলল, 'কই, তোমার ঘরে খালি বোতল নাই নাকি?'

'আছে আছে। চা শেষ কর, দিচ্ছি।'

'আমি কিন্তু তোমাকে বুক করে গেলাম। আমাকে ছাড়া আর কাউকে খালি বোতল দেবে না কেমন?'

দু'টি সুন্দরী রুশ মেয়ে করিডরে ঘুরঘুর করছে। এ-দরজা ও-দরজা উঁকি দিতে দিতে তারা একসময় আমার সামনে এসে দাঁড়াল। একজন বলল, 'বালশোয় থিয়েটারের টিকেট কিনবেন?' সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন যোগ করল, 'সোয়ান লেক দেখাচ্ছে।'

অনেক শুনেছি সোয়ান লেক-এর কথা। দেখার সুযোগ হয় নি। বালশোয় থিয়েটারেও যাওয়া হয় নি কখনো।

'কতো দাম একটার?'

'পাঁচ ডলার।'

'কাশ্‌মার (সর্বনাশ)! পাঁচ ডলারে কতো রুবল হয় জান তোমরা?'

'জানি। পাঁচ ডলার এখনো শস্তা। ক'দিন পরে বিশ ডলারেও পাবেন না।'

'পাঁচ ডলারে দুইটা দিলে নিতে পারি।'

'না, পারা যায় না। পাঁচ ডলার কি আপনার কাছে বেশি কিছু?'

'কী মনে হয় তোমাদের?'

'আপনাদের তো অনেক ডলার। আপনি কি ইন্ডিয়ান?'

'বাংলাদেশি। তোমরা কী কর?'

'সেকেন্ড মেডিকেল ইনস্টিটিউটে পড়ি।'

BanglaBook.org

'টিকেট পেলে কিভাবে?'

'আমাদের বেচতে দিয়েছে।'

'কত পাবে তোমরা?'

'টিকেটে এক ডলার।'

'তোমরা তো অল্পদিনেই ধনী হয়ে যাবে।'

মেয়ে দু'টি হাসে। একজন বলে, 'নেবেন? নেন না দু'টো?'

অন্যজন যোগ করে, 'আপনার বান্ধবী নাই?'

'না। তোমাদের কি বন্ধু আছে?'

'নি বুদিম আব এতাম (এ প্রসঙ্গ থাক)। নেবেন দুটো টিকেট? একটাও নিতে পারেন।'

'কম রাখবে না তাহলে?'

'আমাদের লোকসান হয়।'

'আচ্ছা দাও দু'টো। তোমরা এত ভালো আর সুন্দর, তোমাদের ফেরানো কি ঠিক?'

মেয়ে দু'টি খুশিতে নেচে ওঠে। দশ ডলারের একটা নোট ওদের দিয়ে জিগ্যেস করি, 'ক'টা টিকেট বিক্রি করেছ এ পর্যন্ত?'

'আপনিই প্রথম নিলেন। আপনি নিশ্চয়ই খুব ধনী?'

'না না, এ ডলার আমার বন্ধুর। সে ধনী।'

'আচ্ছা যাই। আবার এলে কিনবেন তো?'

'কিনব, এসো। তোমরা খুব সুন্দর।'

'স্পাসিবা, দাস্‌ভিদানিয়া (ধন্যবাদ, বিদায়)।'

দশ ডলারে থিয়েটারের টিকেট কেনা রীতিমতো জমিদারী ব্যাপার হয়ে গেল। তবু তনুশ্রীকে যদি একটুখানি খুশি করা যায়।

তনুশ্রী খুশি। সে আগে কখনো বালশোয় থিয়েটারে যায় নি, সোয়ান লেকও দেখে নি। সে আমাকে জিগ্যেস করল কিভাবে টিকেট জোগাড় করলাম। আমি বললাম ডলারে কিনেছি। দামটা দ্বিগুণ বাড়িয়ে বললাম। সম্ভবত এটাই তার কাছে আমার প্রথম মিথ্যে বলা। কেন বললাম জানি না।

থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আমরা ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকি। ভাবি তনুশ্রী অনেক কথা বলবে ব্যালেটা কেমন লাগল, থিয়েটার হলটা কেমন, ব্যালেরিনাদের পারফরমেন্স কেমন ইত্যাদি। কিন্তু সে তেমন কিছু বলে না। শুধু বলে, ভালো, বেশ ভালো। আসলে আমার ডলার দশটা গচ্চা গেল। তনুশ্রীর মন গলে নি। সে আমাকে আগের মতোই তার গাম্ভীর্য দেখাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা মেট্রো স্টেশনের কাছে চলে আসি। দু'টি বৃদ্ধা কয়েকটি টিউলিপ ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিক্রি করবে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা ফুলবিক্রেতা নয়। কোথাও থেকে তুলে এনে দাঁড়িয়ে পড়েছে

BanglaBook.org

বেচার জন্য। হয়ত রুটি-মাখন কেনার পয়সা নেই তাদের। একটা টিউলিপ আমি কিনলাম। এগিয়ে ধরলাম তনুশ্রীর দিকে। সে ম্লান হেসে ফুলটি গ্রহণ করল। আমরা সিঁড়ি বেয়ে পাতাল স্টেশনে ঢুকে পড়লাম। দু'মিনিট পরপর ট্রেন আসছে। যে কোনো একটাতে উঠে পড়া যায়। কিন্তু আমার এখনি ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। বললাম, 'প্লেখানভ ইনস্টিটিউটে আমাদের কিছু বন্ধু আছে, ওদের ওখানে বেড়াতে যাওয়া যায়।' তনুশ্রী মাথা নেড়ে বলল, 'ঘরে ফিরব।' কী আর করা! জেদাজেদির অবস্থা নেই। অগত্যা একটা ট্রেনে আমরা উঠে পড়ি। ঝুলন্ত হাতল ধরে পাশাপাশি দাঁড়াই। তনুশ্রীর চুলের গন্ধ এসে লাগে আমার নাকে। আমার ভালো লাগে। আপন মনে হয় তনুশ্রীকে। মনে হয় এই গন্ধ আমার অনেক দিনের চেনা।

এক স্টেশন পর একটি সিট খালি হলে আমি তনুশ্রীকে সেখানে বসতে বলি। সে বসে, আমি তার পাশে হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকি। ফিরে ফিরে তার মুখের দিকে চাই। সে আমার দিকে তাকায় না। কেন সে এমন ব্যবহার করছে?

আরো একটি স্টেশন পার হবার পর শিশুকণ্ঠে হঠাৎ 'পাপা' চিৎকার শুনে বগির যাত্রীরা সচকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। খুঁজতে হল না, এক যুবতীর কোলে দু'তিন বছরের একটি ছেলে পাপা বলে চিৎকার করছে। লক্ষ করে দেখলাম, শিশুটি আমারই দিকে হাত বাড়িয়ে পাপা পাপা বলে ডাকছে আর তার মাকে আমার দিকে ঠেলছে। নীরব, গম্ভীর যাত্রীরা তাদের চোখের মণিগুলো ঘুরিয়ে একবার আমাকে, একবার শিশুটিকে দেখছে। শিশুটির মা তাকে 'এতা নি পাপা, এতা নি পাপা (এটা বাবা নয়)' বলে নিরস্ত করার চেষ্টা করছে কিন্তু শিশুটি দুই হাত বাড়িয়ে আমার দিকে ছুটে আসতে চাইছে। যাত্রীদের চোখেমুখে কৌতুকমিশ্রিত সন্দেহ, কারো চোখে হয়ত বা ঘৃণা — তারা নিশ্চয়ই একটা নোংরা ব্যাপার কল্পনা করে নিচ্ছে। তনুশ্রীর চোখেমুখেও ভীষণ বিস্ময়। শিশুটির মা স্পষ্টতই রুশী, পচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স্ক এক সুন্দরী যুবতী, বড়ো বড়ো নীল দুটি চোখ, সোনালি চুল। তার শিশুটিও প্রায় তার মতোই ফর্সা, কিন্তু চুল কালো, চোখ দুটিও কালো। এবার আমি সাহস করে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। হাত বাড়াতেই সে ছুটে এল আমার কোলে। পাপা পাপা বলে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। পেছন ফিরে চেয়ে দেখলাম, তনুশ্রীর চোখ দু'টি যেন বিস্ময়ে ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। শিশুটির মা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরপর একটা হাত উঠে আসছে তার চোখে, নিশ্চয়ই সে অশ্রু মুছছে।

যাত্রীদের চোখেমুখে যে-সংশয় ছিল তা এখন নিশ্চিত এক বিশ্বাসে পরিণত। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। বরং তনুশ্রীর মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে আমার যে-কৌতুক বোধ হচ্ছে সেটাই এখনকার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিশ। জনগণ যা ইচ্ছা ভাবুক। তাদের ভুল ভাঙাবার কোনো দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি বরং কিছুক্ষণ তনুশ্রীর বিস্ময়বিহ্বলতা উপভোগ করি। দেখতে পাচ্ছি সে আমার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে, ঘাড় বাঁকা করে চেয়ে আছে অন্য দিকে। জানি আমাকে নিয়ে সে এখন জঘন্য রকমের সব চিন্তা করছে, জগতের নিকৃষ্টতম পশু বলে গালাগাল

BanglaBook.org

করছে আমাকে। তা করুক না! কিছুক্ষণ তাই করুক সে। এরকম চমৎকার একটা খেলা কি হাজার চেষ্টা করেও সাজানো সম্ভব ছিল?

পুরো বগি নীরব। সুড়ঙের ভিতর দিয়ে ট্রেনটার ছুটে চলার শা শা শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। শিশুটি আমার গলা চেপে ধরে আধো আধো বোলে শুধাল, 'পাপা, গিদিয়ে তি বিল (আব্বু তুমি কোথায় ছিলে)?' ওর মা এবার ওকে মৃদু ধমক দিল, 'এতা নি পাপা আন্তন (এটা আব্বু নয় আন্তন)!'

লাইনের শেষ স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালে সব যাত্রীর সঙ্গে আমরাও নেমে পড়ি। আন্তন এখনও আমার কোলে। তনুশ্রী নেমে কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা হাঁটা দিয়েছে। আমি ডাক দিলাম, 'দাঁড়াও, একসঙ্গেই যাই। আর এসো, এদের সঙ্গে পরিচিত হই।' তনুশ্রী ফিরে এল। মহিলা হাত বাড়াল আন্তনের দিকে। তার চোখ ভেজা, লাল।

'এর বাবা কোথায়?' মহিলাকে জিগ্যেস করি।

'জানি না।'

'কোথাকার সে?'

'ইনিাডয়ান। আপনারা?'

'আমি বাংলাদেশের, ও ইন্ডিয়ার।'

'আপনাদের মতো চেহারার কোনো লোককে দেখলেই ছেলেটা পাপা পাপা বলে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। কী যে মুশকিল হয়েছে!'

'কতো ওর বয়স?'

'দুই।'

'ওর বাবার সঙ্গে যোগাযোগ নাই কতোদিন?'

'মাস তিনেক আগে একবার এসেছিল।'

'কোথায় থাকে জানেন না?'

'আগে হস্টেলে থাকত। এখন কোথায় থাকে বলে না।'

'পড়াশোনা করে?'

'আগে করত। এখন করে কিনা জানি না।'

'কোথায়?'

'মায়ি ইনস্টিটিউটে।'

'আপনি কী করেন?'

'দোকানে কাজ করি। আপনারা কি ছাত্র? কোথায় থাকেন? এর বাবার নাম কুমার। এ নামে কাউকে চেনেন আপনারা? কোনো খোঁজ-খবর না রেখে এইটুকুন বাচ্চাকে নিয়ে সে আমাকে কী যে বিপদে..' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মেয়েটি।

তনুশ্রী জিগ্যেস করল, 'কী কুমার? পুরো নাম কী? ইন্ডিয়ার কোন স্টেটের ছেলে?'

'উদিত কুমার' ছাড়া আর কোনো তথ্য সে দিতে পারল না।

তনুশ্রী শুধাল, 'আপনার টেলিফোন আছে?'

মেয়েটি তার ফোন নম্বর বলল। কিন্তু তনুশ্রীর কাছে কাগজ নেই। আমার হিপ পকেটে আমার টেলিফোন নোটবুক আছে। মেয়েটির ফোন নম্বর লিখে নিলাম। সে

BanglaBook.org

তার নাম বলল নাতাশা। তারপর সে আন্তনকে আমার কোল থেকে নেবার জন্য হাত বাড়াল। আন্তন এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে আমি তার বাবা নই। আমার গলা ছেড়ে দিয়ে সে মায়ের কোলে গেল। মায়ের কাঁধে গাল রেখে করুণ চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে। কিছু বলল না। মা তাকে বলল, 'চাচাকে বিদায় বল!' সে ফ্যাসফ্যাসে গলায় ক্লান্তভাবে বলল, 'দাস্‌বিদানিয়া।'

৬

'আজ ভোরে স্বপ্ন দেখেছি আমাদের একটা ফুটফুটে ছেলে হয়েছে। তোমার মতো ফর্শা হয় নি, আমার মতো কালো হয়েছে। কিন্তু চোখ দু'টি ঠিক তোমার মতো সুন্দর হয়েছে। বড়ো বড়ো চোখে সে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। ওর চোখের মণি দু'টো গভীর কালো, আর শাদা অংশ তুষারের মতো শাদা। আর মজার ব্যাপার, শাদা পায়রার মতো ওর দু'টো সুন্দর ছোট ছোট ডানা আছে। ঘরময় সে ফুরুৎ ফুরুৎ করে উড়ে বেড়াচ্ছিল। আমি কত ডাকি, সে শোনেই না। কেবল ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ উড়ে উড়ে বেড়ায়। একবার সে বসল আমার বুকশেলফের উপরে, আমি বললাম, নেমে এসো! সে ডানা দু'টো নেড়ে ফুরুৎ করে গিয়ে বসল টেবিলে রাখা জিরানিয়াম গাছটার উপরে।'

খসখস করে তনুশ্রীর সামনে পেতে রাখা খাতায় এ-পর্যন্ত লিখে থামলাম দম নিতে। তনুশ্রী আমার লেখার নিছে ছোট্ট করে লিখল 'গল্প'। আমি লিখলাম 'গল্প নয়, সত্যি'। সে কিছু লিখল না। আমি এবার লিখলাম 'তুমি স্বপ্ন দেখ নি?'

সে লিখল 'আমি স্বপ্ন দেখি না'।

আমি লিখলাম 'খুবই বেরসিক কথা!'

সে লিখল 'বেশ'।

আমি এবার লিখলাম, 'আমাদের এবার বিয়ের প্রস্তুতি নিতে হয়।'

সে কিছু লিখল না। আমি লিখলাম, 'বুঝতে পারছি না, তুমি গুরুত্ব দিচ্ছ না কেন। তুমি কী ভাবছ আমার জানা দরকার।'

তনুশ্রী শুধু পড়ল, তারপর চোখ তুলে শিক্ষকের দিকে তাকাল। দর্শনের শিক্ষক নিৎশে পড়াচ্ছেন 'সুপারম্যান শক্তিশালী ব্যক্তি। শুধু শক্তিশালী নয়, সে সাধারণ দশজন লোকের মতো নয়, আলাদা। অনন্য মানসিক শক্তির অধিকারী সে। এই শক্তি দিয়ে সে জীবনের হতাশাকে জয় করতে চায়। পরবর্তী কালে নিৎশের প্রভাব পড়ে আলবের কাম্যুর ওপরে। কাম্যুর সিসিফাস আর নিৎশের সুপারম্যান একই রকম।...জীবনের দর্শন মেটাফিজিক্যাল ডিসকোর্সকে অর্থহীন বলে নাকচ করে দিতে

BanglaBook.org

চায়। তারা বলে মেটাফিজিশিয়ানদের উইজডম দিয়ে কোনো কাজ নেই, আমরা ওসব আলোচনার মধ্যেই নেই.. ।'

আমি খাতার দিকে তনুশ্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় ওর কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে মৃদু একটা ঠেলা দিলাম। সে আবার তাকাল খাতার দিকে। কিন্তু কিছু না লিখে আবার চোখ ফেরাল শিক্ষকের দিকে। আমি এবার অধৈর্য হয়ে বলে উঠলাম, 'কী হয়েছে তোমার, বল তো? এমন করছ কেন?'

'কী করছি?'

'জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'কিসের জবাব?'

'অন্তত একশ' বার জিগ্যেস করেছি, কবে আমরা বিয়ে করব?'

'পরে।'

'কী পরে?'

'প্লিজ এখন চুপ কর। ক্লাস চলছে।'

'ক্লাস চলছে তো কী হয়েছে? আমরা কথা বলব না। তুমি লিখে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'ব্যস্ত হবার কী আছে?'

'ব্যস্ত হলাম কোথায়? তুমি আমাকে বল, তোমার এ রকম ব্যবহারের মানে কী?'

'শ্ শ্! প্লিজ এখন চুপ কর হাবিব।'

কফিতে চুমুক দিতে দিতে শিক্ষক বলে চলেছেন, '...কিন্তু জীবনের সঙ্কটের চূড়ান্ত অবসানের উপায় ভাবতে ভাবতে আমরা যেখানে পৌঁছাব সেখানে দেখা যাবে জীবনের বাইরের কথাবার্তা এসে পড়েছে। তখন আসবে অ্যাগনোস্টিসিজমের কথা। পেসিমিস্টরা সেটাই অ্যাসার্ট করবে। নিৎশে কিন্তু শেষ জীবনে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। তবে জীবনের দর্শনের ইতিবাচক দিকটা হল ভালোভাবে বাঁচার চেষ্টা করার জন্য এক ধরনের প্রেরণা এখান থেকে কেউ কেউ পেতে পারে। সবাই পারে না। যারা স্বভাবত পেসিমিস্টিক তারা পারে না। থিয়োরি মানুষের স্বভাবকে বদলে দিতে পারে না।.. নিৎশের সুপারম্যানকে অনেকে বুঝতেই পারবে না। অনেকের কাছে সুপারম্যানকে নেগেটিভ ক্যারেকটার মনে হবে। কেউ কেউ হিটলারের মধ্যে নিৎশের সুপারম্যানকে দেখতে পায়, আমাদের স্তালিনকেও কেউ কেউ.. ।'

'কেন চুপ করব? চুপ করেই তো গেল এতদিন। এখন আর চুপ করে থাকা.. ।'

'শ্ শ্.. ।' পাশ থেকে একজন শব্দ করে উঠল। আশপাশের ছেলেমেয়েরা আমার দিকে তাকাল। তনুশ্রী চোখে ভর্ৎসনা ছুড়ে দিয়ে বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি খাতা-কলম গুটিয়ে উঠে পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম। নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কখন ক্লাস শেষ হয়। রাগে, উত্তেজনায় আমার হাত-পা রীতিমতো কাঁপছে। জ্যাকেটের নিচে ঘামতে শুরু করেছে। এক মিনিট পরপর ঘড়ি দেখতে দেখতে, একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠতে

BanglaBook.org

লাগল। আজ আর ওকে কোনো মতেই ছাড়ব না। একটা বিহিত করেই ছাড়ব। কী হয়েছে? এত ঢং কেন? সমস্যাটা কী? কী চায় সে সোজাসুজি বলতে পারে না? কী করতে হবে আমাকে? মুসলমানিত্ব ত্যাগ করতে হবে? বাংলাদেশের মায়া ভুলে ওর সঙ্গে চিরকালের জন্য কলকাতা চলে যেতে হবে? তাহলে বলুক! বলে না কেন? কিছুই কেন বলে না সে? কী পেয়েছে আমাকে?

ক্লাস শেষ হল। দল বেঁধে ছেলেমেয়েরা নিচে নেমে এল। আমি উঠে তনুশ্রীর পিছনে হাঁটা শুরু করি। ভাবি সে কেন্টিনে যাচ্ছে, ওখানে গিয়ে ধরব। কিন্তু না, গেটের দিকে এগুল সে। গেট পেরিয়ে বাইরে বেরুল। তারপর কোনো দিকে না চেয়ে সোজা হস্টেলের দিকে হাঁটা শুরু করল। আমি তার পিছুপিছু আসছি, অথচ একবারও সে ফিরে দেখল না। যেন আমার কোনো অস্তিত্বই নেই। আমি দ্রুত হেঁটে তার কাছাকাছি গিয়ে বললাম, 'দাঁড়াও, কথা শোনো। আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

সে ভ্রূক্ষেপ করল না। একই গতিতে এগিয়ে চলল। আমি তার পায়ে পায়ে চলতে চলতে বললাম, 'এরকম চুপ করে থাকার মানেটা কী? একটু দাঁড়াও, আমার কথা শোনো। চলো কোথাও একটু বসে আলাপ করি।'

একইভাবে সে ছুটে চলল, আমার দিকে ফিরেও তাকাল না।

'এত করে বলছি, কী ব্যাপার? কোনো ভ্রূক্ষেপই করছ না যে? সমস্যাটা কী তোমার?'

এবার ঘাড় ফিরিয়ে সে বলল, 'এখন নয় হাবিব। প্লিজ, এখন তুমি আমার সঙ্গে এসো না। পরে আলাপ করা যাবে। এখন তুমি যাও।'

'না, আর পরে নয়। যা বলার আজকেই বলতে হবে। অনেক যন্ত্রণা দিয়েছ তুমি আমাকে। আর নয়।'

'হাবিব প্লিজ, এখন নয়। এখন তুমি আমার সঙ্গে এসো না।' হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে সে। ঠোঁট কামড়ে, সামনে ঝুঁকে বাতাসে চুল উড়িয়ে হনহন করে ছুটে চলেছে।

'আমাকে কি পাগল করে ছাড়বে তুমি? না নিজেই তুমি পাগল হয়ে গেছ? এই অ্যাবনরমাল আচরণের মানে কী?'

আর কোনো কথা না বলে সে আরো দ্রুত পা চালাতে লাগল। এখন তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে, হাত টেনে তাকে থামিয়ে 'আমার কথার জবাব দিয়ে যাও' বলে চিৎকার করা ছাড়া আর তো কোনো গত্যন্তর দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে সেটা করি কিভাবে? এখনো তো পাগল হয়ে যাই নি। নিজেকে একটু শান্ত করা দরকার এখন। বুকের ধকধকানি আর মাথার দপদপানিতে মনে হচ্ছে যেকোনো মুহূর্তে ধপ করে পড়ে যেতে পারি।

উদভ্রান্তের মতো হনহন করে ছুটছে সে। কোনো দিকে হুঁশ নেই। রাস্তা ক্রস করার সময় নির্ঘাৎ গাড়ি চাপা পড়ে মরবে। আমি তাকে মরতে দেব? সে মরে গেলে আমার ছেলের কী হবে? পাশ থেকে তার হাত টেনে ধরি, বেশ শক্ত করে।

BanglaBook.org

থেমে দাঁড়ায় সে, 'এ কেমন ভদ্রতা?'

মস্তানি হয়ে যাচ্ছে, হাতটা ছেড়ে দিয়ে সামনে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়াই।

'এভাবে তোমাকে রাস্তা ক্রস করতে দেব না। পিছনে চল, আন্ডারপাস দিয়ে পার হতে হবে।'

সে কিছু বলল না। পিছন ফিরে আন্ডারপাসের দিকে যেতে লাগল। তার গতি কমে এসেছে। একটু একটু হাঁপাচ্ছে সে। ধীরে ধীরে হাঁটছে, মুখে কোনো কথা নেই। আমিও যেন একটু দম ফিরে পেলাম।

পাঁচ মিনিটের হাঁটা-পথ পেরিয়ে আমরা তনুশ্রীদের হস্টেলে ঢুকলাম। সে ঘর খুলে আমাকে বসতে বলে বাথরুমে ঢুকল। আমি বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার কিছু চিন্তা করার নেই, নতুন করে কথা সাজাবার দরকার নেই। নতুন কোনো প্রশ্ন নেই। একটাই প্রশ্ন, কবে আমরা বিয়ে করছি। এই পশ্নের উত্তর আজ আমাকে পেতেই হবে।

অনেকক্ষণ পর তনুশ্রী টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসে, ক্লান্ত ভঙ্গিতে ডিভানে হেলান দিয়ে বসে। তার বুক ওঠানামা করছে, নিশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। মুখটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। চোখ দুটো যেন বুঁজে আসতে চাইছে।

'কিছু মনে কর না হাবিব, আমি বেশ ক্লান্ত। একটু শুই।' বলে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করল।

'শরীর খারাপ নাকি তোমার?'

'না, ঠিক আছে। তুমি চা খাবে? তাহলে কেটলিতে একটু জল বসিয়ে দাও না প্লিজ!' চোখ বন্ধ করেই বলল সে।

'দেখতেই পাচ্ছি তুমি অসুস্থ, আমাকে বলতে কোনো অসুবিধা আছে?'

সাড়া দিল না।

'পলিক্লিনিকে গিয়েছিলে, ডাক্তার কী বলল?'

সাড়া নেই।

'আমি এখন চলে গেলেই কি তুমি খুশি হও?'

নিশ্চুপ, নির্বিকার।

'কিন্তু আমি যাচ্ছি না। এই অদ্ভুত ব্যবহারের মানে কী আজ তোমাকে বলতে হবে। অনেক হয়েছে। এবার মুখ খোলো। কী সমস্যা, কী ব্যাপার তোমাকে বলতেই হবে।'

এবার সে উঠে বসে আমার মুখের দিকে তাকাল। একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, 'দ্যাখো হাবিব, তোমার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। তোমাকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছে আমি মনে পুষে রাখি নি।' থামল সে, কথা হাতড়াতে লাগল।

'কিন্তু কষ্ট তো দিচ্ছ। কেন?'

'স্যরি, দুঃখ নিয়ো না হাবিব। তোমার মতো বন্ধু আমি আর পাই নি। তোমাকে দুঃখ দেওয়া খুবই অন্যায় হবে।'

BanglaBook.org

'প্যাঁচগোজের দরকার নাই, আমি সোজা কথার মানুষ। সোজাসুজি বল, প্রব্লেমটা কী?'

'না, ঠিকই আছে। তোমার ভাবনার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। এখন আমাদের বিয়ে করা উচিত। কিন্তু বিয়ের ডিসিশান আমি নিতে পারি নি হাবিব।'

'তোমার কথা আমার মাথায় ঢুকতেছে না, বুঝায়ে কও!'

'রেগে যেও না, আমার দিক থেকে কিছু সমস্যা আছে। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের কোনো ক্ষতি হবে না।'

'এ আবার কোন ধরনের ভদ্রলোকী কথা? আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। খুলে বল, কেন বিয়ে করবে না, কী সমস্যা, বিয়ে না করলে আমাদের বাবুর কী হবে, কী পরিচয়ে সে বড়ো হবে, লোকে কী বলবে — বল, আমার মগজ কম, সব বুঝায়ে বল আমাকে।'

'আস্তে হাবিব, শান্ত হও! উত্তেজনার কিছু নেই। অবুঝ হলে চলবে কেন?'

'হাঁ আমি অবুঝ। তুমি আমাকে বুঝাও!'

'আমার কিছু সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা?'

'তা তুমি জানতে চেয়ো না। জেনে কোনো লাভ হবে না।'

'না, আমাকে জানতেই হবে।'

'আমি বলতে পারব না হাবিব।'

'কেন? তুমি কাউকে ভালোবাসো? কথা দিয়েছ কাউকে?'

'না না, ওসব কিছু নয়।'

'তাহলে কী?'

'মনে কর আমার বিয়ের ডিসিশান আমি নিতে পারি না, সে-অধিকার আমার নেই। যাদের সে-অধিকার আছে তারা এ-বিয়েতে সায় দেবে না।'

'এটা তোমার একটা অজুহাত। বাচ্চা পেটে নিয়ে তুমি বলছ, সেই বাচ্চার বাবাকে বিয়ে করার অধিকার তোমার নাই! ইয়ার্কি পাইছ নাকি?'

'আমি তোমাকে র‍্যাশনাল, কনসিডারেট বলে জানি। চিন্তা করলেই তুমি বুঝতে পারবে আমি যা বলছি তাই প্র্যাকটিক্যাল। ভাবো হাবিব, চিন্তা করে দেখ।'

'অনেক চিন্তা করেছি। আর ভাবাভাবির কিছু নাই। ওসব বাজে কথা বাদ দিয়ে বল, কবে আমরা বিয়ে করছি।'

আমার কথার জবাব না দিয়ে সে আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। এমন নির্বিকার, এমন ভাবলেশহীনভাবে সে শুয়ে রইল যে আমার মনে হল এবার তার ঘর তছনছ, ভাঙচুর শুরু করে দিই, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করি, অথবা দেয়ালে টুঁস মেরে নিজেরই মাথা ফাটাই।

'কী হল?' জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। তনুশ্রী চমকে উঠে বড়ো বড়ো চোখে আমার দিকে তাকাল। 'কথা বলছ না কেন? কবে আমরা বিয়ে করব?' এত জোরে

BanglaBook.org

বললাম যে তনুশ্রী বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করল। তারপর ঠোঁট শক্ত করে বলল, 'এখন তুমি যাও হাবিব।'

'তাড়িয়ে দিচ্ছ মনে হয়?'

'এখন তোমার চলে যাওয়াই ভালো।'

আমি সটান উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাচকা টানে দরজা খুলে বেরিয়ে পিছনে ধাম করে সেটি বন্ধ করে হনহন করে চলে যেতে যেতে তাকে মাগি ইত্যাদি বলে গালাগাল দিতে লাগলাম।

৭

'রাশিয়া দেশটা কোন দিকে বাহে?'

'উত্তরে।'

'কতদূর?'

'পঞ্চগড় পার হয়া।'

'ওটে বলে চাউল খুব শস্তা, তা মন পাঁচেক লিয়ে আসা গেল না?'

'ওটে বলে বরফ পড়ে, তা মানুষের মাথা ফাটে না?'

'তোমার ঘরের ছাদ যে ছেয়ে গেল মাকড়শার জালে, ব্যাপারটা কী?'

'তনুশ্রী আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে। আমার জীবনটা ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। দ্যাখো জিরানিয়াম গাছটাও মরে গেছে।'

'তা সমস্যাটা কী?'

'স্বৈরাচারী এরশাদের পতন হোছে, এইবার গণতন্ত্রীরা আচ্ছে হামাগেরে গোয়া মারবা।'

'মণি সিং ফরহাদ টাস্ বানাবিন? তারা টাসকা খায়, তোমরা কম্‌নিস্ট পাটিটাক্ দুই ফাঁক করিলেন বাহে?'

'তোমরা ত আর কমনিস্ট পাটিই লও, তালে তোমরা পাটির সম্পত্তির ভাগ চান কিসক?'

'ক্রেমলিনে আসীন নেতাদের সঙ্গে সাধারণ সোভিয়েত নাগরিকদের দূরত্ব অপরিসীম। তাই তাদের পক্ষে জনসাধারণের সমস্যা বোঝা বা অনুভব করা অসম্ভব।'

'তা সমস্যাটা কী?'

'এই মহিলাটি কে? তনুশ্রী চক্রবর্তী, না রোজা লুক্সেমবুর্গ?'

'তা সমস্যাটা কী?'

'প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা মাটির ছোঁয়া থেকে সরে গেছেন বহুদূরে। এক্ষেত্রে তাঁরা পুরোপুরি বুর্জোয়া। ক্ষমতার উত্তাপ তাঁদের বুর্জোয়া বানিয়ে ছেড়েছে।

BanglaBook.org

একটা উদাহরণ দিচ্ছি আন্দ্রেই গ্রোমিকো গত চল্লিশ বছরে মস্কোর রাস্তায় একবারও পা ফেলেন নি। মস্কোকে তিনি দেখেছেন ছুটন্ত গাড়ির বন্ধ কাচের ওপার থেকে।'

'একমাত্র প্রফেশনাল ব্যাভিচারীদের কাছেই মনে হতে পারে যে অ্যাবোরশান একটা মামুলি ব্যাপার।'

'তা সমস্যাটা কী?'

'কার্ল মার্কসের তত্ত্বের ব্যাপারে আমার আপত্তি হচ্ছে যে তা ঘৃণা থেকে উৎসারিত।'

'উৎসাহিত হয়ে কুৎসা গাওয়া আরম্ভ করিলেন? ব্যাপারটা কী? সোজা করে কও ঘটনা কী?'

'প্যাট খসাবে!'

'হি হি হি! হা হা হা!

তিখা! স্পাকোইনা!

'মোহাম্মদ আলি লসকর!'

'হয় আছি।'

'দাকলাদিবাইতে (প্রতিবেদন পেশ করুন)।

'গিল্টি করা, পুরোনো, নিশ্চুপ ক্রেমলিনের করিডর যেন একটা যাদুঘর — আইডিয়ার যাদুঘর। দেখা যাচ্ছে, অথচ তৈলস্ফটির মধ্যে মাছির ফসিলের মতো আটকে আছে।'

'নি বালতাই, দাকলাদিবাই (প্যাচাল নয়, প্রতিবেদন পেশ করো)।'

'১৯৮০ সাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের বস্তুগত ও কৌশলগত ভিত্তি নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে তামাম জনগণের বৈষয়িক ও আত্মিক উপকরণের প্রাচুর্য উচ্ছ্রিত হবে।'

'কী হবে?'

'উচ্ছ্রিত হবে, মানে হল উছলে উঠবে।'

'তাক্, দালশে (বেশ, তারপর)!'

'ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুগ বণ্টনের মহানীতি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি শেষ হয়ে যাবে, অতঃপর ক্রমান্বয়ে সর্বজনীন মালিকানার একত্রীভবন ঘটবে। এভাবেই ১৯৮০ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের যথাযথ প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হবে।'

'হোবে মোর বালডা!'

'এই চুপ, ফাস্ কতা কে কয় রে?'

'দাকলাদিবাওছে বাহে, শালারা মিছা কথার কারখানা খুলে বসিছে!'

'তিখা! স্পাকোইনা! দালশে!'

'মানুষের বাচ্চা লয়, উডা জ্বীন-টিন কেছু হবার পারে। তার হাতও আছে, ফির পাখাও আছে দুইখানা। ফুরুৎ ফুরুৎ করে উড়ে বেড়ায়, ফির গুটগুট করে হাঁটেও..।'

BanglaBook.org

'তার বয়েস যখন বিশ হোবে তখন সারা দুনিয়াত্ একসাথে বিশ্ববিপ্লব হোবে। ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন এগলান কেচ্ছু থাকবে না। গোটা দুনিয়া মিলে হোবে একটাই দেশ, তার নাম হোবে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া।'

'তা সমস্যাটা কী?'

'এরশাদ খাস জমির আন্দোলনের গোয়া মারি দিছে বাহে।'

'ভূমিহীন মানুষজন জড়ো করিছে খাস জমিত্। ঘর করার টেকা দিছে, ফির পানির কলও পুঁতে দিছে।'

'এখন ক্ষেতমজুর সমিতি কী দিয়ে হোবে বাহে?'

তিখা! স্পাকোইনা!

'হাবিব আর তনুশ্রীকে পাশাপাশি দাঁড় করাও। দু'জনের একজনকে প্রাণ দিতে হবে। তোমরা বল, কার প্রাণ নেওয়া হবে?"

'এ স্পেক্টর ইজ হন্টিং মস্কো, দি স্পেক্টর অফ এ বেবি।'

'তনুশ্রী বিয়ে করবে না তাই তুই লাইফ রিজাইন দিয়ে দিলি? দিবিই তো, এই হল দুর্বলের স্বভাব। জগৎ-সংসারে যা-কিছু ঘটবে সব তোর মনের মতো ঘটতে হবে; না হলে বিরাগ, না হলে ধর্মঘট। সহজ অজুহাত, খুবই সহজ।'

'সকালে উঠিয়া গৌরাঙ্গ চটকাইতে চটকাইতে পুরুষাঙ্গ ইসাবেলার পিছে ধায় — দেখ, বাবর আলি এই কথা বলে আর বরিশালের গৌরাঙ্গ সরকার পেরুর মেয়ে ইসাবেলার পাতলা কোমর ধরে নাচতে নাচতে চলে যায়। ওদের পায়ের তলায় আল্লাতালা স্প্রিং সেট করে দিয়েছিল। হাবিবুর রহমান লোভাতুর তাকায় আর বলে, এই না জীবন! বাঁচতে হলে এইভাবে বাঁচো! গৌরাঙ্গ কি শুধু তার অ্যাক্রোবেটিক ফিগার দেখিয়ে এখানকার লাতিন আমেরিকার মেয়েদের মাত করে দিয়েছে? নয় নয়। সে তা পারত্ না যদি সে জীবনকে তোমার মতো করে দেখত। জগতের সবচেয়ে দুঃখী লোকটা যদি হয়ে থাক তুমি, মনে করো না এ তোমার অহঙ্কার, কিছুমাত্র কৃতিত্ব আছে তোমার এই দুঃখ সাধনে। বরং তুমি পায়ে চাপা-পড়া ফোমের স্যান্ডালের মতো হীন, শক্তিহীন।'

নিজের প্রতি বীতস্পৃহা জাগানোর এই চেষ্টা বাড়াবাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে, ভাবে আমাদের ডন কুইক্সট, তার কাল্পনিক হাওয়াকলগুলির বিরুদ্ধে সে এবার ঢাল-তরোয়াল নিয়ে খাড়া হয় অ্যানিমেল কমফোর্টের জন্যে আমি জিভে লালা ঝরাই না, সেনসুয়াল লাইফ আমি ঘৃণা করি। আমার চরিত্রকে আমি তৈরি করেছি। গৌরাঙ্গ সরকার হওয়াই দশজনের পক্ষে সহজ আর স্বাভাবিক। কোনো-না-কোনো ভাবে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই গৌরাঙ্গ সরকার, অঙ্গ চটকিয়েই তারা জীবনের স্বাদ ভোগ করে। যদি আমিও তাই হতাম তাহলে তনুশ্রীর ভ্রূণহত্যায় আমার কিছু আসত-যেত না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে তার : আহা, আসতে দেবে না? বার্চবনে চিৎকার ওঠে, ডন্ট ওয়ারি হাবিব, সে আসছে, তার আসা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

BanglaBook.org

পূর্বাকাশের তারারা বলছে, তিনি আসছেন। দরকার হলে তনুশ্রী চক্রবর্তীকে খুন করে তুই সাইবেরিয়া নির্বাসনে যাবি..এভাবে হাবিবুর রহমানের উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্র আরো টানটান হয়ে ওঠে; দুপুর থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে শেষরাত অবধি সে এইভাবে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে, তারপর রাত যখন ভোর হয়ে আসে তখন সে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে, যেন বা মুর্ছা যায়, লণ্ডভণ্ড ঘরে ক্লান্ত, নিঃশেষিত যোদ্ধার মতো ঘুমায় দুপুর পর্যন্ত, তারপর দুর্বল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বহু কষ্টে ওভারকোটের ভিতরে ঢোকে, মাফলার, টুপি, হাতমোজার কাছে উষ্ণতা ভিক্ষা করে, ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে কেন্টিনের লাইনে দাঁড়ায়।

খেতে বসে এদিক-ওদিক চোখ ফেরাতেই দেখতে পাই তিনটি টেবিল পর তনুশ্রী, পাওলা আর ভিয়ানা — তিন ক্লাসমেট, গল্পে মশগুল। তনুশ্রী আর পাওলা বসেছে এদিক হয়ে, আমার দিকে ওদের মুখ। হঠাৎ তনুশ্রীর সঙ্গে চোখাচোখি; আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। একটু পরে আবার তাকিয়ে দেখি তনুশ্রী চেয়ে আছে। এবার বাম হাত তুলে ইশারায় হ্যালো বলল সে। আমি মাথা নিচু করে নীরবে খেতে লাগলাম। একটু পরে ওদের খাওয়া শেষ হল, তিনজনেই আমার কাছে চলে এল। ভিয়ানা বলল, 'কী ব্যাপার রাখমান, ক্লাসে আসছ না কেন?

'শরীর খারাপ।'

'কী হয়েছে? বেশি খরচপাতি করছ মনে হয়?' অশ্লীল ইঙ্গিত করে হাসল, নিচের ঠোঁট উত্তেজক ভঙ্গিতে কামড়ে ধরে বলল, 'বেশি করে স্মিতানা[৮] খাও!'

'খাব।'

তনুশ্রী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার বাংলায় বলল, 'আস না কেন বল তো? আজ সন্ধেবেলা একবার এসো।'

ওরা চলে গেল। আমি তনুশ্রীকে মনে মনে একটা কুৎসিত গালি দিলাম। এতো বড়ো একটা ঘটনার পর যে-মেয়ে স্বাভাবিক থাকতে পারে, তাকে গালি দিতে হয়। গর্ভপাত যে-মেয়ের কাছে ডালভাত সে অভ্যস্থ ব্যাভিচারী। গর্ভের শিশুকে হত্যা করে তনুশ্রী দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে? রগরগে গল্প করছে সেক্স-অবসেসড্ মেয়েদের সঙ্গে? ওকে আমার ঘৃণা করা উচিত। তনুশ্রী চক্রবর্তীকে আমি ঘৃণা করি।

ঘৃণা করি তবু সে ডাকলে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারি না। সন্ধ্যায় সে আমাকে তার ঘরে যেতে বলল। কেন যেতে বলল? মন ফিরেছে? নতুন কিছু বলবে?

আমি ছুটে যাই তার ঘরে। দরজায় টোকা নয়, ধাক্কা মারি খোলো খোলো, আমি এসেছি! কিন্তু দরজা খোলে না। আবার ধাক্কা, এবার সঙ্গে হাঁক তনুশ্রী, তনু! কিন্তু কোনো সাড়া নেই। এ কেমন খেলা? আমাকে আসতে বলে কেন সে দরজা বন্ধ করে ঘাপটি মেরে বসে আছে? এবার তার দরজায় লাথি মারি। ভেতরে যদি সে থেকে

৮ উচ্চ পুষ্টিসম্পন্ন দুধজাত খাবার।

BanglaBook.org

থাকে, জানুক আমি তার দরজায় লাথিও মারতে পারি। কিন্তু না। কোনো সাড়াশব্দ নেই।

করিডরে পায়চারি করি। হয়ত সে হস্টেলেই আছে, আশেপাশে কারো ঘরে গেছে হয়ত বা। একটু পরেই ফিরে আসবে। কিন্তু না, পায়চারি করতে করতে আমি ক্লান্ত, পায়ে ব্যথা ধরে গেল। সে-মেয়ে এলই না। ইচ্ছে করেই সে আমাকে এভাবে হয়রান করে মারছে। গালি দিতে দিতে হস্টেলে ফিরে আসি।

এখন আমি কী করি ? কী করতে পারি এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর মেয়েটিকে নিয়ে ? কোথায় যাই ? কার কাছে বলি মনের দুঃখের কথা ? মাকে মনে পড়ে। মা, একটা বুদ্ধি বাতলাও, তোমার নাতিকে রক্ষা করো। হয়ত এখনো তাকে অপারেশন থিয়েটারের ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা হয় নি।

তারপরে একটি লোক এল, বুড়ো লোক। তার ওভারকোট ছেঁড়া, মাফলার শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া; তার টুপি খেয়ে ফেলেছে পশমখেকো ইঁদুরের দল। কী চাই, কী?

'আপনার ঘরে কি খালি বোতল আছে?'

তখনই প্রাক্তন রুমমেট ইউরা এসে হাজির 'আমি না তোকে বুক করে গেছি, ভুলে গেছিস? ।'

'আপনারা না হয় বোতলগুলো ভাগাভাগি করে নেন।'

ইউরা রাগ করে চলে যায়। আমি ডাকি, 'ইউরা থামো থামো, দিচ্ছি তোমাকে।'

বুড়ো লোকটি বলে, 'আচ্ছা, না হয় ওকেই দিন।'

কিন্তু অভিমানী ইউরা আর ফিরে আসে না।

'আপনি কী করেন?'

'ইয়া বেদনি পেনসিয়ানিয়ার (আমি গরিব পেনশনভোগী)।'

'আগে কী করতেন?'

'একটা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করতাম।'

'আর এখন মানুষের দ্বারে দ্বারে শূন্য বোতল চেয়ে বেড়ান! জানি জানি, আমি আপনাদের সব জানি। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অধ্যাপক, বিজ্ঞানীরা সব ট্যাক্সিচালক হয়ে যাচ্ছে, আর্টের অধ্যাপক স্যুভেনিরে ছবি এঁকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্রি করছে। ইনস্টিটিউট-ভার্সিটির মেয়েরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে হোটেলে হোটেলে শরীর বেচে বেড়াচ্ছে। ডেকে আনছেন না? ডলার, পাউন্ড, ফ্রাঁ, মার্কঅলাদের তো ডেকে আনছেন আপনারা! আপনাদের মেয়েদের শরীরগুলো দামহীন লুটোপুটি খেয়েছে এতদিন, বেচতে হবে না? হার্ড কারেন্সিতে বিক্রি করতে হবে তো!'

'চিভো ভি তাকোই সেন্তিমেন্তাল্‌নি? এতা ই ইয়েস্‌ৎ ঝিজ্‌ন্‌ (এমন সেন্টিমেন্টাল কেন আপনি? এটাই তো জীবন)!'

বুড়া কয় কী ?

'মুক্তির সাধ এখনো মেটে নি?'

BanglaBook.org

'মিটবে কেন? মুক্তিই সবচেয়ে বড়ো চাওয়া ছিল আমাদের।'

'দেস্ত্ভিতেল্না, ইলি এতা ভাশা ইরোনিয়া (সত্যি বলছেন, না পরিহাস করছেন)?'

'পরিহাস করব কেন? ভালোই তো হয়েছে, সমাজতন্ত্রের মিথটা ধ্বসে পড়েছে। আপনারা এই হস্টেলে বাস করে আর মাসে মাসে স্টাইপেন্ড পেয়ে যা দেখেছেন তা-ই সব নয় জনাব। আপনারা অনেক কিছু দেখেন নি, যা আমরা দেখেছি।'

'বলুন না কিছু!'

'আপনারা জানেন আমরা সমাজতন্ত্রে আছি, এখানে সবাই সমান, কোনো বৈষম্য নেই। সত্য নয়, ডাঁহা মিথ্যা। এই জ্ঞান নিয়ে দেশে ফিরে যাবেন না। আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ নশ্বর নাগরিকরা একদিকে, অন্যদিকে সামান্য কিছু সংখ্যক লোক, এলিটরা। চূড়ান্ত আর ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এলিট শ্রেণীর সদস্যরা। তাদের মাইনে প্রচুর, ভালো ফ্ল্যাট, বাগানবাড়ি, ড্রাইভারসহ সরকারি গাড়ি, ট্রেনে বিশেষ বগি, বিশেষ হাসপাতাল, রিসর্ট ও বিমানবন্দরে ভিআইপিদের জন্য বরাদ্দ সবধরনের আরাম-আয়েশ, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য বিশেষ স্কুল, খাবার-দাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য আলাদা দোকান, সেখানে জিনিশপত্র শুধু ভালো আর বিদেশীই নয়, দামও অর্ধেক। এই এলিটরা বাস করে কিছু নির্দিষ্ট এলাকায়, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। রাষ্ট্রের ভিতরেই এরা আরেকটি রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। এদের সম্পর্কে কোনো কিছু জানার অধিকার আমাদের নেই। এদের ব্যাপারে যে-কোনো তথ্য স্টেট সিক্রেটের মতো।'

'কিন্তু এখন যে আপনাকে বোতল কুড়াতে হচ্ছে?'

'তা হোক। এটা তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আপনারা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের জন্যে কোনো মোহ রাখবেন না।'

'আমরা গরিব দেশের মানুষ, আমাদের জন্যে কিন্তু এই সমাজতন্ত্রই অনেক বড়ো ব্যাপার মনে হয়।'

'পড়তে এসেছেন বলে মনে হচ্ছে। যদি এর মধ্যে বাস করতে বাধ্য হতেন, জীবনভর আর কোনো বিকল্পের কথা চিন্তা করার সুযোগটাও যদি না পেতেন, তাহলে এই ব্যবস্থা আপনাদেরও ভালো লাগত না। আমরা দেখতে পাচ্ছি কতকগুলো ভণ্ড, অবিশ্বাসী, শয়তান লোক আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে, অথচ আমরা তাদের বদলাতে পারছি না, আমরা আমাদের পছন্দমতো ভালো লোকদের ক্ষমতায় বসাতে পারছি না। সেই কথা বলতে গেলেই আমি হয়ে যাব অ্যান্টিসোভিয়েত; রাষ্ট্রের শত্রু। কিন্তু কে তাদেরকে সেই অধিকার দিয়েছে? আমাদেরকে শাসন করার অধিকার তারা কোথায় পেয়েছে? এটা তো জারতন্ত্রের চেয়েও খারাপ!'

'আপনি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কথা বলছেন, কিন্তু জানেন..?'

BanglaBook.org

'ওইটাই ঠিক। আমি যদি না খেয়েও মরি তবু এই সান্ত্বনা নিয়ে মরতে চাই যে আমি আমার শাসককে নির্বাচিত করেছি। আমার সমর্থনের তোয়াক্কা না করে কেউ আমার ঘাড়ে বসে আমাকে শাসন করতে পারে নি।'

'আপনার বয়সী কোনো লোককে আপনার মতো কথা বলতে আমি শুনি নি। যারা জানপ্রাণ দিয়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করেছে, এই ব্যবস্থার প্রতি তাদের একটা মায়া আছে। আপনার বয়সী সবাই তো স্তালিনের ভক্ত।'

'সেই জন্যেই এটা এতদিন টিকে আছে। আমরা সবাই ভেড়ার পাল। চালাক লোকেরা আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেয়েছে চিরকাল। কিন্তু সেই দিন শেষ, এবার নতুন দিন শুরু।'

'কী হবে?'

'রাশিয়া জামার্নি, ফ্রান্স, ইতালির মতো হবে। ফিনল্যান্ড তো আমাদের সঙ্গেই ছিল, আমাদের পথে আসে নি ওরা, এখন ওদের অবস্থা আমাদের চেয়ে কতো ভালো জানেন? ওখানে আমাদের চেয়ে বেশি সমাজতন্ত্র হয়েছে। আমরাও খুব শিগগির পশ্চিমা ধনী দেশগুলোর মতো হব। কী নেই আমাদের? প্রাকৃতিক সম্পদে আমরা ওইসব দেশের চেয়ে অনেক অনেক ধনী।..'

তারপর লোকটা শূন্য বোতলগুলি নিয়ে ব্যাগে ভরে। তার ব্যাগের ভিতরে শূন্য বোতলগুলি গায়েগায়ে ঠোকাঠুকি করে জীবনের জয়গান করতে করতে চলে যায়।

...জালাল মিয়া নীল আকাশের দিকে চেয়ে পা দোলাতে দোলাতে বলল, 'শ্যাষ পর্যন্ত রাশিয়াত্ আসা গেল বাহে। যা দেখি খালি তাজ্জব লাগে। আর কুনো দ্যাশের মতনই লয়। এক্কিবারে মূলে তফাৎ।... রাশিয়াত্ আসেনু, না আস্‌লে এ জনমের তীথ্‌দর্শন বাকি থাকলো হিনি বাহে।'

'এই দিঘি হামরা দখল করিছি লয়?' রহিম বক্সকে বলে নাইকি হেমরম। রহিম মাথা দোলায়, বলে, 'তামান দ্যাশি দখল করা লাগবে, হয়।' বিড়ি টানতে টানতে বলে মোহাম্মদ আলি লসকর, 'দখল লয়, দখল লয়, আগে দ্যাশটাক্ আলো দিয়ে উজালা করা দরকার । দ্যাশটা পড়ে আছে জড়তার পাঁকের মদ্যে, এক্কিবারে লল্লি পর্যন্ত ডুবে আছে। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ঘুরে আসে লেখছিল, হামি যা বহুকাল ধ্যান করিছি, রাশিয়াত্ দেখলাম এ্যরা তাই কাজে খাটাছে। হামরা ছিরি নিকেতনত্ যা করবার চাছ্‌নু, রাশিয়ার মানুষ সমস্ত দ্যাশ জুড়ে দস্তুরমতন তাই করিছে।

গর্বাচিভ শাপ্‌কা (টুপি) খুলে বলল, 'নো তাভারিশি, জ্নায়েতি লি ভি, তাগোর ইশ্‌শো শ্‌তো নাপিসাল? ইয়া ভাম পিরিচিতায়ু (কিন্তু কমরেডস্, আপনারা জানেন, রবীন্দ্রনাথ আরো কী লিখেছেন? আমি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি): এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই তা বলি নে — গুরুতর গলদ আছে। সে জন্য একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে — কিন্তু ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব টেকে না — সজীব মনের তত্ত্বর সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তাহলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ঠ হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।'

BanglaBook.org

'পড়িছি পড়িছি। মুখস্ত আছে।' ঠোঁট উল্টিয়ে বলল নাইকি হেমরম। গর্বাচভ চুপসে গিয়ে তনুশ্রীর দিকে তাকাল। তনুশ্রী ঠোঁটের কোণে হাসছে।

কোথায় যেন গান গাইছে আলেগ গাজ্‌মানোভ : পুতানা পুতানা পুতানা, তুই এখন রাতের প্রজাপতি।[৯]

গর্বাচভ : আমি কিন্তু নাইনটিন এইটি ফোর সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছি।

মোহাম্মদ আলি লসকর : কিন্তুক্ তোমার মতলবটা তো ঘোলাটা ঠেকে মিখাইল। তুমি আসলে কার লোক?

ইয়েলৎসিন হাজির। তার সারা গা উদোম। শুধু একটা জাইঙ্গা পরনে। তার লাল পাছা দেখে নাইকি হেমরম বলে উঠল, 'তোমার চরপটাত্ কি আগুন লাগিছে বাহে?'

ইয়েলৎসিন মুহূর্তে ছাল-ছাড়ানো শুয়োর, সিনায় চাপড় মেরে বলল, 'তোরা আমাকে চিনিস? সোজা পেন্টাগন থেকে আসলাম। গর্বাচভের সাম্রাজ্যে আগুন লাগাচ্ছি এবার।'

'কয়ডা বাল পুড়বে তাত্? সউত্তর বচ্ছর তোমার পেন্টাগন এডা বালও ছিঁড়বার পারেনি।'

'তাড়াতাড়ি ভাগো। না হলে জব কোরে তোমার গোশ্‌ত সারা পাওয়ের কুত্তা ড্যাকে খিলান হোবে।'

'স্লেপিয়ে দগ্‌মাতিকি (অন্ধ ডগমাটিকের দল) !'

'পাশোল্ ভোন্ (দূর হ) !'

হা হা হা! হি হি হি!

'গঠনমূলক! গঠনমূলক! ডেমোক্রাটিক সেন্ট্রালিজম!'

---

৯ আলেগ গাজমানোভ প্রখ্যাত রুশ গীতিকার, সুরকার, গায়ক। 'পুতানা' তাঁর লেখা, সুর দেয়া ও গাওয়া একটি গান। পুতানা মানে ভ্রষ্টা। গানটিতে এক রুশ যুবক তার প্রেমিকাকে বলছে : 'তুই এখন হোটেলের টেবিলে অলঙ্কার হিসেবে শোভা পাস। বিয়ারের সঙ্গে চাটের মতো তোকে পরিবেশন করা হয়। যে-কেউ তোকে দখল করে নিতে পারে। তোর সবকিছুর ওপর তার অধিকার কায়েম করতে পারে। 'রাশিয়া' 'কসমস', 'কন্টিনেন্টাল' (মস্কোর কয়েকটি বড়োবড়ো হোটেল) হচ্ছে তোর পুরুষ শিকারের প্রিয় জায়গা। শ্যাম্পেন, ক্যাভিয়ার, পশ্চিমি সিগারেট — সবকিছু দিতে তৈরি তোর পরবর্তী ক্লায়েন্ট। পুতানা পুতানা পুতানা, তুই এখন রাতের প্রজাপতি। হোটেলের আলোগুলো এমন বেঈমানের মতো জ্বলছে — কিন্তু এই সবকিছুর জন্য কে দায়ী?

আর স্কুলের কথা মনে পড়ে? ডেস্কে ব্লেড দিয়ে আমি তোর নাম লিখেছিলাম? আর যেদিন তোকে প্রথম চুমু খেয়েছিলাম? রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতাম। দুজনেই জানতাম না পরে কী হবে। পরে আমাকে আফগানিস্তান পাঠাল আর তোকে পাঠাল হার্ড কারেন্সি বার-এ। আমি দুশমনের গুলি প্রতিহত করতাম আর তুই তখন অপেক্ষার বছরগুলোর বদলে বেছে নিলি নৈশশিল্প। পুতানা পুতানা পুতানা, তুই এখন রাতের প্রজাপতি। কিন্তু এই সবকিছুর জন্য দায়ী কে?

যখনই ভাবি, আর কখনো এক হতে পারব না, আমার বুকের ভেতরে বড্ড যন্ত্রণা হয়। কিংবা হয়ত প্রচুর ডলার জমিয়ে একদিন তোর দিকে ছুঁড়ে দেব? কিনে নেব তোর একটা রাত? কিন্তু তারপর? তারপর বাঁচব কী নিয়ে? তুই এখন টেবিলের অলঙ্কার, তোর পোশাকের দাম হাজার হাজার। যে-কেউ তোকে দখল করে নিতে পারে। তোর সঙ্গে দেখা করার আর কোনো মানে হয় না। পুতানা পুতানা পুতানা। গহীন কুয়াশার মধ্যে ক্ষতের মতো হোটেলের বাতিগুলো জ্বলছে।'

BanglaBook.org

'না না না। গ্লাসনস্ত। ডেমোক্রাটিক সেন্ট্রালিজম আর গ্লাসনস্ত এক সাথে যায় না বাহে।'

'তালে কও প্লুরালিজম।'

'প্লুরালিজম কোথাও পৌঁছে না ভাই, খালি ক্যাওস হয়।'

'ওরে, এইডা ত ওল্ড বলশেভিক! খেদা খেদা!'

'ভিক্তর পাভলোভিচ, বলেন বলেন, রাসেল কী কইছিল?

'দেরি হয়ে গেছে। রাসেলকে নিয়ে এখন আর না মাতলেও চলবে আপনাদের। দিঘিতে কী মাছ ছেড়েছেন আপনারা? মাছ তোলেন, ফ্রাই করেন। পেটে বড্ড ক্ষিদা। ক্ষিদা পেটে তত্ত্ব কপচানো যায় না।'

'ও, আপনাগেরে ত আবার সারা জীবন ভরা প্যাটে থাকার অভ্যাস। হামরা ত সারা জীবনই ফাঁকা প্যাটে তত্ত্ব আলোচনা কোরে গেনো বাহে।'

'আপনাদের প্রব্লেমটা কী? আপনাদের অত কিসের মাথাব্যথা?'

'সমাজে বাস করলে বাপু সমাজ লিয়ে চিন্তা না করে পারা যায় না। এডা হামাগেরে অভ্যাস।'

'যে সমাজে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটেছে সেখানে সমাজতন্ত্রের মতো কোনো ব্যবস্থা জোর করে কায়েম করা সম্ভব হলেও টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। সমাজতন্ত্র ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার করে।'

'ব্যক্তিসত্তা জিনিশটা কী বাহে, বুঝায়ে কও দিনি এনা? ইদানিং কথাডা খুবই চালু হয়া গেছে।'

'তুই বাড়িত্ যা সলিমদ্দি। তোর বেটার না বলে পাতুলা পাইখানা হোছে?'

'ব্যক্তিসত্তা হল সেই জিনিশ যেটার শক্তিতে একজন মানুষ নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। লেনিন সিদ্ধান্ত নিল আর হামরা ব্যাবাকে হাত তুলে কনু হয় হয়, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ — তার মানে হামাগেরে ব্যক্তিসত্তা নাইকা।'

'সাখারভ চাচা হল ব্যক্তিত্ববান মরদ, বুঝলু? ত্রৎস্কি আছিল ব্যক্তিত্ববান। ফরহাদ ভাই ব্যক্তিত্ববান, হামরা সব ভেড়ার পাল।'

'একিবারে পরথমে, যখন পেরেস্ত্রোইকা কেবল আরম্ভ হল, মোর মনে হল সমাজতন্ত্রের যাকেছু ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, এইবার ব্যাবাক ঠিক হয়া যাবে।'

'কিন্তু এইডা মেরামত করার জিনিশ লয় কো। সমাজতন্ত্র হয় থাকপে না হয় থাকপে না।'

'দূর হ! শালা ইয়েলৎসিনের চামচা!'

'তোমাগরক লিয়ে এই হল সমস্যা বাহে, কোনো কথা তোমাগেরে পছন্দ না হলে তোমরা কবেন দূর হ, দূর হ! কথাটা লেয্য কিনা সেডা বিচার করা কি উচিত লয়?'

'ও বন্ধু হাবিবুর রহমান, একলা ঘরে বইসা কী কর তুমি এই ভর সন্ধ্যাবেলা? আইসো, আমার ঘরে আইসো।' করিডরে অলক হালদারের কণ্ঠ ধীরে ধীরে কাছে আসে।

BanglaBook.org

'আরে আজ না ছয়ই নভেম্বর রাত, কাল না বিপ্লব বার্ষিকী, আৎমিচাত্ (উদযাপন) করতে হইব না? চল চল, হরিণের মাংস কিন্যা আনছি, স্মিরনোফ্ ভদকা আছে।'

'ক্যান? বিপ্লব বার্ষিকী আৎমিচাত করতে হবে ক্যান? বিপ্লবের আর আছেটা কী?'

'ওই দ্যাখ! তুই শালা আছ পুরানা কথা নিয়া। বিপ্লবের আবার থাকতে অইব কী? লোকজন আইছে, একটু খাওয়া-দাওয়া, হৈচৈ হইব, চল চল। মেলা পাবলিক আইছে।'

'কে কে আইছে?'

'মেলা মানুষ। চল, রমেন কাকা আইছে। তোরে ডাকতে পাঠাইল।'

রমেন চৌধুরী, ১৭ জুবোভ্স্কি বুলভারের স্বপ্নচ্যুত বাঙালি ড্রিমার, প্রায় ২০ বছর ধরে মস্কোতে আছেন সপরিবারে। সত্তরের বেশি বই অনুবাদ করেছেন বাংলায়। তারপর হঠাৎ একদিন সকালে প্রগতি প্রকাশনের বাংলা বিভাগীয় কর্ত্রীর টেলিফোন অনুবাদ বন্ধ করুন। অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে এখনো আছেন মস্কোতে। সন্তানের মতো স্নেহ করেন আমাকে।

'কি রে হাবিব, একেবারে হাওয়া হয়ে গেছিস! ফোন-টোনও করিস না, ব্যাপার কী?'

পান-ভোজনের পর আমি কাকা-কাকির সঙ্গে তাঁদের ফ্ল্যাটে চলে যাই। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত খুলে বলি।

'খোঁজ নিয়ে দ্যাখ্ তনুশ্রীর সঙ্গে কোনো ছেলের সম্পর্ক আছে কি না!' কাকি বলেন।

'না কাকি, নাই। অন্তত এখানে নাই।'

'দেশে তো থাকতে পারে?'

কাকা বললেন, 'কিন্তু তোর তো বুঝতে পারার কথা, সমস্যাটা কী। আচ্ছা ওকে একবার আসতে বলিস তো। কথা বলে দেখি।'

'আমি বললে আসবে না কাকা। ভাববে আমি আপনাদেরকে দিয়ে তদবির করাচ্ছি।'

'আসবে আসবে, বলিস।'

'ও কি বাচ্চা নষ্ট করতে চায়?' কাকির প্রশ্ন।

'জানি না, কিছুই তো বলে না!'

'না না, নষ্ট করবে কেন?' কাকা প্রবোধ দিলেন।

গল্পে গল্পে অনেক রাত হয়ে গেল।

'যা শুয়ে পড়।'

সুস্থির হয়া দ্যাশটাক গড়ার সুযোগ কি কোনো দিন পাওয়া গেছে বাহে? বিপ্লবের কয় দিন পার হতে না হতেই চাপায়ে দেওয়া হল গৃহযুদ্ধ। ক্ষয়ক্ষতি কি রকম হল দেখেন নি? প্রথম সমাজতন্ত্র দ্যাশ, কাজেকর্মে ভুলত্রুটির সম্ভাবনা থাকবে না? আর

BanglaBook.org

কোনো দেশে তো আগে সমাজতন্ত্র হয় নি যে, তারগেরে কাছ থে' এনা অভিজ্ঞতা হাওলাত নেমো। হামাগরক পথ চলা লাগিছে আন্ধারে পথ হাতড়ে হাতড়ে। মিচ্চি এনা আলো দেওয়ার মতোও কেউ আছিল না। যাক, তা না হয় হল, বহু মেহনত করেউরে লিজের পায়ে কেবল খাড়া হতে না হতেই আসলো ফ্যাসিস্টেগেরে হামলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হামরা হারানু দ্যাশের সেরা দুই কোটি সন্তান, কাজেকামে সমর্থ মানুষ আর মেলা বৈষয়িক সম্পদ। তা-ও এই যুদ্ধজয়ে হামাগের অবদান সকলেই স্বীকার করে। যদি এই দেশের মানুষ আত্মার জোরে বলবান না হয়, যদি তারগেরে মধ্যে ভালোমানুষী না থাকে, যদি সমাজতন্ত্রের কোনো ...

এমন আশ্চর্য সমাজ আগে পৃথিবীর কোথাও তৈরি হয় নি, এখনো সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর বাইরে কোথাও নেই। দ্যাখ, আমি শিক্ষক ছিলাম, দেশের খুব ভালো কলেজে দীর্ঘদিন পড়িয়েছি। আমার একটাই দুঃখ ছিল, যে-দারিদ্র্যের মধ্যে আমার ছাত্রজীবন কেটেছে, সেই জীবনের অংশীদার কাউকেই আমি পড়াতে পারি না। পড়াই শুধু ধনিকশ্রেণীর সন্তানদের। একজন সৎ শিক্ষকের পক্ষে এক বেদনাময়, নৈরাশ্যময় অভিজ্ঞতা। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষক তো ধনতন্ত্র নিজে। আমরা সেখানে তার একটি যন্ত্র বা আধার মাত্র। সত্যিকার মানবিক শিক্ষা সেখানে অসম্ভব। শোষনকে, অস্তিত্বের অসম লড়াইকে ন্যায়ের রঙিন মুখোশ পরানোই ধনতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষকদের কাজ। সমাজতান্ত্রিক সমাজেই কেবল শিক্ষার সত্যিকার আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারে, শিক্ষক নিজেকে মুক্ত, স্বাধীন ও সম্পূর্ণ বলে উপলব্ধি করতে পারে।...

আমাদের বইয়ের শেলফগুলি ক্রমেই খালি হয়ে আসছে।.. বেতন আনতে সেদিন অফিসে গিয়েছিলাম। দরজার জবরদস্ত পাহারাদার বুড়ি দেখলাম মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণে অনুৎসাহী। লোকজন কমে গেছে। লিফটে ভিড় নেই। পাঁচতলায় ভারতীয় বিভাগের দীর্ঘ করিডর এখন শূন্য, প্রায়ান্ধকার। ক'দিন আগেও সেখানে শতাধিক কর্মীর ভিড় ছিল, লোকদের যাতায়াতের বিরতি ছিল না, এই মুহূর্তে তা অবিশ্বাস্য মনে হয়। ভূতুড়ে নৈঃশব্দের বাস্তুসাপটি ইতিমধ্যে তার মৌরসী তালুকে দখল নিয়েছে। ভয়ে ভয়ে বাংলা বিভাগের দিকে এগোই। আমাদের তিনটি ঘরের দু'টি তালাবদ্ধ। একটিতে পাণ্ডুলিপি ও বইপত্র বাঁধাছাঁদা চলছে। আমাকে দেখে ভালোদিয়া স্বাগত জানায়। মলিন মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। স্বল্পবাক নাতাশা আরো চুপচাপ। একটা চেয়ার টেনে বসি। ছড়ানো বইগুলি নাড়াচাড়া করি। আমার বইগুলিও। বিজ্ঞান ও চিরায়ত সাহিত্যের বই ছাড়া অনূদিত আর সবই মূল্যহীন, অর্থহীন...

গরিব দেশের অমানবিক সমাজের বাসিন্দার জন্যে সমাজতন্ত্রে আস্থা স্থাপন ছাড়া আর কি কোনো বিকল্প আছে? ধনবাদী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা তো আমাদের সসম্মানে বেঁচে থাকার কোনো বিকল্প পথের সন্ধান দিতে পারে নি।...সজ্জনের সংসারের মতো সমাজতান্ত্রিক সমাজে আতিশয্যহীনতা ও কিছুটা অনটনই তো স্বাভাবিক।..

BanglaBook.org

দীর্ঘ করিডর প্রায় অন্ধকার। অনেকগুলি দরজার পাশেই চেনা বান্ডিলের স্তূপ। ওদের সবারই গন্তব্য অভিন্ন, অচিরেই মহাফেজখানার গহ্বরের অন্ধকারে মুখ ঢাকবে একটি বিপ্লবের সত্তর বছরের পুঞ্জিত ইতিহাসের সকল সত্যমিথ্যা। আমরা নিঃশব্দে হাঁটি। কারো মুখে কোনো কথা নেই। আমরা বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পাই না।...

...তুই হয়ত জানিস না, তনুশ্রীর কোনো গোপন প্রেমিক থাকতে পারে, এখানে না হলে দেশে। না হলে সে তোকে এমন কথা বলতে পারত না। তুই আসলে একটা ভুল করেছিস, প্রেম ছাড়া যা ঘটা উচিত নয় তুই তাই ঘটিয়েছিস, মনে হচ্ছে এটা এখন একটা কঠিন সমস্যা, এর কী সমাধান হতে পারে আমি জানি না রে।

কিন্তু আমি তো তাকে ভালেবাসি কাকা!

বাসিস? আর সে? সেও কি ভালোবাসে তোকে? মনে হয় না আমার, তুই বোধ হয় মিথ্যে কথা বলছিস এখন, তোর মনেও প্রেম ছিল না। হোক হোক, এই-ই হোক। দুঃখ পা, গভীর দুঃখ পাওয়া দরকার, দুঃখই খাঁটি।

আমি বলব, কাল সন্ধ্যায় আমাকে আসতে বলে তুমি কোথায় গিয়েছিলে? এভাবে হয়রান করার মানে কী? তনুশ্রী বলবে, আমি ভাবি নি তুমি আসবে, কাল যখন তোমাকে আসতে বললাম, তুমি হ্যাঁ না কিছুই তো বললে না।

আমি বলব না যে তুমি আসতে বললে আমি না এসে পারি না। বলব, আচ্ছা ঠিক আছে, এখন এলাম। বল, কেন আসতে বলেছ।

তনুশ্রী বলবে, তুমি রাগারাগি করছ কেন? আমার কথা একটু মন দিয়ে শোনো।

আমি বলব, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না, আমার একটাই প্রশ্ন, কবে আমরা বিয়ে করব।

সে হয়ত আবার বলবে, বিয়ে আমরা করছি না।

আমি তখন কী করব?

রমেন কাকাদের বাসা থেকে সোজা তনুশ্রীর হস্টেলে গিয়ে তার ঘরের দরজায় অভদ্রভাবে ধাক্কা মারলাম। (ভদ্রতার থোরাই পরোয়া করি এখন! যে-মেয়ে এভাবে অন্যায় করতে পারে তার সঙ্গে ভদ্রতা করে কী লাভ?) প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। অবাক চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল তনুশ্রীর রুমমেট, তার চোখে বিস্ময়মাখা প্রশ্ন পাগল-পাগল হয়ে যাও নি তো?

ক্ষমা চেয়ে নিলাম।

'তনুশ্রী নেই?'

'না, স্যানাটোরিয়ামে চলে গেছে।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'কোন স্যানাটোরিয়ামে গেছে? আমার জন্যে কোনো মেসেজ রেখে গেছে? আমাকে কিছু বলার কথা বলে গেছে তোমাকে?'

BanglaBook.org

'না।'
'কোন স্যানাটোরিয়ামে গেছে? কতো দিন থাকবে?'
'কিছু বলে যায় নি।'
'তুমি কি খুব বিরক্ত হয়েছ আমার ওপর?'
'না না, একটু ভয় পেয়েছি, ডাকাত পড়ল নাকি!'
'প্লিজ ক্ষমা করে দাও।'
'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি কি ভেতরে আসবে?'
'বিরক্ত হবে না তো?'
'না না, এসো!'
'আচ্ছা, তনুশ্রী কি খুব অসুস্থ?'
'না, বুকে ঠাণ্ডা বসেছে। তাই একটু রেস্ট নিতে গেছে।'
'তুমি তো ওকে সবসময়ই দেখ, ও কি বমি-টমি করে?'
প্রসন্ন হাসি।
'বুঝতে পারি নি তুমিই সেই!'
'তোমার রুমমেটের সঙ্গে তোমার গল্পসল্প হয়?'
'তনুশ্রী খুব চাপা মেয়ে।'
'আমার কথা সে তোমাকে কখনো বলে নি?'
'না।'

শহরে যাবার জন্যে মেট্রো স্টেশনের দিকে হেঁটে যাচ্ছি, একটি মেয়ে আমাকে থামায় : 'উ তিবিয়া ইয়েস্‌ৎ কুরিৎ (তোমার কাছে কি সিগারেট আছে)?'

তার দিকে তাকাই। সতের-আঠার বয়স, খোলালি চুল লাল টকটকে জ্যাকেটের কলার ও পিঠ ঢেকে ছড়িয়ে আছে। চোখের মণি দু'টো ঘন সবুজ, টিকোল নাকটা সুন্দর, সতেজ চিবুক। ঠোঁটে লিপস্টিক নেই, গালে কোনো প্রসাধনী রঙ নেই, তার নিজস্ব খাঁটি রঙ, স্নিগ্ধ ফর্সা। একটু লালিমা নাকের দুপাশে, চোখা থুৎনিটি বেশ সজীব। আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তার দিকে এগিয়ে ধরি। কচি বেতের মতো ফর্সা দীঘল আঙ্গুলে একটি সিগারেট টেনে নিতে নিতে বলে, 'দুটো নিতে পারি?'

'পাজালুইস্তা (প্লিজ)!'
আরেকটি সিগারেট টেনে নিয়ে 'স্পাসিবা' বলে সে চলে যায় না, শুধায়,
'স্তুদিয়েন্ত?'
'হু'
'কোন দেশের?'
'বাংলাদেশ।'
'অ জানি, ইন্ডিয়ার পাশের দেশ। জানতে পারি কী নাম?'

BanglaBook.org

'হাবিব।'

'আমি ওলগা', বলে সে হাত বাড়িয়ে দেয়, 'কেন বিষণ্ন? একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?'

'কী কর?'

'এবার ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছি। সিনেমায় যাবে?'

'ক্লাসে যাও নি?'

'না, আজ আমার মন খারাপ। যাবে সিনেমায়?'

'না, কাজ আছে।'

'হস্টেলে থাক?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'পাত্রিস লুমুম্বায়।'

'চিনি। মিকলুখো মাকলাই স্ট্রিট।'

'কেন মন খারাপ জানতে পারি?'

'এক জোড়া জুতো কিনতে চেয়েছিলাম, ৫০ রুবল কম পড়েছে, কিনতে পারি নি।'

'তোমার বাবা কী করে?'

'বাবা নাই।'

'মা?'

'প্রফেসর, দক্তোর ইকোনোমিচিস্কিখ্ নাউক (ইকোনোমিক্সে ডক্টররেট)।'

'খুব ভাল কথা!'

'ভাল না ছাই! গরিবের গরিব।'

'ঠিক হয়ে যাবে। কিছুদিন তোমাদের দেশের অবস্থা এরকম থাকবে, তারপর আবার ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি ততদিনে এদেশে থাকব না।'

'কোথায় যাবে?'

'আমেরিকা।'

'কেউ আছে আমেরিকায়?'

'না। যে কোনো একটা ছেলের সঙ্গে চলে যাব — 'আমেরিকান বয়, ইউয়েদু স্যাবোই, প্রাশাই মাস্কভা?'[১০]

'আমেরিকান বয় তুমি এখানে কোথায় পাবে?'

'কেন? এখন তো নানা দেশের লোক আসছে। আমেরিকানরাও আসবে। আমাকে কি আর দুটো সিগারেট দেবে?'

---

১০ '৯০ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে খুব জনপ্রিয় একটি গানের প্রথম কলি 'আমেরিকান বয়, তোমার সঙ্গে চলে যাব, বিদায় মস্কো।'

BanglaBook.org

প্যাকেটে গোটা-চারেক সিগারেট অবশিষ্ট ছিল। আমি একটা বের করে জ্বালিয়ে পুরো প্যাকেটটাই তাকে দিয়ে দিলাম। ধন্যবাদ দিয়ে এবার সে বলল, 'তুমি কি আমাকে পঞ্চাশটা রুবল দেবে?'

'কেন?'

'বললাম যে, জুতো কিনব!'

'এভাবে রাস্তায় যেকোনো একটা লোকের কাছে টাকা চাওয়াটা কেমন বল তো?'

'তোমাকে দেখে আমার খুব আপন মনে হল, তাই বললাম। না দিলে দিয়ো না!'

'দিতাম, কিন্তু অতো রুবল তো আমার কাছে নেই!'

'কেন? তোমাদের তো অনেক ডলার!'

'আমি গরিব দেশের ছেলে বলে তোমাদের দেশে পড়তে এসেছি। তোমাদের সরকার আমাদের বৃত্তি দেয় আমরা গরিব বলে।'

'নাও নাও, অতো অভিনয় করো না। আমি জানি তোমরা অনেক ধনী।'

'না, সব বিদেশী ছাত্র ধনী নয়।'

'তুমি তাহলে সত্যিই গরিব? কিন্তু তোমার জ্যাকেটা তো খুব দামি।'

'এটা আমার এক বন্ধু প্রেজেন্ট করেছে। সে ধনী।'

'জান, আমি ভেবেছি বেশ সুন্দর আর ধনী একটা বিদেশি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করব। সে যদি আমাকে ভালোবাসে, তাহলে তার সঙ্গে তার দেশে চলে যাব। আইডিয়াটা কেমন?'

'মোটেই ভালো নয়, বিদেশ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে? ওই ভুল করো না।'

'তুমি কি আমাকে সৎ পরামর্শ দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো মুশকিল হল। আমার যে এদেশে আর ভালোই লাগে না!'

'অন্য কোনো দেশে গিয়ে আরো খারাপ লাগবে।'

'তুমি কি সত্যি বলছ?'

'নিজের দেশ, বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে কোথাও গিয়ে কেউ কোনো দিন সুখী হয় না। আমি বিদেশে এসে সেটা বুঝতে পারছি। আমাকে যদি তোমরা রাশিয়ার প্রেসিডেন্টও বানাও, তবুও এই দেশে আমি সারা জীবন থাকতে পারব না।'

'আর যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট করা হয়?'

'তবুও পারব না।'

'নাহ্, তুমি মোটেই ইন্টারেস্টিং নও!'

'যাই তাহলে?'

'দিলে না তো পঞ্চাশটা রুবল। এক ডলারও নয়!'

BanglaBook.org

'এবার আমি সত্যি সত্যিই তোমার কাছ থেকে আঘাত পেলাম। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল তুমি খুব সহজ-সরল একটি ভালো মেয়ে, খাঁটি সোভিয়েত। কিন্তু তুমি আসলে..। দেখো, তোমার অবস্থাও ইন্তেরদেবোচ্কার[১১] মতো হবে।'

'ইদি ইদি। নি বালতাই (যা যা, বকবক করিস না!)।'

ক্যাম্পাসে পাওলা আর ভিয়ানা কফি খাচ্ছিল। তনুশ্রীর কথা জিগ্যেস করতেই দু'জনে মুচকে হাসল। পাওলা বলিভিয়ার সুন্দরী। নেটিভ আমেরিকানদের সঙ্গে ইউরোপিয়ানদের মিশ্রণে সম্ভবত এই সৃষ্টি। ফর্সা রঙটা পেয়েছে ইউরোপীয়দের কাছ থেকে, ভাষাটাও তাই, স্প্যানিশেই লেখাপড়া, কথা বলা, গান গাওয়া, চিন্তা করা, স্বপ্ন দেখা। নেটিভ বলিভিয়ানদের নিজের ভাষা কেচুয়া সে একটুও জানে না। তার চুল কালো, আমাদের মতো, লম্বায় সে আমাদের মেয়েদের ছাড়িয়ে। চিকন কোমর এবং চওড়া ভারি নিতম্ব। তার দিকে তাকালে চোখ প্রথমে ধাক্কা খায় তার নিতম্বে। তাকে আমরা নিতম্বনী বলি। ভিয়ানা সুলেমান কাসিম তাঞ্জানিয়ার মেয়ে। কিন্তু খাঁটি নিগ্রো মেয়েদের মতো রঙ তার নয়, তার রক্তে ভারতীয় রক্তের মিশ্রণ থাকতে পারে। মুখটাও আমাদের শ্যামলা মেয়েদের মতো। তাকে ভারতীয় বলে অনেকে ভুল করে। আমরা তাকে বক্ষগর্বিতা বলি, তার দিকে তাকানো মানে বুকে হোঁচট খাওয়া। সে তার বুকের বিশালত্ব সম্পর্কে খুব সচেতন বলে মনে হয়। এমন পোশাকই সে বেশি পড়ে যাতে দুই বুকের মাঝখানের ঢালুটা দেখা যায়। আর সে খুব আদিরসাত্মক ইয়ার্কি-ফাজলামো করে।

'হাসছ কেন তোমরা? আমি কি হাসির কিছু বললাম?'

'এতদিন পর তনুশিরির খোঁজ কেন?'

'কেন, জিগ্যেস করতে নেই বুঝি?'

'সব রদেভুঁ শেষ করে ফেলেছ? এখন ফিরতে চাও ঘরে?'

'কিসের রদেভুঁ, কী সব সময় ফাজলামো কর ভিয়ানা?'

'ফাজলামো করি? তনুশিরির এই অবস্থা করে তুমি হাওয়া। এত খাই খাই তোমার?'

তনুশ্রী কি এদেরকে সব বলে দিয়েছে? নাহ্, এরকম তো তার করার কথা নয়। ভিয়ানা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে।

'তনুশ্রী কোথায়?'

'সত্যি জানতে ইচ্ছে করছে তোমার?'

'হুঁ'

'হাসপাতালে গেছে। একেবারে কোলে বেবি নিয়ে ফিরবে।'

---

১১ ইন্তেরদেবোচকা ১৯৯১ সালে নির্মিত একটি সোভিয়েত চলচ্চিত্র। শব্দটির মানে দাঁড়ায় আন্তর্জাতিক মেয়ে। শব্দটির প্রচলন পতিতার প্রতিশব্দ হিসেবে। ইন্তেরদেবোচকা ছবিটির কাহিনী সংক্ষেপে এরকম : মস্কোর একটি সুন্দরী নার্স পতিতা বনে যায়। একসময় এক সুইডিস টুরিস্টকে বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে স্টকহোম চলে যায়। ধনী স্বামীর বদৌলতে বিলাসবহুল জীবনের স্বাদ পেল সে। কিন্তু মস্কোর জন্য, মায়ের জন্য, বাড়ির জন্য, বন্ধুবান্ধবদের জন্য তার মন পোড়ে। সেখানে সে সুখী হতে পারে না, বিপর্যস্ত হয়।

BanglaBook.org

'বাজে কথা রাখ। কী হয়েছে ওর? কোন্ হাসপাতালে গেছে?'

এবার মুখ খুলল পাওলা, 'হাসপাতালে নয়, স্যানাটোরিয়ামে গেছে। কয়েকদিন নাকি তার রেস্ট দরকার। ঠাণ্ডা লেগে বুকে কফ জমেছে।'

'তাই বল।'

'তাই তো বললাম', ভিয়ানা বলল, 'এখন বল, হঠাৎ তনুশিরির খোঁজ করছ কেন? তোমার রুশী তিয়োল্কাদের (বকনা গরু) কী হল?'

এবার আমি তার ইয়ার্কিতে যোগ না দিয়ে পারলাম না, 'রুশী তিয়োল্কারা বড়োই বেরসিক। আমার একটা আফ্রিকান তিয়োল্কা দরকার।'

'তাহলে এসেই তনুশিরির খোঁজ কেন?'

'সেটা এমনি, বাংলাভাষায় কথা বলার জন্যে। আসল দরকারের কথাটা কি মুখ ফুটে বলা সহজ?'

'তা হঠাৎ কেন আফ্রিকান তিয়োল্কা দরকার হল? তাদের তেজ সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে?'

'সে ধারণাই তো পেতে চাই।'

'বেশ, জানা থাকল।' বলে ভিয়ানা চপল হাসিতে দুলে উঠল — আসলে সে তার গর্বের ধনদু'টি দোলাল।

BanglaBook.org

৮

'ও বাবুশ্কা, সসেজ কোথায় পেলেন?'

'ওই তো দু' নম্বর দোকানে। জলদি যাও, ফুরিয়ে গেল!'

'ভালো মাংস পেয়েছি কী আনন্দ!'

'কী আনন্দ! দু'টো মুরগি পেলাম!'

'ডিম কোথায় পেলেন, ও মশাই?'

'ওই ওখানে, দশটার বেশি দিচ্ছে না।'

'আহ্ ওখানে কী বিক্রি হচ্ছে গো? অত লম্বা লাইন কেন?'

'ভালো পনির দিচ্ছে, শিগ্রি যান!'

মস্কোর দোকানগুলোর অবস্থা এখন করুণ। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, পনির, সসেজ, আলু, পেঁয়াজ, রান্নার তেল — সব উধাও। কোথাও কিছু বিক্রি হচ্ছে দেখলেই মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আমার ফ্রিজের অবস্থাও এখন মস্কোর দোকানগুলোর মতো। অনিমেষ আর ঘরে রাঁধে না, বাজারও করে না। আমি অলসের অলস। তা ছাড়া টাকা পয়সাও অঢেল নেই যে রিনোক[১২] থেকে বাজার করব।

---

১২ রিনোক : ব্যক্তি-উদ্যোগে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর খোলা বাজার, সরকারি দোকানপাটের চেয়ে সেখানে জিনিশপত্রের দাম দশ-বারো এমনকি পনের গুণ বেশি ছিল।

একটি দোকানে ডিম বিক্রি হচ্ছে। লম্বা লাইন সাপের মতো এঁকেবেঁকে দোকানের বাইরে রাস্তা পর্যন্ত চলে এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। বরফ গলছে। মধ্য নভেম্বরের দুপুরে কেন হঠাৎ বরফ গলতে আরম্ভ করল? আমার জন্যে কোনো ইশারা? তনুশ্রী কি ফিরে এসেছে? কোনো সুখবর?

লাইন এগুচ্ছে শামুকের চেয়েও ধীর গতিতে। একটু পরপর দোকানের সেলসগার্ল চিৎকার করে বলছে, 'আর দাঁড়াবেন না, আর বেশি নেই।'

লাইনের সামনের দিকে এক লোক আরেক লোককে বলল, 'আপনি আবার কোত্থেকে এলেন?'

'মানে? দু' ঘণ্টা ধরে আপনার চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি, চোখের মাথা খেয়েছেন নাকি?'

'ইতরের মতো চিৎকার করবেন না। আমি তো শুধু জিগ্যেস করলাম আপনাকে।'

'কী? ইতর? আমি ইতর? ঘুসি মেরে তোর..!'

'তিখা! এরকম হাঙ্গামা করলে এক্ষুনি দোকান বন্ধ করে দেব। ডিম খাওয়া একেবারে বেরিয়ে যাবে! এত করে বলছি আর দাঁড়াবেন না, আর দাঁড়াবেন না, তা কারো কানেই ঢুকছে না। যান যান, অন্য দোকানে যান। এখানে খালি খালি সময় নষ্ট করে ফল হবে না..!'

লাইনের সবাই ভয় পেয়ে একেবারে সুবোধ বালক-বালিকার মতো জড়োসড়ো হয়ে যে-যার জায়গায় দাঁড়াল।

এক মহিলা গল্প করছেন এক যুবতীর সঙ্গে। যুবতী গর্ভবতী, পেটটা বেশ বড়োসড়ো দেখাচ্ছে। তনুশ্রীর পেট এখনো এমন উঁচু হয়ে ওঠে নি। অ্যাবোরশান করে ফেলে নি তো? আগস্ট থেকে নভেম্বর, এতোদিনেও কি পেট দেখে টের পাওয়া যাবে না?

'আপনার সাহস আছে বলতে হবে। এই সময়ে এত বড়ো ঝুঁকি নিচ্ছেন!'

'কী করব? জীবন তো থেমে থাকে না। কবে দেশের অবস্থা আবার ভালো হবে, কবে আবার আগের মতো দোকানপাট জিনিশপত্রে ভরে উঠবে সেই আশাতে তো আর বসে থাকা যায় না!'

'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আমি হলে সাহস পেতাম না।'

'ছেলেমেয়ে নেই আপনার?'

'আছে বলেই তো বলছি। একটাই ছেলে, স্কুলে পড়ে। বাড়ি ফিরে ফ্রিজ খুলে যদি দেখে কিছু নেই ভীষণ ক্ষেপে যায়। চিৎকার, কিছু নেই কেন ফ্রিজে? সারা দিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াও? খাবার জোগাড় করে রাখতে পার না? ওর জন্যেই তো লাইনে দাঁড়িয়েছি।'

'আপনি কিন্তু ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন আমাকে।'

'না না, সে কী কথা! দোয়া করি আপনার ছেলের জন্যে যেন কোনো দিন আপনাকে লাইনে দাঁড়াতে না হয়। নিশ্চয় দেশের এই দুরবস্থা বেশিদিন থাকবে না।'

BanglaBook.org

লাইনের সামনের দিকে এক বৃদ্ধা চিৎকার করছেন, 'বারে বারে চিৎকার করে জানান দিচ্ছ আর নেই, আর নেই। আর লাইনে দাঁড়াবেন না। আমরা এতগুলো মানুষ কষ্ট করে কতক্ষণ ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি আর আমাদের চোখের সামনে তোমরা এমন কাণ্ড করছ? ছি ছি, এত অসৎ তোমরা?'

দু' জন আফ্রিকান ছেলে লাইনে না দাঁড়িয়েই ব্যাগ ভর্তি ডিম নিয়ে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে ভোঁ করে চলে গেল। লাইনের সব মানুষ চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল তাদের। সবাই ব্যপারটা বুঝতে পারছে। ওরা কমপক্ষে পাঁচগুণ বেশি দাম দিয়ে শ' খানেক ডিম কিনেছে। সবাই চুপচাপ চেয়ে দেখছে। শুধু সেই বৃদ্ধা চিৎকার করে দোকানের সেলস্‌ম্যানদের গালাগাল দিচ্ছেন : স্পেকুলান্তি, ভ্‌জিয়াতোচনিকি.. (চোরাকারবারি, ঘুষখোরেরা)!

ষাঁড়ের মতো দেখতে এক সেলস্‌ম্যান এবার বৃদ্ধার দিকে তেড়ে এল, 'এত চেঁচামেচি করছেন কেন? আদর্শবান হয়েছেন? আপনার আদর্শ ধুয়ে পানি খান গিয়ে! ডিম আপনি কী করে পান দেখছি !'

'এই ছোকড়া, চোখ নামিয়ে কথা বল্। ভয় দেখাতে এসেছিস আমাকে? এত সহজে ভয় পাবার মানুষ ভেবেছিস আমাকে?..আশ্চর্য দেশের মানুষগুলাও! কেউ একটা টু শব্দ করছে না! এমন মেরুদণ্ডহীনে দেশটা আজ ভরে গেল? দশটা ডিমের জন্যে এত বড়ো অন্যায় সবাই মেনে নিচ্ছে! ছিঃ তোরা যদি আমাকে বিনা পয়সায়ও ডিম দিস, আমি নেব না। ছুঁড়ে দেব তোদের মুখের ওপর। তোদের প্রজন্মের লোকেরা যতো সহজে বিক্রি হয়ে যায়, আমরা ততো সহজে হই না। এই বুড়ো বয়সেও নয়। তোদের দেখলে আমার করুণা হয়.. ।'

বৃদ্ধা লাইন থেকে বেরিয়ে থুথু ছিটাতে ছিটাতে চলে গেলেন।

আমার কাছ পর্যন্ত ডিম পৌঁছুল না। আমার সামনেরও অনেক লোককে হতাশ করে দিয়ে ঘোষণা করা হল, ডিম ফুরিয়ে গেছে, আজ আর চালান আসবে না।

মেট্রো থেকে বেরিয়ে আসতেই ভীষণ ঠাণ্ডা এক হলকা বাতাস এসে মুখমণ্ডল অবশ করে দিল। রাত নেমেছে আর শীত পড়েছে ভয়ানক। বরফ গলে পানি হয়েছিল, এখন সে-পানি জমে গিয়ে স্বচ্ছ কাচ! পা আটকায় না, পিছলে পিছলে যায়। গাছগুলো স্ট্রিটলাইটের আলোয় চকচক করছে; পাতাবিহীন শাখাপ্রশাখাগুলো এখন স্বচ্ছ কাচে মোড়ানো, দেখে মনে হয় নকল, বানানো গাছ। বিল্ডিংগুলির কার্নিশে কার্নিশে পানির ধারা হঠাৎ জমে গিয়ে স্বচ্ছ কাচের ছুরি হয়ে ঝুলে আছে। লোকজন হাঁটছে কষ্ট করে, খুব সাবধানে। যারা আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে তারা সেখানেই পড়ে থাকছে না, বস্তার মতো পিছলে চলে যাচ্ছে অনেক দূর। আন্ডারপাসের সিঁড়ির ধাপে ধাপে বরফ জমে শক্ত আর ভয়ানক পিচ্ছিল হয়ে আছে। পাশের রেলিং ধরে, রীতিমতো হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে হচ্ছে।

বাস আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ফুটপাথ ধরে হস্টেলের দিকে হাঁটা দিলাম।

BanglaBook.org

দূরে কে যেন পড়ে আছে, একটা কালো বস্তার মতো। কাছে গিয়ে দেখি এক বৃদ্ধা দুই কনুই কাজে লাগিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। পিচ্ছিল বরফে তার কনুই পিছলে পিছলে যাচ্ছে। বললাম, 'ব্যথা পেয়েছেন?' বৃদ্ধা একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'পামাগিতে পাজালুইস্তা (দয়া করে সাহায্য করুন)!' আমার সাধ্য নেই তাকে ধরে তুলি, বৃদ্ধার ওজন হবে কমপক্ষে নব্বই কেজি । তার সামনে পড়ে আছে একটা কাপড়ের থলে, থলে থেকে ছটকে বেরিয়ে পড়েছে একখণ্ড কালো রুটি, একটা দুধের প্যাকেট। আমি মহিলার হাতটা ধরি। মহিলা তবুও উঠতে পারেন না, বরং আমাকেই টেনে শুইয়ে দেবেন যেন। হঠাৎ ওই পথে একজন মধ্যবয়সী লোকের আবির্ভাব ঘটে। কোনো কথা না বলে তিনি হাত বাড়িয়ে দেন আমাদের দিকে। দু'জনে ধরে বৃদ্ধাকে টেনে তুলি।

বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ালে ভদ্রলোক ধন্যবাদের অপেক্ষা না করে নিজের পথে চলে যান। বৃদ্ধার রুটি, দুধের প্যাকেট কুড়িয়ে নিয়ে আমি তার ব্যাগে ভরি। তারপর সেটি ডান হাতে নিয়ে বাম হাতটা তাকে দিই। তিনি আমার হাতটা শক্ত করে ধরে ভাঙা, ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলেন, 'স্পাসিবা সিনোক্ (ধন্যবাদ বাবা)।' কাছেই একটা বাসস্টপ। আমি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চিতে বসাই। বৃদ্ধা বসে জোরে জোরে হাঁপাতে থাকেন। আমি বলি, 'কোথায় থাকেন? বাসে তুলে দিলে যেতে পারবেন?'

'সঙ্গে গেলে ভালো হয় বাবা। চোখে ভালো দেখতে পাই না।' একটা বাস এসে দাঁড়াল। আমি তাকে বাসে উঠতে সাহায্য করি, তারপর নিজেও উঠে পড়ি। একটা সিটে তাকে বসিয়ে দিয়ে আমি তাঁর সামনে হাতল ধরে দাঁড়াই। বৃদ্ধার অনেক বয়স। কপালে অজস্র বলিরেখা, চোখে বার্ধক্যের কুয়াশা।

'কোন স্টপে নামতে হবে বলবেন।'

'কিনোতিয়াত্র কাজাখস্তান।'

কাছেই। তিন স্টপ পরে আমি তাকে ধরে নামাই। 'ঐ সামনের বিল্ডিং'— হাত দিয়ে একদিকে ইশারা করেন তিনি। সামনে গোটা কয়েক বহুতল আবাসিক ভবন। বুঝতে পারি না, কোনটাতে তিনি থাকেন।

'আমাকে কি আর যেতে হবে? এখন একা যেতে পারবেন না?'

'তোমার যদি কষ্ট না হয়, একটু সঙ্গে চল বাবা। রাস্তা কেমন পিচ্ছিল।'

মহিলা পথ দেখিয়ে একটা আটতলা বিশাল ভবনের গেটে আমাকে নিয়ে এলেন। তারপর বললেন, 'এখন যেতে পারব। কিন্তু খুশি হই যদি আমার ঘরে এককাপ চা খেয়ে যাও।'

তাকে নিয়ে লিফট বেয়ে পাঁচতলায় উঠি। ওভারকোটের পকেট থেকে তিনি চাবির গোছা বের করে আমার হাতে দিয়ে বলেন, 'একটু খুলে দাও বাবা।' দরজা খুলে এক বেডরুমের একটি অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকি। মহিলা আমাকে বসতে বলেন এবং নিজে খুব ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে পড়েন। ঘরটা সাদামাটা। একটা শোকেসে সামান্য কিছু চিনেমাটি আর কাচের তৈজসপত্র। পুরোনো একটা ওয়ার্ড্রবের মাথায় ফ্রেমে বাঁধাই

BanglaBook.org

করা এক সামরিক অফিসারের সাদাকালো ফটোগ্রাফ। ছোট্ট একটা টেবিলে একটা পুরোনো টেলিভিশন, তার উপরে এক যুবকের ছবি, একই রকম ফ্রেমে বাঁধা। একদিকের দেয়ালে একটা ছোট্ট শেলফের মাথায় লেনিনের ও স্তালিনের ছোট ছোট দুটি আবক্ষ মূর্তি। খাটের মাথার কাছে ছোট্ট একটা টুলের উপর হলদে হয়ে যাওয়া টেলিফোন সেট।

'আপনি একা থাকেন?'

'একাই।'

'স্বামী-সন্তানরা কই?'

সামরিক পোশাকে ফটোগ্রাফটা তাঁর স্বামীর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শহীদ। অন্য যুবকটি একমাত্র পুত্র, খনি প্রকৌশলী ছিল, দুর্ঘটনায় প্রয়াত। আর কিছু বলেন না তিনি। আমাকে আপ্যায়িত হতে বলেন, ফ্রিজে সসেজ আছে, রুটি কেটে নিতে বলেন, কেটলিতে পানি বসিয়ে নিতে বলেন এবং সেজন্য বারবার দুঃখ প্রকাশ করেন যে, তাঁর কেমন যেন লাগছে, যে, তাঁর মনে হচ্ছে তাঁর রক্তচাপ খুব বেড়ে গিয়েছে। আমি যেন কিছু মনে না করে নিজে নিজে আপ্যায়িত হই। আমি চা বানিয়ে তার হাতে চায়ের গ্লাস দিতে দিতে বলি, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, চা খান, খেয়ে শান্ত হয়ে একটু শুয়ে রেস্ট নিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।' চা খেতে খেতে তিনি আমার নাম-পরিচয় জানতে চান।

বাংলাদেশের কথা শুনে বলেন, তাঁর এক সহকর্মীর ছেলে আমাদের যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ গিয়েছিল। আমি অবাক হই, সোভিয়েতরা আবার কবে বাংলাদেশের যুদ্ধে গেল। পরে মনে পড়ে যুদ্ধের পর সোভিয়েতরা আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরকে মাইনমুক্ত করতে গিয়েছিল। দুজন তো মাইন ফেটে মারাও গেছে, তাদের কবর আছে চট্টগ্রামে।

চা খাবার পর তাঁকে একটু সতেজ মনে হয়। আমি বলি এবার আমাকে উঠতে হয়। তিনি বলেন আমার উপকারের কথা তিনি সারাজীবন মনে রাখবেন। সময় পেলে আমি যেন মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে আসি। তিনি খুব একা, নিঃসঙ্গ, তাঁর সমবয়সী বান্ধবীরা এখন আর বেঁচে নেই ; যারা আছে, পেনশনে যাবার পর তারা কে কোথায় চলে গেছে। দু'দণ্ড গল্প করার কেউ নেই।

এসময় কলিং বেল বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা স্বগত উক্তি করেন, 'ওওই এল!' তারপর আমাকে অনুরোধ করেন দরজা খুলে দিতে। আমি দরজা খুলে দিলে দুটি তরুণ-তরুণী ঢোকে ; আমাকে দেখে চমকায়, তারপর মহিলার উদ্দেশে বলে,, 'কেমন আছেন? আজ পলিক্লিনিকে গিয়েছিলেন তো?' তারপর আমাকে দেখিয়ে জিগ্যেস করে, 'উনি কে?'

'রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। উনি বাঁচিয়েছেন, নইলে মরে পড়ে থাকতাম।'

দুজনে একসঙ্গে বলে ওঠে 'সে কী? রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন? আমাদের কবলেন নি কেন? প্রেশার চেক করিয়েছেন?'

'কিছু হয় নি, এখন ভাল আছি।'

BanglaBook.org

'তবু কাল আপনাকে পলিক্লিনিকে নিয়ে যাব। সকাল দশটায় রেডি হয়ে থাকবেন। এক সপ্তাহ ধরে প্রেশার চেক করা হয় নি। আর কেনাকেটা কিছু লাগলে বলুন।'

'না, কিছু লাগবে না।

'আচ্ছা, আজ তাহলে আমরা আসি। কাল সকালে কিন্তু রেডি থাকবেন।'

ওরা চলে গেলে জানতে চাইলাম, ওরা কারা। বৃদ্ধা বললেন, 'ওরা সেবক দল। আমার মতো নিঃসঙ্গ বুড়োবুড়িদের দেখাশোনা করে, কেনাকাটা করে দেয়, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়, টেলিফোনে খোঁজখবর নেয়।'

আমার বেশ ভাল লাগল। এরা সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি, প্রকৃত মানুষ। সমাজতন্ত্র শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাতে কী? এরা তো থাকবে। এরাই আবার নতুন সভ্যতা গড়বে।

বৃদ্ধা একটু পরে বললেন, 'কিন্তু ওদেরকে আমার ভাল লাগে না। কেন যে কাগজটাতে সই করতে গেলাম।'

'মানে? কিসের কাগজ?'

'ওরা একটা কাগজে আমার সই নিয়েছে। আমার দেখাশোনা করবে, তারপর আমি মারা গেলে এই ফ্ল্যাটের মালিক হবে ওরা। নতুন ধরনের ব্যবসা! আমাদের সময় এরকম ছিল না বাপু।'

আমি হতবাক! এরকম অভিনব ব্যবসা সোভিয়েত ছেলেমেয়েদের দ্বারা আবিষ্কৃত হতে পারে? এত চালাক তারা হল কী করে? এমন বিষয়বুদ্ধি তো এদের মধ্যে জীবনে দেখি নি! মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। বললাম, 'আমি এখন উঠি, আপনার নাম জানা হল না।'

'ইরিনা ইভানোভ্না। আমার ফোন নম্বর নিয়ে যাও বাবা। ফোন করলে খুশি হব। আর সময় পেলে এসো, খুব খুশি হব। এমনিতে তোমার উপকারের কথা আমি ভুলতে পারব না। তুমি খুব ভাল ছেলে।'

ফোন নম্বরটা লিখে নিয়ে বৃদ্ধাকে সালাম জানিয়ে ফোন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি। রাত নটা। রাস্তায় নেমে মনে হয় তাপমাত্রা শূন্যের পঁচিশ ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে।

BanglaBook.org

৯

অনিমেষ বলল, 'মতিনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানে?'

'সাত দিন ধরে তার কোনো পাত্তা নাই।'

'কেন, তুহিন জানে না? তুহিনের সঙ্গে ও ব্যবসা করত তো?'

'তুহিনই তো বলল। পুলিশকে জানাইছে তুহিন।'

'দ্যাখো বাইরের কোনো শহরে গেছে।'

'না, গেলে তুহিনকে বলে যেত। তুহিন সন্দেহ করতেছে মতিনকে রাশানরা গুম করে দিছে। রাশানদের সঙ্গে মতিনের লেনদেন ছিল।'

গা শিউরে উঠল। মতিনের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মতিন আমার ইয়ারমেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছেলে। বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির বৃত্তি নিয়ে এসেছে। ব্যবসা করে, একটা লাদা গাড়ি কিনেছে। নরম-সরম, নিরীহ প্রকৃতির ছেলে। সবার সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক। কমরেড-ননকমরেডদের ঝগড়া ঝাটির মধ্যে সে ছিল না। সবাই তার কাছে সমান। আমাকে ৯শ রুবল ধার দিয়েছিল দেশে যাবার জন্য। অনেকদিন পরে সে টাকা শোধ দিয়েছি। সে তাড়া দেয় নি। বলেছিল যখন সুবিধা হয় দিও। গত জুনে এক সন্ধ্যায় সে আমাকে তার গাড়িতে করে ঘুরিয়েছিল, ফ্ল্যাটেও নিয়ে গিয়েছিল। দু' প্যাকেট সালেম সিগারেট দিয়েছিল, আর আফসোস করছিল আমাদের আগের মতো দেখা সাক্ষাৎ হয় না বলে। একই ফ্লাইটে আমরা মস্কো এসেছিলাম। কারেনটিনে সাতদিন ছিলাম একই ফ্লোরে। আসার দুদিন পরে আমাদের পলিক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চেকআপ করার জন্য। রক্ত, মলমূত্র নিয়েছিল। দু'দিন পর এক সকালে দেখি শাদা এ্যাপ্রন পরা দু'জন লোক আবদুল মাতিন আবদুল মাতিন বলে এ-ঘর ও-ঘর ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছে। মতিন ঘরে ছিল না, বাথরুমে দাঁত ব্রাশ করছিল। ওই অবস্থায় তাকে ধরে হাসপাতালে নিয়ে গেল। মতিনের স্টুলে নাকি ডিসেন্ট্রি পাওয়া গেছে।

'ফ্রিজে তো কিছু নাই। খাইছেন কিছু?'

'না। তুমি না বললে রান্না এখানেই হবে? কই? বাসায় হাড়িপাতিল কিনে ফেলেছ নাকি?'

'না না। একটু গোছায়ে লই। চলেন আজান মাইরা আসি। আজ আলীর জন্মদিন।'

পাশের হস্টেলে আলীর রুমে বিশাল বাঙালি সমাগম। ঘরে জায়গা আঁটে নি, করিডরে প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে কেউ খাচ্ছে, কারো হাতে বিয়ারের বোতল, কারো হাতে ভদকার গ্লাস। হিন্দি গানের শব্দে আর চেঁচামেচিতে করিডর গমগম করছে। রুমের ভিতরে প্রচণ্ড হাসাহাসি। আমাদের মধ্যে যাদের গায়ের রঙ একটু বেশি কালো তাদের নিয়ে হাসাহাসি চলছে। টিটো ভাই আমাদের দু'বছরের সিনিয়র, যথেষ্ট কালো। বলছে, 'বল দেখি, মালেক আর মিজানের মধ্যে কে বেশি কালো?' বাবর হাত তুলে বলল, 'আমি কই?' মালেক আর মিজান লজ্জা লজ্জা মুখে ঠোঁটে কামড় দিয়ে বাবরের দিকে তাকিয়ে রইল। বাবর বলল, 'মালেক আর মিজানের মধ্যে বেশি কালো হইল গিয়া আমাগো টিটো ভাই।' হো হো করে হেসে উঠল সবাই। হাসি থামলে আবার সে শুরু করল, 'একদিনের ঘটনা কই, সত্যি ঘটনা। দশ নম্বর ব্লকের সামনে আমি খাড়ায়া আছি, সন্ধ্যা নামতাছে, অল্প অল্প আন্ধার। দেখি হালা একখান ফুলহাতা শাদা শার্ট, মনে হয় হ্যাঙ্গারে ঝুলাই রাখছে এরকম একটা শাদা শার্ট ভাইসা আসতাছে।

BanglaBook.org

আমি তো ভয় পাই গেলাম। ভূত টুত নাকি। শার্টটা কাছে আসলে দেখি, ওরে এ তো আমাগো টিটো ভাই!' আবার হো হো শব্দে মেতে উঠল ঘর।

কমরেড-ননকমরেড, ব্যবসায়ী-অব্যবসায়ী সবাই জুটেছে। মদ খেতে খেতে গল্পে হাসিতে গানে রাত একটা বেজে যায়। অনিমেষ চলে যায় ফ্ল্যাটে। তাকে এত রাতে যেতে নিষেধ করি। 'কিছু হবে না' বলে সে চলে যায়। অলক আর আমি হস্টেলে ফিরব, আমজাদ সঙ্গ নিল। অনিমেষ নেই, সে আজ আমার ঘরে ঘুমাতে চায়। তার হোস্টেল দূরে। আমজাদ বেশ মাতাল হয়েছে। মাতাল হলে তার মুখটা খুব দুঃখী দুঃখী হয়ে যায়, দেশের কথা মনে করিয়ে দিলে কাঁদে। আমার অবস্থা বেশ তুঙ্গে। মদ খেলে আমি খুব ছটফটে হয়ে উঠি, বেশি কথা বলি। অলকেরও একই অবস্থা।

অলক চার তলায় নিজের রুমে চলে যায়। আমি আমজাদকে নিয়ে তিনতলায় আমার রুমে ঢুকি। আমজাদ ভিডিওতে ছবি দেখতে চাইল। প্রবীণের ঘরে হিন্দি ফিল্মের ক্যাসেট নিতে গিয়ে এক পাকিস্তানি মাতালের সঙ্গে অকারণে মারপিট বেঁধে গেল। এর মধ্যে অলক আর দু'জন জুনিয়র বাঙালি ছেলেকে নিয়ে জুটল। পাকিস্তানিটাকে দাবড়ে নিয়ে গেল এক দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরে বুক ফুলিয়ে ফিরে এসে অলক বলল, 'হাবিব, দিছি শালারে, মাথা একেবারে ফাটায়ে দিছি।'

মিনিট দশেক পরে পুলিশ এসে আমাদের ধরে নিয়ে গেল। জুনিয়র ছেলে দু'টি ভেগেছে। অলক, আমজাদ আর আমাকে ধরে নিচে নামাল পুলিশ। তারপর হস্টেলের পাশেই ইউনিভার্সিটি পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে তিনজনকে তিনটা আলাদা খোপে ঢুকিয়ে দিল। একটু পরে দেখি মাথায় রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ বাঁধা উদভ্রান্ত পাকিস্তানিটাকে নিয়ে এল এক পুলিশ। আমাদের তিনজনকে বের করে তার সামনে দাঁড় করিয়ে পুলিশ তাকে জিগ্যেস করল, 'কে মেরেছে তোমাকে?'

মাজহার প্রথমে আমার দিকে, তারপর আমজাদের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। পুলিশ অলককে ছেড়ে দিল। অলক আমাদের সাহস দিয়ে বলল, 'ঘাবড়াইস না। বালডাও অইব না।'

মাজহারকে মনে হয় হাসপাতালে নিয়ে গেল আর অলককে বের করে দিল। আমাদের দু'জনকে আবার আলাদা দুটি খোপের মধ্যে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দিল।

'আমজাদ, এ তো কারাগারে ঢুকাল রে। কী করবে?' আমজাদকে ডেকে বললাম। ওকে দেখা যাচ্ছে না। মাঝখানে দেয়াল। আমজাদ ভয় ভয় গলায় বলল, 'মনে হয় টরচার করবে।'

'আরে না। আমরা বিদেশী ছাত্র। টারচার করলে খবর হয়ে যাবে।'

'তাহলে হাজতে ঢুকাল ক্যান?'

'এমনি। সকাল হলে ছেড়ে দিবে দেখিস।'

'শালা যদি কেস করে দেয়?'

'তিখা!' একটা পুলিশ ধমক দিয়ে উঠল।

আমরা ভয়ে চুপ মেরে গেলাম। আমি সিগারেট জ্বালিয়ে টুলের উপরে বসলাম। চুপচাপ সিগারেট খেতে লাগলাম।

BanglaBook.org

রাত চারটার দিকে পুলিশ তালা খুলে ডাক দিল, 'এই বেরোও, বেরোও।'

ভাবলাম ছেড়ে দেবে এবার। কিন্তু না, আমাদের নিয়ে গিয়ে তোলা হল একটা পিকআপ ভ্যানে। আমজাদ ভয়ে নীল হয়ে গেল। আমারও একই অবস্থা।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের?'

'চুপ করে বসে থাকো। কোনো কথা নয়।' ধমক দিয়ে বলল একজন পুলিশ। তার পাশেরজন ড্রাইভ করছে আর ফিরে ফিরে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। আমি পকেট থেকে সিগারেট বের করে বললাম, 'গাড়িতে সিগারেট খাওয়া যাবে?'

'খাও।'

আমি সিগারেট জ্বালিয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আপনারা সিগারেট খাবেন?'

'আমাদের আছে।'

আধঘন্টা পর একটা বিল্ডিং-এর সামনে গাড়ি থামল। দরজা খুলে দিয়ে প্রথম পুলিশটা হুকুম করল 'নামো, নামো।'

আমরা ভয় পেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

'কী হল ? নামো বলছি !'

আমজাদ আমার একটা হাত ধরল, 'কই আনল রে হাবিব?'

'জানি না, চল নামি। কী এমন মহা অপরাধ করছি আমরা?'

কাঠের ভারি দরজা ঠেলে আমাদের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। অদ্ভুত একটা ঘর। হাসপাতাল হাসপাতাল গন্ধ। এক বুড়ি এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল আরেকটা ঘরে। সেখানে শাদা অ্যাপ্রন পরা এক মধ্যবয়সী মহিলা গোমড়ামুখে বসে আছেন। তিনি প্রথমে আমাকে ডাকলেন। আমি তার সামনে গেলাম। চেয়ার আছে একটা, কিন্তু বসতে বললেন না।

'সোজা হয়ে দাঁড়াও, দু'পা একসঙ্গে করে সোজা হও, পিঠ সোজা কর। চোখ বন্ধ কর। দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দাও। আঙ্গুলগুলি ফাঁক কর। চোখ বন্ধ, চোখ বন্ধ। এখন ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নাকের ডগা ছোঁও।'

আমি অনায়াসে নাকের ডগায় তর্জনী ঠেকালাম।

'ঠিক আছে। বসো। কী মদ খেয়েছ?'

'ভদকা আর বিয়ার।'

'কতটা?'

'হবে তিন-চারশ' গ্রাম।'

'আর বিয়ার?'

'গোটা তিনেক।'

'হু। বমি-টমি হয়েছে?'

'না।'

'হাত দাও, এদিকে, হ্যাঁ হাত মেল। রক্ত নেব।'

রক্ত নিয়ে একটা ছোট বোতল হাতে ধরিয়ে দিয়ে টয়লেট দেখিয়ে বললেন, 'প্রস্রাব নিয়ে এসো।'

BanglaBook.org

তারপর আমজাদকে ডাকলেন, একইভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বললেন। আমি টয়লেটে গেলাম বোতলটা হাতে নিয়ে।

আবার আমাদের গাড়িতে তোলা হল। আবার সেই গরাদে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিয়ে পুলিশরা চলে গেল। খোপের মধ্যে শুধু একটা টুল। আর বসে থাকা যায় না। ঘুমে ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে।

আমাদের একটা ছেলে হয়েছে। নাম রেখেছি নবকুমার। তাকে ট্রলিতে বসিয়ে সেই ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন ইরিনা ইভানোভ্না। বরফঢাকা বার্চবনে শাদা ফটফটে পথে ইরিনা ইভানোভ্না সুন্দর একটা কমলা রঙের উলেন টুপি মাথায় দিয়ে আমাদের ছেলেটাকে ট্রলিতে করে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর পায়ে পায়ে হাঁটছে আন্তন। আন্তন বলছে 'ও ভাই নবকুমার, তুমি হাঁটতে শিখবে কবে?'

নবকুমার বলে, 'হাঁটতে শিখতে হবে কেন? আমার তো পাখা আছে। যেখানে ইচ্ছে উড়ে যেতে পারি।'

'কই আমি দেখি নি তো! তুমি উড়তে পার না কি?'

'হু খুব পারি, এই দ্যাখো' বলে নবকুমার ট্রলি থেকে ফুরুৎ করে উড়ে উঠে একটা পপলার গাছের ডালে গিয়ে বসে। তখন হঠাৎ কোত্থেকে একটা শ্বেতভল্লুক বরফের উপর দিয়ে ছুটে আসতে থাকে, তার পায়ের নখের আচড়ে বরফকুচি চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে থাকে। ভালুকটা ছুটে ইরিনা ইভানোভ্না আর আন্তনের সামনে এসে দুই পায়ে খাড়া হয়ে যায়। পপলার গাছের ডাল থেকে তখন নবকুমার চিৎকার করে বলে, 'আন্তন, পালাও পালাও। ওটা পাকিস্তানি বজ্জাত ভালুক, আমার বাবার সঙ্গে ওর যুদ্ধ হয়েছে। ও তোমাকে খেয়ে ফেলবে।'

শুনে আন্তন ছুটতে শুরু করে। ভালুকটিও ঘোঁতঘোঁত করতে করতে আন্তনকে তাড়া করে। একটু পড়ে বরফ ফুঁড়ে বের হয়ে আসে এক বরফদাদু। সে আন্তনকে কাঁধে তুলে নিয়ে ভালুকটার দিকে কটমট করে তাকায় আর ভালুকটার সারা গা ফেটে রক্ত বের হতে শুরু করে। তার শাদা পশম রক্তে লাল হয়ে ওঠে আর সে গোঙাতে গোঙাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে বরফের উপরে ডিগবাজি খেতে থাকে। বরফদাদু হাত বাড়িয়ে পপলারের ডাল থেকে নবকুমারকে অন্য কাঁধে তুলে নেয়। এক কাঁধে আন্তনকে আর অন্য কাঁধে নবকুমারকে নিয়ে সে বার্চবনের বরফভূমিতে মচমচ শব্দ তুলে হেঁটে যেতে থাকে।

'এই ওঠো, বেরও। ঘরে গিয়ে ঘুমাও।' তালা খুলে পুলিশ হাঁটু দিয়ে ঠেলছে আমাকে। মেঝেতে বসে বসে ঘুমোচ্ছিলাম কয়েদীর মতো। সকাল আটটা। ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লাম। মনে হল আর কোনো দিন জেগে উঠতে পারব না।

ঘুম ভাঙল দরজায় ধাক্কার শব্দে। দরজা খুলে দেখি তনুশ্রী । স্বপ্ন দেখছি না তো?

'এসো'।

তনুশ্রী ভিতরে এল, এসে দাঁড়িয়ে রইল। বললাম, 'বসো'। আস্তে করে অনিমেষের ডিভানে বসল।

BanglaBook.org

'স্যানাটোরিয়ামে থেকে কবে ফিরলে?'

'ফিরি নি, কাপড়-চোপড় নিতে এসেছিলাম, আবার যাচ্ছি।'

আমি কেটলিতে পানি বসিয়ে দিলাম। বেলা আড়াইটা। ক্ষুধায় পেট চো চো করছে, ঘুমটা ভাল হয় নি।

তনুশ্রীর মুখ ভাবলেশহীন। যে-মানুষের মুখ দেখে মনের এতটুকু হদিস পাওয়া যায় না, ধরাই যায় না কী আছে তার মনে, তার সামনে উপস্থিত হওয়াটাই একটা কষ্টকর বিড়ম্বনার ব্যাপার। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে সে এখন কী ভাবছে ; আমার ছেলেটার কী ব্যবস্থা সে করল, কেনই বা এল আমার ঘরে, স্যানাটোরিয়ামে থেকে এসেছে কাপড়-চোপড় নিতে, নাকি আমাকে কিছু বলতে? এইসব কিছু আমার জানা দরকার। কিন্তু আমি এখন জোর পাচ্ছি না। হয়ত আমি তাকে ভালোবাসি না, ভালোবাসলে একটা বেপরোয়া অধিকারবোধে এইসব প্রশ্ন আমি তাকে করতে পারতাম, ঝগড়া করতে পারতাম, এমন কথা বলতে পারতাম যাতে তার সব গাম্ভীর্য খসে পড়ে, ব্যক্তিত্ব ঝরে যায়, যাতে সহজ লোকের মতো সে মুখিয়ে ওঠে, ঝগড়ায় মেতে ওঠে আমার সঙ্গে। সেটাই হত আসল প্রেমিক-প্রেমিকার আচরণ, সেটাই হত একটা রোমান্টিক খুনসুটির দৃশ্য।

তনুশ্রী নীরবে বসে বসে আমাদের বুকশেলফের বইগুলো গোনে, টবের জিরানিয়াম গাছটার খুঁটিনাটি নিরীক্ষণ করে, ঘরের কোণার দিকে তাকিয়ে মাকড়সার জাল আছে কি না দেখে, জানালা দিয়ে বাইরে নিস্প্রভ শীতের আকাশটা দেখে। আমি জানি এইসবের উপর দিয়ে তার চোখের মণিদুটোই শুধু গড়িয়ে বেড়াচ্ছে, এইসবে তার মন নেই। কিন্তু কিসে তার মন?

নীরবে চা খাচ্ছে সে। আমার মুখের দিকে একবারও তাকায় নি। আর কোনো কথাও বলে নি। আমিও মনের ভিতরে এত কথা এত প্রশ্ন নিয়েও চুপ করে আছি। কোনো প্রশ্ন করছি না তাকে। আমার মন জানে, কোনো প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে না।

চা খাওয়া শেষ করে তনুশ্রী আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর নড়ে উঠে বলল, 'যাই'।

'কেন এসেছিলে?' আমি যেন কৈফিয়ত চাইছি।

'এমনি', বলে থামল সে, তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, 'কেন? আসতে নেই?'

'না, তা কেন? নিশ্চয়ই আসবে। বলছিলাম, বিশেষ কোনো দরকার ছিল কি না।'

উত্তর না দিয়ে সে বলল, 'আসি!'

'কোন্ স্যানাটোরিয়ামে উঠেছ? থাকবে ক'দিন?'

'তিন নম্বরে। ক'দিন থাকব এখনও ঠিক করি নি। যাই।'

নিজেই দরজা খুলে তনুশ্রী বের হল, আমি পিছনে এসে করিডরে দাঁড়ালাম। সে আর কিছু না বলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল।

BanglaBook.org

মেজাজটা একেবারেই বিগড়ে গেল। এ কোন্ ধরনের টরচার? এরকম নির্যাতনের মানে কী?

কী মনে করে রোববার দুপুরে ইরিনা ইভানোভনাকে ফোন করি। 'বাবা, তোমার যদি সময় থাকে আর কষ্ট না হয় একবার এসে আমাকে দেখে যাও। আমি ভাল নেই।' বৃদ্ধা কেন এমন আপন সুরে কথা বলেন, কী করে আমার প্রতি তাঁর এমন অধিকারবোধ জাগল ভেবে আমার বিস্ময় বোধ হয়, নিজের প্রতি একটা প্রসন্ন অনুভূতি জাগে। খারাপ ছেলে আমি নিশ্চয়ই নই, আমাকে আপন ভাবা যায়; এগারো হাজার কিলোমিটার দূরের একটি দেশের এক অপরিচিতা বৃদ্ধা একদিনের পরিচয়েই আমাকে এমন আপন করে নিয়েছেন যাকে তিনি বলতে পারছেন আয় আমাকে একটু দেখে যা, আমি ভাল নেই। আমার নানি মা এইভাবে লোক মারফত খবর পাঠাতেন 'হাবিব যেন একবার এসে আমাকে দেখে যায়।'

'বাবুশকা, আমি এক্ষুণি আসছি।' আমি ছুটলাম বাসস্টপের দিকে।

ইরিনা ইভানোভনা ক্লিষ্ট আর উদ্বিগ্নভাবে বলেন, 'ওরা যখন ফোন করে জানতে চায় আমি কেমন আছি তখন আমার মনে হয় ওরা জানতে চাইছে আমার মরতে আর কত দেরি। ওরা যখন এখানে আসে তখন ওদের দেখেই আমার মনে হয় ওরা আমার লাশ দেখতে এসেছে ...।'

'কাদের কথা বলছেন ইরিনা ইভানোভনা?'

'ওই যে ছেলেমেয়েরা। কবে আমি মরব, কবে এই ফ্ল্যাটের মালিক হবে ওরা।'

'ফ্ল্যাট দিয়ে কী হবে আপনার? দিয়ে যাবেন এমন কেউ যখন নাই আপনার?'

'ফ্ল্যাট দিয়ে কী করব আমি বাবা? এ তো আমার ফ্ল্যাট নয়, রাষ্ট্রের। এ আমি চাই না। কিন্তু ওরা ফোন করলেই যে আমার মরণের কথা মনে হয়, মনে হয় ওরা চাইছে আমি চটজলদি মরে যাই ...।'

'ওরা বেশ ভাল ছেলেমেয়ে, আপনার সেবাযত্ন করছে। আপনি যখন থাকবেন না তখন ওরা এই ফ্ল্যাট পেলে আপনার ক্ষতি কী। মনে করুন ওরা আপনার নাতিনাতনি।'

ইরিনা ইভানোভনা চুপ করে থাকেন। আবহাওয়া বেশ ভাল। বাতাস জোরালো নয়। আমরা হাঁটতে বের হই।

পাশেই বার্চবন। বরফঢাকা বার্চবনে ইরিনা ইভানভনার সঙ্গে গল্প করতে করতে হাঁটি। তিনি আমার দেশের, বাবা মা ভাই বোনদের কথা জানতে চান। আমি বলি যে আমার কোনো ভাই বোন নেই, আমি বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তিনি বলেন, তাহলে তুমি এত দূর দেশে কেন এসেছ, আর তোমার বাবা-মাই বা কী করে আসতে দিল? তারপর তিনি নিজের জীবনের অনেক কথা বলেন। দেশের কথা বলেন, যুদ্ধের কথা বলেন, স্তালিনের কথা বলেন। 'সবাই যুদ্ধে গেল স্তালিনের জন্য, ফ্সিয়ো দ্লিয়া ফ্রোন্তা,

BanglaBook.org

ফ্‌সিয়ো দ্বিয়া স্তালিনা[১৩]—এই ছিল যুদ্ধদিনের শ্লোগান। কত লোক মরে গেল। আমার বয়সী সবাই বিধবা হয়ে গেল, জোয়ান পুরুষ মানুষ সব মরে শেষ হয়ে গেল। তুমি জান, এদেশে এত বুড়ি কেন? যত বুড়ি আছে বুড়া তত নেই কেন? যুদ্ধে মরে গিয়েছে বেশির ভাগ পুরুষ। তবু আমরা জিতেছি, গিত্‌লেরকে আমরা পরাজিত করেছি। ভিলিকি স্তালিনের জন্যই সেটা সম্ভব হয়েছে। গর্বাচভ থাকলে হত না। আমাদের দেশকে তাহলে গিত্‌লের নিয়ে নিত।

যুদ্ধের কয়েক বছর পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু টিকল না। অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে সে চলে গেল। তারপর আর নয়। ছেলে বড়ো হল। লেখাপড়া শিখে ইঞ্জিনিয়ার হল। কিন্তু আমার কপাল খারাপ, খনিতে দুর্ঘটনা ঘটে তরতাজা ছেলেটা আমার মরে গেল।... অনেক দিন পর এতিমখানা থেকে একটা ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে এসেছিলাম, কোলে-পিঠে ওকে বড়ো করে তুললাম। ইনস্টিউটে ভর্তি হল। সেবার ওকে নিয়ে একবার বাবার গ্রামে গেলাম। গ্রাম ব্রিয়ানস্কায়া অব্লাস্ত, চেরনোবিলের নাম তো শুনেছ, তারই কাছাকাছি। কী দুর্ভাগ্য আমার, ঠিক ওই সময়ই চেরনোবিলে দুর্ঘটনাটা ঘটল। কিছু কিন্তু টের পেলাম না আমরা। মস্কো ফিরে এলাম। তিনমাস পর পাভেল, ওরে নাতি আমার, এতিমখানা থেকে আনলে কী হবে ও আমার বুকের ধন, কলিজার টুকরা— আহাঃ একদিন রাতে দেখি বিছানায় ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো লাফাচ্ছে, চোখ উল্টে উঠেছে, মুখ দিয়ে ফেনা ছুটছে আর আহারে কি লাফানটাই না লাফাচ্ছে! এমারজেন্সিতে ফোন করলাম, অ্যাম্বুলেন্স এসে নিয়ে গেল। পরে ডাক্তাররা বলল এ অসুখের কথা কাউকে বলা যাবে না। একটা বিশেষ হাসপাতালে নাম লিখিয়ে নিল, সাতদিন পর পর গিয়ে থেরাপি দিতে হবে। কিন্তু আমার কপাল মন্দ, কোনো থেরাপিতেই নাতি আমার বাঁচল না ।' ইরিনা ইভানোভ্‌নার দুই গাল বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল।

BanglaBook.org

রিনোক থেকে বেশ বড়ো একটা কার্প মাছ এনেছে অনিমেষ । অনেক দিন পর রান্নার আয়োজন করতে করতে বলে সে, 'কী ব্যাপার, পাকিস্তানি একটার নাকি মাথা ফাটাইছেন? অলক তো মহাউল্লাসে বলে বেড়াচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ করছি, এক হানাদারের বাচ্চার ঠুলি ফাটাইছি।.. পাঁচতলার মাজহার না? ওটা তো একটা পাগল।' আমি কিছু বলি না। অনিমেষ মাছ কাটতে কাটতে গল্প করে চলেছে।

'ওই যে লোকগুলা আসছিল মুক্তাদির ভাইয়ের কাছে, দুই ভাই, তাদের এক মামা আর তিন জন। হ্যাঁ আদমরা, নারায়ণগঞ্জে ওদের কাপড়ের ব্যবসা ছিল, সবকিছু বেচেকুচে বের হইছিল কোরিয়া যাবে, বুঝলেন! ব্যাংকক গিয়া আটকে গেছে, কোরিয়া যেতে পারে না কোনোভাবে। তারপরে কে জানি বুদ্ধি দিছে চীনে যাও, চীন থেকে মস্কো গেলেই পশ্চিম ইউরোপের কোনো দেশে চলে যাওয়া যাবে। ওরা চীনে গেল, বেইজিঙ থেকে ট্রেনে চড়ে মস্কো এসে এক পাকিস্তানি আদম ব্যাপারির খপ্পড়ে পড়ে

১৩ সবকিছু ফ্রন্টের জন্য, সবকিছু স্তালিনের জন্য।

গেল। টাকা-পয়সা নিল সে-ব্যাটা, তারপরে হাওয়া। তারপরে তো দেখলেন এখানেও আসছিল। মুক্তাদির ভাইয়ের সঙ্গে একদিন ওদের দেখা করায়ে দিলাম। তারপর আর খোঁজখবর জানি না। আজকে শুনলাম, ছয়জনই মারা গেছে।'

একটু থামল অনিমেষ। আলু কাটতে কাটতে বললাম, 'মারা গেছে মানে?'

'সে ঘটনাই তো বলতেছি, রুমানিয়ার বর্ডার পার হতে গেছে। বর্ডারে গিয়া একজনের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট হইছে তিনশ' ডলারে বর্ডার পার করে দিবে।.. বর্ডার চেক পোস্টে গাড়ি চেক হয়। ওদের তো ভিসা নাই। দালাল একটা কান্ট্রাক্ট করেছে এক লরির ড্রাইভারের সঙ্গে। লরি হল মাছের লরি, পুরাটাই ডিপ ফ্রিজ। ওদেরকে বলা হইছে মিনিট বিশেক লরির মধ্যে থাকতে হবে, চেকপোস্ট পার হইলেই হয়ে গেল। শালা আহাম্মকের দল মাছের লরিতে উঠছে বুঝলেন ? তারপরে চেকপোস্টের কাছে গিয়া লাগছে ট্রাফিক জ্যাম। পুরা দেড় ঘন্টা। লরি ড্রাইভার ওইপারে গিয়া খুলে দেখে সব ক'টা মরে একেবারে ফ্রোজেন মাছের মতো শক্ত হয়ে গেছে ...!

১০

শীতের সেমিস্টার পরীক্ষা এগিয়ে আসতে লাগল। ক্লাসে না গিয়ে এখন আর উপায় নেই। উপস্থিতি কম দেখে কোনো কোনো শিক্ষক বলে দিলেন, তোমার পরীক্ষা নেওয়া হবে না। শাস্তিস্বরূপ অনেক পড়া, অনেক পেপার তৈরি করা ছাড়া পরীক্ষার অনুমতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে এবার। শিক্ষকদের পিছনে ঘুরতে ঘুরতে জুতো ক্ষয় হয়ে যাবে।

ন'টা দশের প্রথম ক্লাসে আমাকে দেখে ভিয়ানা ঝকঝকে দাঁতগুলো বের হেসে বলল, 'ডিসেম্বর শেষ হতে চলল কিনা, খাবিবুর রাখমানকে এখন রাউন্ড দ্য ক্লক ক্যাম্পাসে আর লাইব্রেরিতে দেখা যাবে। এটা হল তার স্ট্র্যাটেজি, সারাক্ষণ মুখ দেখা যাবে তার, আর শিক্ষকরা ভাববে ওহ্ কী সিরিয়াস একনিষ্ঠ ছাত্র, এক্সেলেন্ট মার্কস দিয়ে দাও।'

'অত হিংসা কর কেন? পাকা ধানে মই তো দিচ্ছি না তোমাদের!'

ভিয়ানা পাওলাকে বলল, 'খাবিবকে তনুশ্রীর প্রেমপত্রটা দাও না কেন? হারিয়ে ফেলেছ নাকি?' পাওলা এক টুকরা ভাঁজ করা কাগজ আমার হাতে দিয়ে বলল, 'কী লিখেছে একটু পড়ে শোনাবে? আমাদেরকে তো এরকম চিঠি লেখে না কেউ।'

তনুশ্রী লিখেছে 'হাবিব, শুভেচ্ছা। একটা অনুরোধ করব, যদি খুব কষ্ট না হয়, আমার রুমে যাবে, (সন্ধ্যার পরে যেও, তখন রুমমেট থাকে) আমার বুকশেলফের সবচেয়ে উপরের তাকে বাম কোণায় ম্যাক্স ওয়েবারের সোব্রান্নিয়ে সাচিনেনিয়া[১৪]

১৪ ম্যাক্স ওয়েবারের প্রবন্ধ সংগ্রহ।

BanglaBook.org

আছে। বইটা আমাকে দিয়ে গেলে খুব খুশি হব। অবশ্য তোমার যদি কষ্ট না হয়। তনুশ্রী।'

আমি তনুশ্রীর চিরকুট ভিয়ানা আর পাওলাকে অনুবাদ করে শোনালে ওরা খুব বেজার হয়ে বলে, ' তনুশিরিটা একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের বেরসিক।'

অনিমেষ অনেকগুলি খবরের কাগজ কিনে এনেছে। মাঝে মাঝেই সে এরকম করে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কাগজ পড়ে। তারপর একটানা সাতদিন হয়ত পত্রিকা হাতেই নেবে না। কমসোমল্স্কায়া প্রাভদা পড়তে পড়তে অনিমেষ হঠাৎ চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বলে, 'একটা ইন্টারেস্টিং নিউজ শোনেন। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ নিহত সেবক দলের তিনজন গ্রেফতার। নিকোলাই সের্গেইভিচ করলেঙ্কো নামের ৭১ বছর বয়সী এক নিঃসঙ্গ পেনশনভোগী বৃদ্ধকে বিষ প্রয়োগে হত্যার অভিযোগে চেরেমুশকিন্স্কি রাইওন পুলিশ তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই তরুণ ও এক তরুণীকে আটক করেছে। হাসপাতাল সূত্রে নিকোলাই সের্গেইভিচের বিষ প্রয়োগে মৃত্যুর ঘটনার সমর্থন পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, রাজধানী মস্কো ও লেনিনগ্রাদ শহরে বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবক দল নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের দেখা-শোনা, সেবা-যত্নের কাজে তৎপর রয়েছে। বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার মৃত্যুর পর তার বর্তমান আবাসস্থলটির মালিকানা স্বেচ্ছাসেবক দলটি লাভ করবে এই মর্মে একটি চুক্তিসাপেক্ষে ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার ফাঁকে নতুন এই সামাজিক-ব্যবসায়িক উদ্যোগে নেমেছে।... ইন্টারেস্টিং!'

'ইন্টারেস্টিং কেন অনিমেষ?'

'রাশানদের উদ্ভাবনী প্রতিভা দেখছেন ? চিন্তা করতে পারেন কত রকমের ব্যবসার আইডিয়া মানুষের মাথা থেকে বেরুতে পারে ?'

'এই ব্যবসাটা ভাল না খারাপ ?'

'আপনার ঘুরে ফিরে ওই এক প্রশ্ন। ভাল না খারাপ চিন্তা করে তো মানুষ কিছু করে না। দরকারি না অদরকারি, লাভজনক না ক্ষতিকর মানুষ দেখে এইটা।'

'লোকটাকে যে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে তার ফ্ল্যাটটা নিয়ে নিল, এই ব্যবসাটা ভাল না খারাপ সেটা তো অন্তত বলা যায়?'

'অবশ্যই খারাপ। আইনও বলে যে সেটা অন্যায়। তাই পুলিশ তাদেরকে অ্যারেস্ট করেছে। এ নিয়ে তো কোনও সন্দেহ নাই যে মানুষ মারা খারাপ।'

'এমনিতে ব্যবসাটা ভাল, নাকি?'

'অবশ্যই ভাল। শেষ বয়েসে বুড়াবুড়িগুলি একটু ভাল থাকল, একটু সেবা-যত্ন পেল। মরে গেলে তো ফুরেই গেল, ফ্ল্যাট কে পেল আর কী কে নিল তাতে তাদের কী? ছেলেমেয়েগুলা একটু সেবা-যত্ন করে একটা করে সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে। মস্কো শহরে আর এক বছর পর একটা একরুমের ফ্ল্যাটের দাম কত হাজার ডলার হবে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

BanglaBook.org

ইরিনা ইভানোভ্‌নার ওপর আমার মায়া জন্মে গেছে। আবার তাকে ফোন করি।

'একবার এসো। তোমাকে কিছু কথা বলব, আর একটা জিনিশ দেব।'

'এখন যে আসতে পারছি না বাবুশকা! একটু কাজ পড়ে গেল, কাল আসি?'

'কাল কিন্তু অবশ্যই এসো। দেরি কর না যেন।'

'অবশ্যই আসব বাবুশকা।'

সন্ধ্যায় তনুশ্রীর ঘরে যাই বইটা নিতে। দরজা বন্ধ। ধাক্কাধাক্কি করে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে ফিরে আসি হস্টেলে। লবিতে পাকিস্তানটাকে দেখতে পাই, মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে পায়চারি করছে। আমাকে দেখে দ্রুত সরে অন্যদিকে চলে গেল। মাত্র সাতটা বাজে। বাবুশকার কাছে যাওয়া যায়। আবার ফোন করি তাঁকে। কণ্ঠ শুনেই তিনি চিনতে পারেন। আমি বলি, 'কাজটা হল না, আপনি বাসায় আছেন তো? আমি আসছি বাবুশকা।'

'এসো বাবা এসো। আমি আবার যাব কোথায়।'

বিশাল একটা ক্রিস্টালের ফুলদানি ঝেড়েমুছে ঝকঝকে তকতকে করে টেবিলের ওপর রেখেছেন ইরিনা ইভানোভনা। 'আমার আর কিছু নাই বাবা, এটা আজ তুমি নিয়ে যাও। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।' বলে তিনি একটু থামলেন, দম নিয়ে আবার বললেন, 'মৃত্যুর আগে মানুষ সব বুঝতে পারে। আমিও টের পাচ্ছি আমার বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠতে বেশি দেরি নাই বাবা। একটা স্বপ্ন আমি বার বার দেখছি। একই স্বপ্ন। তারা আমাকে জ্যান্ত কবরে নিয়ে যাচ্ছে, চার হাত-পা ধরে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করছি। কিন্তু কেউ কিছু শুনছে না। মনে হয় ওরা আমাকে মেরে ফেলবে ।'

'ছি বাবুশকা, এরকম বাজে দুশিন্তা করতে হয় না। ওরা খুব ভাল ছেলেমেয়ে।'

'তাহলে ওই একই দুঃস্বপ্ন আমি বার বার দেখি কেন?'

'দুশ্চিন্তা করেন বলে। দুশ্চিন্তা করবেন না, আপনার দুশ্চিন্তার কী আছে?'

'তুমি ফুলদানিটা নিয়ে যেও কিন্তু। আমি মরে গেলে ওরা সবকিছুর সঙ্গে ওটাও নিয়ে নেবে। আমার সারা জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিশ এই ফুলদানিটা। সুন্দর নয়? তুমি নিয়ে যেও। তোমাকে দেবার মতো আর কিছুই নেই আমার।'

তনুশ্রীর ঘরে তিনবার গিয়ে ফিরে এসেছি। ওর রুমমেট নেই, দরজা বন্ধ। তনুশ্রী ভিয়ানা বা পাওলার হাতে রুমের চাবি পাঠিয়ে দিলে পারত, আমাকে হয়রান হতে হত না। ভিয়ানা ক্লাসের শেষে জানতে চাইল, 'গিয়েছিলে তনুশিরির কাছে?' বললাম যে তনুশ্রীর ঘরে বইটা নেবার জন্য গিয়ে ঘুরে এসেছি কমপক্ষে পাঁচবার। তার রুমমেট বোধ হয় মস্কোতে নেই। তখন অনিমেষ এসে আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে যায়।

'মতিন ভাইকে দেখতে যাবেন?'

BanglaBook.org

'কী হয়েছে মতিনের? কোথায় দেখতে যাব?'

'কাল তার লাশ পাওয়া গেছে। মর্গে নিয়ে গেছে। আজ আমাদের দেখতে দেবে। যাবেন? আমি যাচ্ছি, অলকরাও যাবে।'

মুখ দেখে মতিনকে চেনা যাচ্ছে না। মুখটা শুকিয়ে চিমসা, শক্ত, কালো বিকৃত হয়ে গেছে। কপালের উপর দিকটা আর চুল দেখে চেনা যাচ্ছে এ আমাদের মতিন। সামনের দাঁতগুলো বের হয়ে আছে, চোখ পোকায় খেয়ে ফেলেছে। জ্যাকেটটা দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় এ মতিনই, অন্য কেউ নয়। আমাদের মতিন।

'কেজিবি'র পুলিশ সহজ জিনিশ নয়। বের করে ফেলেছে। পাকড়াও করেছে তিনজনকে। প্রফেসর স্তানিস সোভিয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির প্রেসিডেন্ট না হলে এটা এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হত না ...'

'এক কথা বলতে বলতে আরেক কথা শুরু কর না, বল।'

'একটা মেয়েকে সম্ভবত মতিন ফ্ল্যাটে নিয়ে গেছিল সেদিন। মেয়েটা তার পরিচিতই। ওই মেয়ে শ্যাম্পেনের সঙ্গে কিছু একটা মিশাইছিল, মতিন অজ্ঞান হয়ে গেলে মেয়েটা ইশারা করে, বাইরে তার বন্ধুরা অপেক্ষা করছিল। মেয়েটা দরজা খুলে দিলে তারা ঢুকে পড়ে যা কিছু আছে, টাকা পয়সা সবকিছু নিয়ে চলে যাবে, সে সময় মতিনের হুঁশ ফিরে আসে। সে হয়ত বাধা-টাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, ওরা নাকমুখে বালিশের চাপা দিয়ে শ্বাস বন্ধ করে মেরে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে এক বনে বরফ খুঁড়ে পুঁতে রেখে চলে গেছে।'

'কেউ ধরা পড়েছে?'

'হাঁ, তিনজন। ওরাই তো বলেছে লাশ কোথায় আছে।'

রাত এগারোটায় তনুশ্রীর ঘরে যাই, তনুশ্রীর রুমমেট তখনও ঘরে নেই। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। আর কখনো আসব না। তনুশ্রীর দরকার হয় নিজে এসে দরজা খুলে বইটা নিয়ে যাক। এই ভেবে ঘুরে লিফটের দিকে হাঁটা দিয়েছি, দেখি পাছা দোলাতে দোলাতে তনুশ্রীর রুমমেট তার দরজার দিকে যাচ্ছে। বললাম, 'তনুশ্রীর একটা বই নেব।'

'এসো, ভিতরে এসো।' বলে দরজা খুলে আমাকে সে আমন্ত্রণ জানাল। তারপর দরজা বন্ধ করে আমাকে বসতে বলে টয়লেটে ঢুকল। আমি তনুশ্রীর বুকশেলফের উপরের তাকের বাম কোণায় ম্যাক্স ওয়েবারের বইটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। হাত বাড়িয়ে টেনে বইটা নামাতে গিয়ে একটা বই পড়ে গেল নিচে। সেটি তুলে নিয়ে দেখি মলাট বাঁধাই বইটার উপরে কোনো নামধাম নাই। পাতা উল্টিয়ে দেখি বই নয়, একটা খাতা। ডায়েরির আকারের, কিন্তু প্রতি পাতায় সন তারিখ বার লেখা নেই। মলাটের পরেই লেখা, তনুশ্রী চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৯৮৬।

তারপরের পাতাটি শাদা। তারপরও দু'টি পাতা শাদা। তারপর একটি ইংরেজি কোটেশন, কোটেশনের নিচে লেখা Heideggar। বড়ো বলে পড়ে দেখার আগ্রহ হল

BanglaBook.org

না। পাতা উল্টালাম। রুশ ভাষায় কতগুলি নাম পর পর লেখা : নিকোলাই গুমিলিওভ, গিওর্গি ইভানোভ, ইভগেনি জামিয়াতিন, ওসিপ মান্দেল্‌স্তাম। এক কোণায় বড়ো বড়ো ক্যাপিটাল লেটারে লেখা ভ্লাদিমির সলোভিওভ। পাতার নিচের দিকে ডান কোণায় ছোট ছোট করে লেখা 'লেনিনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের দুটো বই ছিল। একটা ঘরে বাইরে, অন্যটা Nationalism।' তার একটু নিচে 'ইভান বুনিন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে আলাপ ছিল।'

পাতা উল্টিয়ে খুঁজতে শুরু করি কোথাও আমার নাম দেখা যায় কি না। খাতা জুড়ে লেখা বড়ো কম। অনেক পাতা উল্টানোর পর হয়ত একটা পাতায় চার-পাঁচ লাইন লেখা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোটেশান। মাঝে মাঝে দু' একটা মন্তব্য। উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ দেখি দুই পাশেই পাতা জুড়ে লেখা, বাম পাতার উপরের কোণে তারিখ লেখা :

২৭. ৭. ৯১

আমি পড়তে শুর করি :

'নিজের প্রতি ভীষণ ঘেন্না হচ্ছে। একটা প্রচণ্ড গ্লানিতে ভরে গেছে মনটা। কী একটা অলুক্ষণে রাত ছিল কাল। কেন আমার সব বোধবুদ্ধি ওভাবে লোপ পেয়ে গিয়েছিল? এরকম একটা পশু আমার ভেতরে লুকিয়ে ছিল আমি কখনো টের পাইনি! ছি ছি ছি! হাবিবের নামটা মনে জাগতেই বুকের ওপর একটা হিমশীতল পাথর চেপে বসেছে। গ্লানিতে মরে যেতে ইচ্ছে করছে আমার। কী করি আমি এখন? যেন একটা অন্ধকূপে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। ভগবান! কেন? কেন এমন করলাম আমি?

আমি তো কখনও কল্পনা করিনি হৃদয়ের সম্পর্ক ছাড়া কোনো ছেলের সঙ্গে আমার Physical relation হতে পারে। কিন্তু কী করে হল? কে আমায় এর জবাব বলে দেবে? উহ্ ভগবান! কী গ্লানি, কী লজ্জা! কী নীচ, কী রুচিহীন একটা মেয়ে আমি!

হাবিব আমার প্রেমে পড়েছে। আজ নয়, অনেক আগেই তা বুঝেছি আমি। আমার চোখের দিকে চেয়ে ও কথা বলতে পারে না। ও জানে ওকে আমি বন্ধুর বেশি মনে করি না। একটা inferiority complex আছে ওর মধ্যে। থাকাই স্বাভাবিক। ওর বাবা মফস্বলের ডাক্তার, ঠাকুর্দা হয়ত ছিল নিরক্ষর কৃষক। হয়ত আমার ঠাকুর্দাদের প্রজা ছিল। তা থাক, তাতে আমার অসুবিধে হয় না। বরং বন্ধু হিসেবে হাবিব খুবই ভাল। মনের ভিতরে আমার জন্যে প্রেম থাকলেও সেজন্য লম্ফ ঝম্ফ তো করে না। সহজ-সরল হলেও এমন বেপরোয়া বা অকপট সে কখনোই নয় যে আমাকে প্রেম নিবেদন করে বসবে। আমি জানি আমার দিক থেকে কোনো ইঙ্গিত না পেলে সে তার প্রেম বুকে নিয়েই মরে যাবে, মুখ ফুটে কোনোদিন বলতে আসবে না।

দোষটা কি হাবিবের? কে কার দিকে প্রথমে হাত বাড়িয়েছিল? উফ্ মনে পড়ে না, মনে করতে পারি না। ভগবান, এমন মাতাল কেন হয়েছিলাম আমি! এমন মাতাল যে, মেয়ে হয়ে পুরুষের দিকে আগে হাত বাড়ানো। তনুশ্রী চক্রবর্তীর ভিতরে এমন নোংরা এত জঘন্য এক পশু বাস করে যে ভালোবাসা ছাড়াই, প্রেম ছাড়াই এরকম নির্লজ্জ কামুক হয়ে উঠতে পারে সে? শুধু কামুকতা ছাড়া আর কী?

BanglaBook.org

ভগবান, মেরে ফেল আমায়, মেরে ফেল। এই গ্লানি, এই লজ্জার ভার আমি সইতে পারছি না।'

তনুশ্রীর রুমমেট বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল, 'চা খাবে এক কাপ?'

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখন যাই। গেট বন্ধ করে দেবে।'

'কী বই নিতে এসেছিলে, পেয়েছ?'

'হ্যাঁ এই যে, নিয়ে গেলাম।'

'তনুকে বলব তুমি দু'টো বই নিয়েছ?'

'না না, আমি নিচ্ছি না, তনুশ্রী চেয়ে পাঠিয়েছে। ওকে দিতে যাব।'

'ও আচ্ছা।'

তনুশ্রীদের হস্টেল থেকে আমাদের হস্টেলের মাঝখানে দশ মিনিটের পায়ে হাঁটা পথ দুই মিনিটে পেরিয়ে ঘরে পৌঁছে হুমড়ি খেয়ে পড়ি তনুশ্রীর খাতাটর উপর। যে-পর্যন্ত পড়ে থেমেছিলাম ঠিক তার পরে পাতায় একইভাবে তারিখসহ লেখা

'২৮. ৭. ৯১

রাতে ঘুম হয়নি। ভেবে ভেবে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। কোনোভাবেই পরশু রাতের দুর্ঘটনাটার কথা মনে থেকে সরছে না। ভগবান কেন আমায় এত বড়ো দুর্বিপাকে ফেললেন? আমি এখন কী করি? কী করে একটু শান্তি পাই? কীভাবে মনে স্বস্তি ফিরে আসে? পড়াশোনা ছেড়েছুড়ে দেশে চলে যাব? গিয়ে? কার কাছ থেকে পালাব? নিজেই যখন নিজের নিপীড়ক তখন পালাব কোথায়? নরকে গেলেও তো আমি নিজেই আমার পিছু ছাড়ছি না।

কিন্তু হাবিব আসছে না কেন? এখন কি তার একটু সাহস হবার কথা নয়? এখন কি তার আড়ষ্ঠতা একটুখানি কেটে যাবার কথা নয়? তার তো আমার মতো গ্লানি বোধ হবার কথা নয়? তবে কি সে ঘটনার আকস্মিকতায় ভড়কে গেছে? একটু সামলে উঠলেই চলে আসবে? এলে শিগ্রি আসুক।'

'২৯. ৭. ৯১

আশ্চর্য! হাবিব আজও এল না। ও কি ভয় পেয়ে গেছে? তাহলে এসে ক্ষমা চেয়ে যাক! এসে বলুক, দোষ আমারই ছিল, ক্ষমা কর। তাহলেও তো আমার একটু সান্ত্বনা জোটে। একটু মিথ্যে সান্ত্বনার যে বড়ো প্রয়োজন আমার। সত্যিকারের সান্ত্বনা নেই আমি জানি। যা হয়ে গেছে তার যে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই তা কি আমি জানি না। তবু দুটো মিছে কথা, মিছে কৈফিয়ৎ দিতে হাবিব কেন আসছে না?

আজ সারাদিন ঠাকুর্দার কথা মনে পড়ছে। ঠাকুর্দা আমায় মস্কো আসতে বারণ করেছিলেন। যাস নে দিদিমনি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ছেলেরা ওদেশে পড়তে যায়। ওদের খপ্পড়ে পড়ে যাবি। তখন আর দুঃখের সীমা থাকবে না। আমি বলেছিলাম আমি কি কোনো ছেলের খপ্পড়ে পড়ার মেয়ে দাদু? খপ্পড়ে তো পড়বিই। নইলে বয়স কথাটার কোনো মানে থাকে না। আমার কথা শুনিস, যাবিই যখন যা। কিন্তু সাবধান থাকিস, বাংলাদেশের কোনো ছোকড়া যেন তোর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে না পারে।

BanglaBook.org

আমেরিকা জাপান ইংল্যান্ড ফ্রান্স চাই কি আফ্রিকা যেতে মন চাইলে চলে যাস, কিন্তু বাংলাদেশে নয়।

দাদুর বুকে কী অভিমান তা কী তখন বুঝতাম! এখন বুঝি। কলকাতা ছেড়ে এসে বুঝি কলকাতা আমার কী। দাদু বোঝেন বাংলাদেশ তাঁর কী। আমি তো চাইলেই কলকাতা যেতে পারি যখন-তখন। দাদু কি পারেন বাংলাদেশে যেতে? যেতে হলে ভিসা নিতে হবে, যেতে হবে পর্যটক হয়ে। বাংলাদেশে যাবার জন্যে ভিসা চাইবার আগে দাদু চাইবেন যেন তার মরণ হয়। দাদু ভীষণ সেন্টিমেন্টাল বাংলাদেশের ব্যাপারে। আগে ভাবতাম বুঝি আদিখ্যেতা। এসে বুঝতে পারি বাংলাদেশ নিয়ে আদিখ্যেতা করার শক্তি নেই দাদুর।

আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে যবনকর্তৃক আক্রান্ত হইবে, কূলটা হইবে। আমি হেসেছিলাম।

দাদুর আশঙ্কা পুরোটা ফলে নি। কিন্তু আমি তো বাংলাদেশী মুসলমান কমিউনিস্ট দ্বারা আক্রান্ত হলাম। অন্তত নিজেকে জখম করার কাজে ব্যবহার করলাম এক বাংলাদেশী হাতিয়ার।'

'১. ৮. ৯১

বড়ো বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম; একেবারে সত্য যুগের সতী স্বাধ্বী নারীদের মতো নিজেকে পতিত ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু ঘাবড়াবার কী হল? চারপাশের মেয়েদের তো দেখছি। আগাগোড়াই sensual life তারা lead করছে। তাদের তুলনায় আমার অপরাধ অতি তুচ্ছ। অপরাধই বা বলতে যাব কেন? এত এত মেয়েকে তাদের রোজকার জীবন-যাপনের জন্য অপরাধী বলবার কী যুক্তি আছে? ক্ষিদে তেষ্টাকে যদি অস্বীকার না কর sex অস্বীকার করবে কীভাবে? প্রেমের বাইরেও physical relation খুব স্বচ্ছন্দে হতে পারে। হামেশাই হচ্ছে। আমি যদিও সমর্থন করি না। একবার ভুল করেছি, আর করব না। পণ করলাম, পরে কষ্ট পাই এমন কাজ আর কখনো করব না।'

'২. ৮. ৯১

আমি পোশাকের ভারে দেহকে অসহনীয় করে তুলে জীবনকে আত্মপীড়নের এক নারকীয় অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছিলাম। জীবনকে যাপন করতে না জানার এই হল সমস্যা। জীবনের চেয়ে জীবন সম্পর্কে সচেতনতা কখনোই বড়ো নয়।'

'২০. ৮. ৯১

আমি যদি এখন বলি, আমি হাবিবকে ভালবাসি, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসবে, তা তো বাসবেই ; নইলে যে চরিত্র থাকে না। আমি যদি এখন হাবিবকে বিয়ে করি সেটা এমন হবে যেন আমি নিজেকে compensate করতে চাই। তা হয় না। শুধু কাম থেকে প্রেমের জন্ম হতে পারে না।

তারপর সারা খাতা জুড়ে শুধু দার্শনিক কথাবার্তা, আঁতলামি। কোথাও দু'লাইন কবিতা, কোথাও কারো কোটেশন, কোথাও নিরেট দু'একটা বিরল তথ্য। আর কোথাও

BanglaBook.org

আমার নাম নেই, আর কোথাও ওই প্রসঙ্গে একটি শব্দও নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই তনুশ্রী এই পয়েন্টে তার সব চিন্তাভাবনার ইতি টানে নি। নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু ভেবেছে সে। তার কাছে আমি কিছুই ম্যাটার করি না এটা হতে পারে না। তাহলে সে আমার কাছে আর আসত না। বরং ম্যাটার করি বলেই সে স্যানাটোরিয়ামে আশ্রয় নিয়েছে।

দরজায় কে যেন টোকা দিচ্ছে। রাত বারোটায় দরজায় টোকা দেবার আগে কেউ যদি চিন্তা করে না দেখে ভিতরে লোকটা ঘুমাচ্ছে কী না, কী করতে ইচ্ছা করে তাকে? দরজায় টোকা পড়ছে, যেন আঙুলগুলো দিয়ে দরজায় খেলছে হারামজাদাটা।

'কে?' চিৎকার করে উঠি!

'নিম্নোশ্কা আতক্রোই, দ্রুগ (একটু খোল বন্ধু)।' একটি মেয়ের কণ্ঠ।

'কেন? কী হয়েছে?'

'একটু দরকার ছিল, খোলো না।'

দরজা খুলে প্রায় ছ'ফুট লম্বা দশাসই একটা মেয়ের ঢাউস পেটের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে গেলাম।

'কাকে চাই?'

'কাকে আবার? তোর সাসেদকে[১৫]। গেছে কোথায় লম্পটটা?'

অনিমেষের কাণ্ড এটা? অসম্ভব কী? আমিই যদি ঘটাতে পারি, অনিমেষ পারবে না কেন?

'এসো, কী হয়েছে বল।'

মেয়েটি ঘরে ঢুকে বিশাল পেটটা নিয়ে রীতিমত একটা পাহাড়ের মতো অনিমেষের ডিভান জুড়ে বসে। আমি কেটলিতে পানি চড়িয়ে দিই।

'কোন্ দেশের তুমি?' ঘরের চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে মেয়েটি শুধায়।

'একই দেশের। কেন? অনিমেষ বলে নি?

'অনিমেষ কে?'

ওহ্ ভুল হয়ে গেছে, অনিমেষ আমাকে মাফ করুক!

জিগ্যেস করি, 'তোমার বন্ধুটা কে?'

'কে আবার? স্তিবেন, কঙ্গোর লাটসাহেব। ক'দিন ধরে সে হাওয়া। গেছে কোথায় জান?'

কেটলির প্লাগটা খুলে দিয়ে ওভারকোটটা টেনে নিয়ে ব্যস্তভাবে বলি, 'হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার একটা কাজ আছে। এক্ষুনি বেরুতে হবে।'

'চা খাওয়াবে না?'

'পরে একদিন।'

মাফলার-টুপি নিয়ে মেয়েটিকে একরকম ঠেলে বের করে দিয়ে দরজা লক করে গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি। দোতলার সিঁড়িতে আবার সেই মেয়েটি, পেটে

---

১৫ সাসেদ রুশ শব্দ। মানে প্রতিবেশী ; রুমমেট, পাশের ঘরের কেউ, বা পাশের দেশের কাউকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

BanglaBook.org

একটা বিশাল কড়াই বেঁধে পা টেনে টেনে চলছে। এক তলায় আবার তাকে দেখি। কী করে সম্ভব? ভূত নাকি মেয়েটা? হস্টেলের গেটের কাছে তিনটি তরুণী দাঁড়িয়ে। গেটকিপার তাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। তারা অনুনয়-বিনয় করছে। তাদের পেটগুলি দেখে মনে হয় তারা সকলেই বিভিন্ন মেয়াদে গর্ভবতী। তারা আমার পথ রোধ করে দাঁড়ায়, মুচকি হাসে। আমি ভয়ে পিছিয়ে আসি, তারা খিলখিল করে হেসে ওঠে, ঢোলের মতো নিজ নিজ পেটে চাপড় মারতে থাকে।

... বনের ভিতরে একটা ফাঁকা জায়গায় একটা বিশাল মঞ্চ ; মঞ্চের চারপাশে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের দল জটলা করছে। মঞ্চের উপরে মিখাইল গর্বাচভ, তার কালো টুপিতে তুষারের স্তর পড়ে এখন সেটি শাদা একটি বল। গর্বাচভের পাশে রাইসার মতো দাঁড়িয়ে আছে তনুশ্রী। তার মাথায় একটা লাল স্কার্ফ। গ্রীবা প্রসারিত, গর্বিত দাঁড়ানোর ভঙ্গি, ঠোঁট কঠিন, নাক তরবারির মতো উদ্যত। কলকাতার বাংলায় গর্বাচভ ভাষণ দিচ্ছে, 'ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের শৃঙ্খল থেকে আমি মুক্ত করে দিলুম। কমিউনিজম একটা তাসের ঘর ছিল, কেউ তা টের পায় নি। আমি পেয়েছিলুম, এক টোকাতেই আমূল ধ্বসিয়ে দিলুম। লিক্যুইডেটর, ট্রেইটর যা ইচ্ছে আপনারা আমায় গালাগাল দিন, কিন্তু আমি আপনাদের মুক্ত করে দিলুম। ইতিহাস আমাকে দেখবে।'

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'মিশা[১৬], ইয়োব ত্‌ভাইয়ু মাতেবি (ফাক ইওর মাদার)।'

হৈ হৈ করে উঠল ক্ষেতমজুরের দল, লাঠি বল্লম শরকি নিয়ে তারা আমাকে মারতে ছুটে এল। তনুশ্রী মঞ্চ থেকে আমার দিকে তর্জনী নির্দেশ করে তাদের বলল, 'মারুন, ওই আনকালচার্ড, ইতরটাকে আচ্ছামতন পেটান।'

দলবেঁধে ওরা তেড়ে এল আমার দিকে। আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলাম। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পথ ফুরিয়ে গেল। দেখি লেকের খাড়া পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে লেকের পাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে। পিছনে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। সামনে লেকের পানি জমাট বেঁধে শক্ত বরফ। মচমচ শব্দ করে আমি লেকের ঢাল বেয়ে নেমে যাই। লেকের বুকের উপর দিয়ে হাঁটতে থাকি। হঠাৎ কড়মড় শব্দে ডান পায়ের তলায় বরফের চাঁই ভেঙে যায়, হিম ঠাণ্ডা পানিতে ডুবে যায় ডান পায়ের হাঁটু পর্যন্ত। পা টেনে তোলার চেষ্টা করি, আছাড় খেয়ে পড়ে যাই, নিতম্বের আছাড়ে প্রকাণ্ড শব্দে বরফ ভেঙে যায়, বরফের নিচে হিমশীতল পানিতে আকণ্ঠ ডুবে যাই আমি। 'তনুশ্রী' বলে একটা প্রচণ্ড চিৎকার দিয়ে মরে যাই।

মরে গিয়ে আমি দেখতে পাই আবার একটা বন, সেখানে শুধু বার্চ নয়, পাইন, পপলার, ম্যাপল, আরো অজস্র গাছ মরে গিয়ে কালো হয়ে বরফভূমিতে ঝাঁটার মতো দাঁড়িয়ে আছে। একটা ম্যাপল গাছের তলায় মতিন একটা মোটাসোটা রুশী মেয়ের উরুতে মাথা রেখে শুয়ে গল্প করছে। মেয়েটি মতিনের চুলে আঙ্গুল চালিয়ে দিচ্ছে আর কী যেন বলছে আর খিলখিল করে হেসে উঠছে। মতিন আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।

---

১৬ মিশা মিখাইলের সংক্ষিপ্ত রূপ।

BanglaBook.org

মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে একবার হাসে, আবার মতিনের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলতে থাকে। আমি এগিয়ে চলি। সামনে একটা উঁচু বেদির উপর ছয়টি মানুষ পাশাপাশি সটান হয়ে শুয়ে আছে, তাদের কাছেকুলে কেউ নেই। তাদের উপর দিয়ে হু হু বাতাস বয়ে যাচ্ছে। তুষারকণা, নাকি নারায়ণগঞ্জের ধূলা চৈতালি বাতাসে এরকম বেসামাল উড়ে যাচ্ছে তাদের উপর দিয়ে? আমি আরো সামনে এগিয়ে চলি, এই তুষারময় বনভূমি আমাকে তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে হবে। সামনে পরীক্ষা, কোনো টিচারই আমার ওপর সন্তুষ্ট নয় ; সবাই চ্যালেঞ্জ করে বসেছে আমাকে ফেল করিয়েই ছাড়বে। ফেল করা মানে একটা বছর লস করা। হয়ত জরিমানা দিতে হবে এক হাজার ডলার।

আমার ছেলেটা জানালা দিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছে। শাদা পায়রার মতো ছোট ছোট দুটি ডানা আছে তার। ঘরময় ফরফর শব্দ করে উড়ে বেড়াচ্ছে আর খিলখিল করে হাসছে। আমি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে চাইছি আর সে খিলখিল করে হেসে ছাদের এ-কোণ থেকে ও-কোণে ছুটে বেড়াচ্ছে। দুষ্টুমিভরা চোখে পিটপিট করে আমার দিকে চাইছে, কাছে এসে আবার দূরে সরে যাচ্ছে। ধরা দিচ্ছে না। আমি বলছি, 'আয়, আমার বুকে আয়, আমি তোর বাবা।' সে বলছে, 'না যাব না, মা বকবে।'

'হেন্দু আছে হেন্দুর জাগাত্, তুমি তার গাওত্ হাত দিবার গেছিন কিসক?'

'সে আমার গায়েত্ হাত দিতে আসলো ক্যান?'

'গাও থাকলে গাওত্ হাত দেয়াদেয়ি হোবেই বাহে।'

'ভারতবর্ষ বিভক্ত না হলে আস্তে আস্তে শিক্ষাদীক্ষার প্রসার হয়ে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান মিশ্র বিবাহ করত। এইভাবে ধীরে ধীরে এই সমস্যাটা দূর হয়ে যেত..।'

'তনুশ্রী কি শিক্কিত মেয়ে লয়?'

'শিক্ষিত বটে, প্রব্লেমটা এথিক্যাল, নট কমু...'

'কি ক্যাল ?'

'কাকা! আসুন আমার সঙ্গে। এদেরকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?'

কোথা থেকে ভেসে আসছে শিশুর কান্না? কান খাড়া করি। আমাদের করিডর, হ্যাঁ, করিডর থেকেই। দরজা খুলে বেরিয়ে আসি। করিডরে মৃদু আলো। পাশের ঘরের স্টিভেন একটা বাচ্চাকে দুহাতের তালুতে নিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। 'কী রে কী হয়েছে?' আমি চিৎকার করি। স্টিভেন পাত্তা দেয় না, কোনো কথা না বলে বাচ্চাটাকে নিয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে। আমিও নাছোড়বান্দা, ছুটলাম তার পিছনে পিছনে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙে হস্টেলের গেট পেরিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে যায়। একটা বরফের স্তূপের দিকে এগিয়ে চলে। চাঁদ উঠেছে, মায়াবী জ্যোৎস্নায় বরফঢাকা চারপাশ প্রহেলিকাময়। বরফ খুঁড়ে স্টিভেন শিশুটিকে পুঁতে রাখার চেষ্টা করছে। শিশুটি খিলখিল করে হাসছে আর বরফের গর্তের ভিতর থেকে একবার

BanglaBook.org

এ-হাত, একবার ও-হাত বের করে দিচ্ছে, লাথি মেরে বরফের ঢেলা ভেঙে পা বের করে দিচ্ছে, টুঁস মেরে বরফের দলা ভেঙে মাথা বের করে খিলখিল করে হেসে উঠছে। স্টিভেন ফোঁস ফোঁস শব্দ করে হাঁপাতে হাঁপাতে মরীয়া হয়ে খাবলা খাবলা বরফ তুলে শিশুটির উপর চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু শিশুটি কোন্ ফাঁকে একটা পা, নয়তো একটা হাত বের করে দিচ্ছে, টুঁস মেরে মাথা বের করে আকাশে চাঁদের দিকে চেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠছে।

'পারবি না রে, পারবি না।'

আমার কণ্ঠ শুনে স্টিভেন ঘাড় ঘুরিয়ে কটমট করে তাকায় ।

কবর খোঁড়া হল, এখন চারটি ছায়ামূর্তি ইরিনা ইভানোভনার চার হাত-পা ধরে চ্যাঙদোলা করে বনের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কবরটার দিকে। ইরিনা ইভানোভনা চিৎকার করছেন, 'বাঁচাও বাঁচাও, আমি মরি নি।'

এই স্বপ্নটা বারবার দেখেছেন ইরিনা ইভাননোভনা। আমিও দেখলাম হবহু একই স্বপ্ন। হঠাৎ ধক্ করে উঠল বুকটা। বাজে মাত্র সকাল সাড়ে সাত। বাইরে এখনও অন্ধকার। ছুটে যাই টেলিফোন বক্সের কাছে। পুরো হস্টেল এখনও ঘুমিয়ে। টেলিফোনের কাছে কেউ নেই। কয়েন ঢুকিয়ে ইরিনা ইভানোভনার নম্বরে ডায়াল করি। ওপারে রিং বাজে। কেউ রিসিভার তোলে না। কয়েন বের করে আবার ঢুকাই, নম্বরের প্রতিটা ডিজিট গুনে গুনে আবার ডায়াল করি। আবার রিঙ বাজার শব্দ আসে, কেউ রিসিভার তোলে না। ঘাম ছুটতে থাকে আমার সারা শীরীরে। এক দৌড়ে উঠে আসি ঘরে। জুতো, ওভারকোট, মাফলার, টুপি, হাতমোজা পরতে পরতে হৃৎপিণ্ড ধকাস ধকাস শব্দে আছাড় খেতে আরম্ভ করে। এক দৌড়ে এসে দাঁড়াই বাসস্টপে। বাস চলাচল সবে শুরু হয়েছে। ছটফট করি, বরফে গুঁড়ি মেরে মেরে পায়চারি করি। শীতে পা জমাট বেঁধে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে একটা বাস এল, দরজা খুলে গেল, লোকজন খুব কম। উঠে হাতল ধরে দাঁড়াই, অনেক সিট ফাঁকা, কিন্তু বসার ইচ্ছা হয় না। বাসটা গরুগাড়ির মতো চলছে। ড্রাইভারটা নিশ্চয়ই এখনও হ্যাঙওভারে আছে।

'কিনোতিয়াত্‌র কাজাখস্তান!'

লাফ দিয়ে নেমে ছুট্। ওই যে ইরিনা ইভানোভনাদের বিল্ডিং, কুয়াশায়ও দেখা যাচ্ছে। দ্রুত পা চালিয়ে আমি বহুতল আবাসিক ভবনটির সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াই। সেখানে একটা বড়োসড়ো লরি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। আমি লিফটের দিকে ছুটে যাই। বোতাম টিপে ছটফট করতে থাকি, অপেক্ষা সয় না। লিফট এসে এক তলায় থামে। দরজা খুলে যায়। একটা কফিন ধরাধরি করে নামায় চার-পাঁচজন ছেলেমেয়ে। ওদের দেখেই বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে। হ্যাঁ এরাই তারা, সেইসব ছায়ামূর্তি। আমি নির্বাক, মুখে কথা আটকে গেছে। আঠা আঠা হয়ে গেছে জিভ ঠোঁট। তবু খুব কষ্টে উচ্চারণ করতে পারি, 'ইরিনা ইভানোভনা?' ওদের একজন ব্যস্তভাবে বলে, 'তার সব শেষ।' আমার বুকটা একেবারে ভেঙে যায়। ওদের পিছু পিছু লরির কাছে যাই।

BanglaBook.org

আমতা আমতা করে বলি, 'আমাকে তাঁর মুখটা একটু দেখতে দেবেন?' একজন বলে, 'কফিনের মুখে পেরেক মারা হয়ে গেছে, আর খোলা যাবে না।' হঠাৎ আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় 'পোস্টমর্টেম?' ওদের তিনজন চোয়াল মুখিয়ে একসঙ্গে ধমক দিয়ে ওঠে, 'চিভো (কী)?' তারপর ঝটপট কফিনটা লরিতে তোলা হয়। তড়িঘড়ি উঠে পড়ে সকলে। গর্জন করে চলে যায় লরিটি।

আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। আমার পা দু'টো পুঁতে গেছে বরফে। হঠাৎ ভোরের আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে। লরি চলে যাচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভে যাচ্ছে।

দুপুরে কেন্টিনে খেয়ে ঘরে এসে তনুশ্রীর জন্য বইটা নিয়ে স্যানাটোরিয়ামের উদ্দেশে বাসে উঠি। মেট্রো স্টেশনে নেমে দু' কেজি আপেল কিনে সোজা তনুশ্রীর স্যানাটোরিয়ামে হাজির হই। ভিজিটরস রুমে ঢুকে কর্তব্যরত মহিলাকে তনুশ্রীর নাম ও তার দেশের নাম বলতেই মহিলা জানায়, সে আজ হস্টেলে ফিরে গেছে।

'ভাল হয়ে ফিরে গেছে তো?'

'খুব ভাল।'

'তাহলে এই আপেলগুলো আপনাদের জন্য রেখে যাচ্ছি। ভাল আপেল।'

'ধন্যবাদ।'

মহিলা হাত বাড়িয়ে আপেলের ব্যাগটি নিলেন। আমি বেরিয়ে সোজা তনুশ্রীর হস্টেলের উদ্দেশ্যে ট্যাক্সি ধরি। কিন্তু তাকে ঘরে পাওয়া গেল না। তার রুমমেটও ঘরে নেই। ভার্সিটি ক্যাম্পাসে গিয়ে তাঁকে খুঁজি। ক্লাস শেষ, ক্যাম্পাস ফাঁকা। শুধু লাইব্রেরির হলে কিছু ছেলেমেয়ে আছে। সামনে পরীক্ষা বলে। সেখানে প্রতিটি রো'তে তনুশ্রীকে খুঁজি। কিন্তু কোথাও পাই না তাকে । তাহলে এখন আর কোথায় খোঁজা যায় তাকে? দীপঙ্কর বা অভিজিতের ঘরে। ওরা সায়েন্সে পড়ে, সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্লাস, প্র্যাকটিক্যাল থাকে। এখন কি ওরা ঘরে আছে? তবু দীপঙ্করের ঘরের দিকে হাঁটা দিই। সে অভিজিতের মতো সিরিয়াস নয়, ঘরে থাকতেও পারে।

ঠিক, দীপঙ্কর ঘরে আছে। সিগারেট ফুঁকছে আর একা একা তাস খেলছে।

'কী রে, হঠাৎ আমার ঘরে? ঘটনা কী?'

'কেন, আসা নিষেধ নাকি?'

'বলেছি নাকি আসা নিষেধ? আসিস না তো। গরিব মানুষ আমি।'

'বাজে বকিস না। ক্ষিদা লেগেছে, কিছু খেতে দে।'

'লে সালা, ক্ষিদে নিয়ে এস্‌ছিস আমার ঘরে? আমি কি ঘরে রাঁধি যে তোকে ভাত মাছ খেতে দোব? নে, সসেজ আচে, রুটি দিয়ে মেরে দে। আর ভোদকা আচে, দোব এক গ্লাস?'

'উহু, ভদ্‌কা না, চা কর।'

দীপঙ্কর কেটলিতে পানি তুলে দিয়ে বলল, 'এদিকে এস্‌ছিলি কোথায়? আমার এখানে আসবি বলে যে আসিস নি আমি জানি।'

BanglaBook.org

'তোর ঘরে আসব বলেই এসেছি। তনুশ্রী কোথায় বলতে পারিস?'

'ও তো ব্রংকাইটিস বাঁধিয়ে স্যানাটোরিয়ামে গেছে, জানিস না?'

'স্যানাটোরিয়াম থেকে রিলিজ পেয়েছে আজ। আমি গিয়ে ফিরে এলাম।'

'তাহলে নিশ্চয়ই ঘরে আছে।'

'ঘরেও নাই।'

'তাহলে গেছে কোনো বান্ধবী-টান্ধবীর রুমে। কিন্তু তুই এমন হন্যে হয়ে ওকে ঢুঁড়চিস কেন রে?'

'হন্যে হয়ে না। ও খবর পাঠিয়েছিল ওর ঘর থেকে একটা বই নিয়ে ওকে দিয়ে আসতে। তিন চারদিন আগে বইটা ওর ঘর থেকে নিয়ে এসেছি, কিন্তু ওকে দিতে যাওয়া আর হয়নি। আজ গিয়ে ফিরে এলাম। মাইন্ড করল নাকি।'

'তা তো করতেই পারে। কেমন ক্লাসমেট তুই, একটা দরকারি বই তোকে দিয়ে আসতে বলল, তুই তিন চারদিন পর যাচ্ছিস। সামনে পরীক্ষা। বেচারি এমনিতে হপ্তা দুই ক্লাসে যায় নি।'

'বইটা নিতে আমি ওর রুমে গেছি কমপক্ষে পাঁচবার। কিন্তু ঘর খোলা পাই না। ওর রুমমেট তো ঘরেই থাকে না।'

'অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। নে, চা নে। দাবা খেলবি নাকি এক গেম?'

'না রে, দাবা খেলার মুড নাই।'

'আরে রাখ, দাবা খেলতে আবার মুড লাগে নাকি? শুনেচি তুই খুব ভাল খেলিস?'

'না, কিসের ভাল।'

'নে, হয়ে যাক এক গেম। বড্ড বোর লাগচে।'

'না রে। আজ নয়। আজ যাই।'

'যাবি? কিন্তু কী জন্যে এসেছিলি বললি না তো?'

'বললাম না, তনুশ্রীর খোঁজে।'

রাত আটটার দিকে তনুশ্রীর রুমে আবার যাই। রুমমেট আছে। সে জানাল, তনুশ্রী মনে হয় ফিরেছে, তার কাপড় চোপড় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার সঙ্গে তার দেখা হয় নি। ফিরে আসি। রাত দশটায় আবার যাই। তখন দরজা বন্ধ। রুমমেটও কোথায় বেরিয়ে গেছে। রাত এগারোটায় শেষবারের মতো যাই তনুশ্রীর রুমে। রুমমেট এবার জানায়, ন'টার দিকে তনুশ্রী ঘরে ছিল।

'আমি খোঁজ করেছি বলেছ?'

'না, তুমি তো বলতে বল নি।'

'রাতে ফিরবে বলে গেছে?'

'কিছু বলে নি। ফিরবে নিশ্চয়ই। তনুশ্রী তো রাতে অন্য কোথাও থাকে না।'

'কিন্তু রাত তো এগারোটা পার হয়ে গেল। এখনও ফিরছে না, হস্টেলেই কারো রুমে থাকতে পারে?'

BanglaBook.org

'পাওলার রুমে দেখতে পার।'

আমি এগারো তলায় পাওলার রুমে যাই। পাওলা আমাকে ঘরের ভিতরে আমন্ত্রণ জানায় না, মনে হয় ওর বন্ধু আছে। তনুশ্রীর কথা জিগ্যেস করলে বলে, সাড়ে ন'টার দিকে একবার এসেছিল। বেশিক্ষণ থাকে নি। আমি শেষবারের মতো আবার তনুশ্রীর ঘরে যাই। যদি এর মধ্যে ফিরে এসে থাকে। না, ফেরে নি। আমি ওর রুমমেটকে বলি, তনুশ্রীকে বল, আমি ওকে খুব খুঁজেছি। আজ সারাদিন খুঁজেছি। স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে ফিরে এসেছি তাও বলো।'

'আচ্ছা বলব।'

আমার ঘরে আলো জ্বলছে। মনে হয় অনিমেষ আছে। দরজায় টোকা দিই। দরজা খুলে যায় তনুশ্রী! শত জনমের অপেক্ষা শেষে আমি তাকে পেয়েছি, দিশাহারা মাতালের মতো তীব্র আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরি তাকে। সে কিছু বলে না। অনেকক্ষণ ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে আমিও চুপ করে থাকি। তারপর ওভারকোট, মাফলার, টুপি, জুতো মোজা খুলে কেটলিতে পানি বসিয়ে দিই। তনুশ্রী নীরবে বসে বসে দেখতে থাকে।

অনেক রাত হয়ে যায়। চা খাওয়ার পর নীরবে আরও অনেকক্ষণ কেটে গেল। নীরবতা যেন আমাদের নিয়তি-নির্ধারিত। আল্লাতালা যেন আমাদের কম কথা বলার মিশনে পাঠিয়েছেন। নীরবতা অবশ্য এখন অসহ্য লাগছে না। আমি কিছু জানবার জন্যে আর উদগ্রীব নই।

অনিমেষ ফেরে না। তনুশ্রীকে জিগ্যেস করি, 'অনিমেষ কী বলে গেছে, ফিরবে না?'

'অন্য কোথাও থাকবে বলে গেল।' মাপা, সংক্ষিপ্ত উত্তর।

দুই ডিভান পাশাপাশি জোড়া দিয়ে এক বিছানা বানাই। তারপর শান্তশিষ্ট সুবোধ দুই বালক-বালিকার মতো পাশাপাশি শুয়ে পড়ি। আলো নিভিয়ে দিয়ে আমি তনুশ্রীর দিকে পাশ ফিরে তার পেটে আলতো করে হাত রাখি। 'আমাদের নবকুমার কী ঘুমিয়ে গেছে?' ফিসফিস করে বলি ওর কানে কানে। তনুশ্রী কিছু বলে না। চিৎ হয়ে ছাদের দিকে চেয়ে থাকে, আবছা অন্ধকারে তার বড়ো বড়ো চোখ দুটি জ্বলে।

এই প্রথম আমরা এভাবে আয়োজন করে সারা রাতের জন্য পাশাপাশি শুয়েছি। জুলাইয়ের ওই রাতটিতে ছাড়া আমি তনুশ্রীকে কখনো আর একটি চুমোও দিই নি। ওই রাতের পরেও আর কখনো নয়। ওই একটি রাতই ওভাবে এসেছিল আমাদের জীবনে। কিন্তু আজকের রাতটি এসেছে সম্পূর্ণ অন্যভাবে, অভূতপূর্বভাবে। তনু নিজে এসেছে আমার ঘরে, আমার সঙ্গে থাকবে বলে। আমি তাকে থাকতে বলি নি। তার গর্ভে আমার সন্তান ; আর কোনো যুক্তিতর্ক নেই, আর ওসব কিচ্ছু খাটবে না। কতটা যুক্তিবাদী হয়ে ওঠা মানুষের পক্ষে সম্ভব? তুমি যদি আমার মুখের ওপর একশ'বার বলতে থাক তুমি আমাকে ঘেন্না কর, আমি বলব মিথ্যা, ঘেন্না করতে পার না বলেই এত করে বলছ। তোমার বুদ্ধি বলছে ঘৃণা করা উচিত, কিন্তু তোমার মন তা করতে

BanglaBook.org

পারে না। আমি দুর্বল মানুষ, তোমার চেয়ে inferior। কিন্তু আমি যা জানি তুমি তা জান না। তুমি জান না যে তুমি আমাকে ভালোবাস।

গ্রীবা বাড়িয়ে তার গালে ঠোঁট রাখি। সে চুপ করে থাকে। আমি তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখি। সে কোনো সাড়া দেয় না। আমি তার গ্রীবা জড়িয়ে ধরি। সে কিছু বলে না, প্রতিক্রিয়া নেই তার। আমি তার ঠোঁট, গাল, কপাল, গ্রীবা চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে থাকি। কিছুক্ষণ পর একটা 'উঁহু' ধ্বনি করে সে। বুঝতে পারি, উপভোগ নয়, এতক্ষণ সহ্য করেছে শুধু। সৌজন্যের সীমা সম্পর্কে আমার চেতনা জাগে। নিজের জন্য লজ্জা বোধ হয়। গ্রীবা সংযত করি, হাত প্রত্যাহার করি, পা ছড়িয়ে সোজা চিৎ হয়ে ভদ্রভাবে শুই।

অনেকক্ষণ কোনো কথা খুঁজে পাই না। যা জানি তা আসলে জানি না এই ধরনের অবিশ্বাস দানা বাঁধতে শুরু করে। অবিশ্বাস মানে অন্ধকার। অন্ধকারে আমরা অসহায়, দুর্বল। একটা লম্বা নিঃশ্বাস বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে আসে ; পাশ ফিরে তনুশ্রীর দিকে মুখ করে অন্ধকারে তার জ্বলজ্বলে বড়ো বড়ো চোখ দু'টোর দিকে চেয়ে জানতে চাই,

'আমার অপরাধটা কী?'

তনুশ্রী বরাবরের মতো নীরব।

অনেকক্ষণ পরপর বুকের গভীর থেকে একটা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে, তনুশ্রীর সীমাহীন নীরবতা নিরুপায়ের মতো সহ্য করতে করতে আমার চোখে ঘুম নেমে আসে। আমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তবের ব্যাপারে আমি বেশ কিছুদিন ধরে বিভ্রান্ত। স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে জাগরণে প্রবেশ করার পরেও আমার মধ্যে স্বপ্নের মতো ঘটনা ঘটতে থাকে।

প্রলাপের মতো 'আমার অপরাধটা কী' বলে বলে আমি যখন ক্লান্ত, তখন হঠাৎ তনুশ্রী কথা বলে ওঠে, 'রামকুমার চক্রবর্তী কে ছিলেন তুমি জান?'

'এ নামে দিনাজপুরে এক জমিদার ছিল। রামকুমার সরনি নামে একটা রাস্তা আছে সেখানে।'

'তাঁর বংশধরদের খবর তুমি জান?'

'শুনেছি তারা ফরটি সেভেনে ইন্ডিয়া চলে গেছে।'

'তাহলে তো তুমি সবই জান।'

'কী রকম?'

'রামকুমার চক্রবর্তীর বংশধরদের দেশত্যাগের ইতিহাস জান, আর কিছু জানার প্রয়োজন আছে?'

'প্লিজ রহস্য করো না, খুলে বলো।'

'ঠাকুর্দা আমায় মস্কো আসতে বারণ করেছিলেন।'

'কেন?'

'সেটা তুমি অলরেডি জান।'

BanglaBook.org

'জীবনকে ফিকশন ভেবে কী মজা পাও তোমরা?'

তনুশ্রী আর কিছু বলে না। অন্ধকারে শুধু তার চোখের মণি দু'টো জ্বলে।

অনেকক্ষণ পরে শুনতে পাই,

'তুমি কেন চুরি করে আমার ডায়রি পড়েছ?'

'হাতে পেয়েছি পড়েছি, তাতে কিছু হয় নি।'

'ভাল কর নি।'

'তাহলে ক্ষমা চাই।'

'ক্ষমা চেয়ে আর কী লাভ, What you have learnt you can't unlearn anyway.

'কেন unlearn করতে হবে? আমার তো কোনো সমস্যা হয় নি তাতে।'

'তুমি খুব সরল, খুব ভালোমানুষ। কিন্তু তুমি আর সুখী হতে পারবে না। আমাদের বিয়ে হলেও নয়।'

'কেন?'

'সেটা এখন তুমি নিজেই ভালো করে জান।'

'সবকিছু ফিলোসোফাইজ করে কী লাভ হয়? তোমার প্রব্লেমটা কী, বলবে একবার?'

তনুশ্রী চুপ মেরে যায়। আর কোনো কথা বলে না।

সকালে জেগে দেখি পাশে তনুশ্রী নেই। তার জ্যাকেট, টুপি, মাফলার যথাস্থানে ঝুলছে। ঠাণ্ডা বাতাস হুহু করে ঘরে ঢুকছে। জানালার দিকে চোখ পড়তেই বুকে ধক্ করে একটা ধাক্কা লাগে একটা পাল্লা পুরোপুরি খোলা !